আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ঈসায়ী

****

সূচিপত্র

২৮শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

মুসলিম নারীদের ফাঁদে ফেলুন: ভারতীয় হিন্দু ধর্মগুরু

ভারতের মুসলিম নারীদেরকে প্রেমের ফাঁদে ফেলার আহ্বান জানিয়েছে কর্ণাটকের এক হিন্দু ধর্মগুরু। শ্রী রাম সেনার প্রধান প্রমোদ মুথালিকের এমন উসকানিমূলক আহ্বান নিঃসন্দেহে মুসলিম বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা তৈরি করবে।

উগ্র ডানপন্থী হিন্দুত্ববাদী সংগঠন ‘শ্রী রাম সেনা’ প্রতিষ্ঠা করার আগে প্রমোদ মুথালিক ছিল বজরং দল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্য। এর আগেও একাধিকবার মুসলিম বিদ্বেষী বক্তৃতা দিয়ে বেশ কয়েকবার সমালোচিত হয়েছে এই প্রমোদ মুথালিক।

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি কর্ণাটকের বাগালকোটে একটি পাবলিক ইভেন্টে বক্তৃতা দেয়ার সময় প্রমোদ মুথালিক বলেছে, ‘এক হিন্দু মেয়ের পরিবর্তে ১০ জন মুসলিম মেয়েকে প্রেমের ফাঁদে ফেলুন।’

শুধু তাই নয়। এমন জঘন্য কাজে হিন্দু যুবকদের উৎসাহ দিয়ে সে বলেছে, ‘যারা এ কাজ করতে পারবে, তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে, চাকরির ব্যবস্থা করা হবে।’

হাজার হাজার হিন্দু মেয়েকে ‘লাভ জিহাদের’ নামে শোষিত করা হচ্ছে বলে ভিত্তিহীন অভিযোগ করে সে হিন্দু যুবকদেরকে ‘পাল্টা জবাব’ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

মুথালিকের এমন মন্তব্য বিভিন্ন মহলে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে। বস্তুত ‘লাভ জিহাদ’ হচ্ছে হিন্দুদের একটি ভিত্তিহীন ষড়যন্ত্র তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে তাদের প্রোপাগান্ডা হল, হিন্দু মহিলাদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার জন্য মুসলিম পুরুষরা তাদের প্রেমে প্ররোচিত করে। এ ধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় মুসলিম যুবকদের মারধর করা হচ্ছে, হত্যা করা হচ্ছে।

গত ১২ জানুয়ারী উত্তর কর্ণাটকের ইয়াদরভিতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে একটি সম্মেলনে মুথালিক বলেছে, ‘আমাদের ট্রাক্টর, বই বা কলমের পরিবর্তে তলোয়ার পূজা করা উচিত। লাভ জিহাদকারীদের জন্য আমাদের বাড়িতে তলোয়ার রাখা উচিৎ।’

এভাবে কিছুদিন পরপর এমন উসকানিমূলক ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষি বক্তব্য দিলেও প্রমোদ মুথালিকের বিরুদ্ধে ভারতের তথাকথিত সেক্যুলার গণতান্ত্রিক প্রশাসন কোন ব্যবস্থাই নেয়নি।

তথ্যসূত্র:

----

1. Ram Sene chief Pramod Muthalik calls on Hindus to trap Muslim women - https://tinyurl.com/2p97kpba

2. 'Trap 10 Muslim women, if we...': Pramod Muthalik to Hindu men over 'love jihad' - https://tinyurl.com/yfpxhz2j

- https://tinyurl.com/mwkspdz6

3. Worship swords, not books: Hindutva hawk in Karnataka – https://tinyurl.com/32sn4err

---

ঔপনিবেশিক ইহুদিদের একরাতের তাণ্ডবে হতাহত ৪০০ ফিলিস্তিনি, ধ্বংস হাজারো স্থাপনা

ফিলিস্তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের গত পরশুর এক রাতের ভয়াবহ তাণ্ডবে হতাহত হয়েছেন ৪০০ ফিলিস্তিনি। ২৬ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাতের ঐ হামলায় ধ্বংস করে ও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ফিলিস্তিনিদের ১০ হাজার বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও গাড়ি।

ইসরাইল অধিকৃত পশ্চিম তীরে, ঔপনিবেশিক ইহুদি বসতি স্থাপনকারীরা গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রাতে ফিলিস্তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরও একটি গণহত্যা চালানোর চেষ্টা করেছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন রাতে অঞ্চলটির হুওয়ারা বসতির কাছে বিপুল সংখ্যক ইহুদি বসতি স্থাপনকারী এক হয়ে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের বাড়িঘর, কর্মস্থল ও যানবাহন লক্ষ্য করে বর্বরোচিত হামলা চালিয়েছে। এসময় কয়েক শত ফিলিস্তিনি মুসলিমকে আহত করা ছাড়াও ফিলিস্তিনিদের কয়েক ডজন বাড়িঘর ও যানবাহনে আগুন দিয়েছে দখলদার ইহুদিরা।

প্রাথমিক তথ্যমতে, ঔপনিবেশিক ইহুদিদের ভয়ংকর এই তাণ্ডবে একজন মুসলিম গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান, এবং আরও ৪০০ এর বেশি ফিলিস্তিনি মুসলিম আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে আগ্নেয়াস্ত্র ও লাঠিসোঁটা দিয়ে মারাত্মকভাবে আঘাত করা হয়েছে, অনেককে বাড়িতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করেছে মানবতার দুশমন ইহুদিরা।

আল-কুদুস নিউজের সূত্রে জানা গেছে, এই রাতে ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের ৩০টি গ্রুপ একযোগে ফিলিস্তিনিদের ৩০০টি স্থানে এই হামলাগুলো চালিয়েছে। যাতে একটি স্কুল ও ১০০টি বাড়ি সম্পূর্ণ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এছাড়া আরও শতাধিক বাড়ি আংশিকভাবে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একই সাথে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের ৫০টিরও বেশি পশুর আস্তাবলে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, যাতে অনেক গবাদি পশু মারা গেছে।

এই রিপোর্ট তৈরি করা পর্যন্ত, দখলদার ইসরাইলি সেনা-সমর্থিত ইহুদী বসতি স্থাপনকারীরা আরেকটি নৃশংস হামলা চালানোর জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। যেই লক্ষ্যে তারা নাবলুসের দক্ষিণে হাওয়ারা শহরের প্রবেশপথে জড়ো হয়েছে।

মালিতে বিধ্বস্ত হওয়া মার্কিন ড্রোন এখন আল-কায়েদা মুজাহিদিনের হাতে

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির উত্তরাঞ্চলে সম্প্রতি একটি ড্রোন বিধ্বস্ত হয়েছে, যা মার্কিনীদের তৈরি MQ-9 রিপারের একটি সামরিক ড্রোন বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, গত ৪ ফেব্রুয়ারি শনিবার মালির টিম্বাকটু প্রদেশের বীর অঞ্চল থেকে ৩০ কিলোমিটার উত্তরে বিদেশী বাহিনীর ব্যবহৃত এই চালকবিহীন আকাশযানটি বিধ্বস্ত হয়। উক্ত এলাকাটি আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' নিয়ন্ত্রিত বলে জানা গেছে।

সাংবাদিক হোসেইন এগ ইসা বিধ্বস্ত হওয়া ড্রোনটির ছবি সহ ঘটনাটি সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মে শেয়ার করেন। তার মতে ড্রোনটি বিধ্বস্ত হওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছান আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা জামা'আত নুসরতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের (জেএনআইএম) সদস্যরা। এসময় বিধ্বস্ত ড্রোনটির যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করেন তাঁরা। তবে এটি তাঁদের হামলায় বিধ্বস্ত হয়েছে, নাকি অন্য কোনো কারণে- সেটি এখনো নিশ্চিত নয়।

তবে বিধ্বস্ত হওয়া ড্রোনটির চিত্রগুলিতে দেখে বুঝা যায় যে, এটি আমেরিকান জেনারেল অ্যাটমিক্স অ্যারোনটিক্যাল সিস্টেমস (GA-ASI) নামক ড্রোন প্রস্তুতকারক একটি কোম্পানির তৈরি।

ধ্বংসাবশেষের বেশ কিছু টুকরোতে মার্কিন ভিত্তিক নর্থরপ গ্রুম্যানের নামও দেখা যায়, যা প্রমাণ করে বিধ্বস্ত হওয়া আকাশ যানটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের MQ-9 ড্রোন। এই ড্রোনগুলি এই অঞ্চলে প্রতিনিয়ত আল-কায়েদার গতিবিধি শনাক্ত করে হামলা চালাতে এবং গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহে কাজ করে।

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || ফেব্রুয়ারি ৪র্থ সপ্তাহ, ২০২৩ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2023/02/28/62531/

২৭শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

শোক সংবাদ || সিরিয়ায় মার্কিন ড্রোন হামলায় আল-কায়েদার ফিল্ড কমান্ডারের শাহাদাতবরণ

সিরিয়ায় মুজাহিদদের উপর বিমান হামলা অব্যাহত রেখেছে অ্যামেরিকা। সেই ধারাবাহিকতায় গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ইদলিবে একটি ড্রোন হামলা চালিয়েছে তারা। এতে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের ২জন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তুর্কি সীমান্তবর্তী ইদলিব শহরের কাহের বসতির কাছে ড্রোন হামলাটি চালানো হয় একটি মোটরসাইকেল লক্ষ্য করে। এতে ঘটনাস্থলেই ২ জন শাহাদাত বরণ করেন। তাঁদের মধ্যে একজনের শরীর সম্পূর্ণ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাওয়ায় তাঁর পরিচয় সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

আর অপর ব্যক্তি হচ্ছেন ফিল্ড কমান্ডার আবু উবায়দা আল-ইরাকী (রাহি.)। তিনি তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন ও আনসার উদ-দ্বীনের মাঝে সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করতেন।

ঘটনাস্থল থেকে প্রকাশিত ভিডিওগুলোতে দেখা যায়, হেলফায়ার মিসাইলের দ্বারা হামলাটি চালানো হয়েছে, যার ধ্বংসাবশেষ সেখানে পাওয়া গেছে।

উল্লেখ্য যে, গত বছরের গ্রীষ্মের পর থেকে এখন পর্যন্ত সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে বিধ্বংসী এই অস্ত্র দ্বারা মুজাহিদ বাহিনী ও সাধারণ মানুষের উপর মোট ৭টি হামলা চালিয়েছে আমেরিকা। এসব হামলায় তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন এর ৭জন মুজাহিদ ও কমান্ডার শাহাদাত বরণ করেছেন।

২৬শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

ইহুদিদের পাশবিক থাবায় রক্তাক্ত ফিলিস্তিন: নিহত ১৩ শিশুসহ ৬৫ মুসলিম

পবিত্র আল-আকসার ভূমিকে চলতি বছরের শুরু থেকেই মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত করে তুলেছে অভিশপ্ত ইহুদিরা। প্রায় প্রতিদিনই ইহুদিদের হামলার শিকার হচ্ছেন কোনো না কোন মুসলিম। এই ধারাবাহিকতায় ২০২৩ সালে দখলদার ইসরাইলি ইহুদিরা এখন পর্যন্ত ৬৫ জন ফিলিস্তিনি মুসলিমকে হত্যা করেছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, আজ ২৫ ফেব্রুয়ারিতেও ২২ বছর বয়সী আরও এক মুসলিম যুবক শহীদ হয়েছেন। ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের আল-আররুব শরণার্থী শিবিরে ইহুদিদের হামলায় গুরুতর আহত হন মোহাম্মদ জাবের। এরপর তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যান উদ্ধার কর্মীরা।

হেবরনের পিপলস হাসপাতালের চিকিৎসাকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ইসরাইলি বাহিনীর হামলায় জাবিরের মাথায় একটি বুলেট ঢুকে পড়ে, যার ফলে তাকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। মাথায় আঘাত করা বুলেটটি জাবেরের মস্তিষ্কের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের ক্ষতি করে।ফলে তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

ফিলিস্তিন ইনফরমেশন সেন্টারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সম্প্রতি শরণার্থী শিবিরে হামলা চালিয়ে অনেক ফিলিস্তিনকে হতাহত করে ইহুদি বাহিনী। এসময় জাবের তার আহত প্রতিবেশীদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যান, তখনই ইহুদি স্নাইপারদের বুলেটে আঘাতে জাবের গুরুতর আহত হন।

সূত্রসতে, এই বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত দখলদার ইসরাইলি ইহুদিদের হাতে ৬৫ জন ফিলিস্তিনি মুসলিম খুন হওয়ার দখলদারদের হামলায় আহত হয়েছেন আরও দুই শতাধিক মুসলিম। নিহতদের মধ্যে চারজনকে আবার ইহুদি বসতি স্থাপনকারীরা হত্যা করেছে বলে জানা গেছে।

এছাড়াও নিহতদের মধ্যে ১৩ জন শিশু এবং ৪ জন বৃদ্ধ লোকও রয়েছেন। একই সময় ইসরাইলের কারাগারে চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু হয়েছে আরও একজনের।

বিহারে তিনজন মুসলিমকে হিন্দুদের মারধোর: একজন নিহত দুজন আহত

ভারতের বিহারে হিন্দুদের নির্মম মারধোরে একজন মুসলিম নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন আরো দুজন মুসলিম। গত ২২ ফেব্রুয়ারি বুধবার রাতে গয়ার দিহা গ্রামে হিন্দু জনতা চোর আখ্যা দিয়ে তিনজন মুসলিমকে আটক করে পিটিয়েছে।

আক্রান্তরা হলেন, মুহাম্মদ বাবর (২৮), রুকনুদ্দিন আলম (৩২) এবং মুহাম্মদ সাজিদ (২৮)। হামলার একদিন পর, ২৩ ফেব্রুয়ারি মুহাম্মদ বাবর গুরুতর আঘাতের কারণে মারা যান। অপর দুইজন গুরুতর আহত অবস্থায়

এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। এরপর সেখান থেকে তাদের পাটনার পিএমসিএইচ-এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

হামলার শিকার মুসলিম ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা এটিকে একটি "টার্গেটেড কিলিং" এবং "মব লিঞ্চিং" বলে জানিয়েছেন। তিনজনই দিহা থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে কুরিসরাই গ্রামের বাসিন্দা।

বৃহস্পতিবার, নিহতদের পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় মুসলিমরা হামলার অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বেলাগঞ্জে গয়া-পাটনা সড়কে অবস্থান নেয়। বিক্ষোভকারীরা বাবরের অসহায় পরিবারের জন্য ২৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং একটি সরকারি চাকরির দাবি করে। তবে সাম্প্রতিক অতীতে ভারতে মুসলিম নিধনের এজাতীয় ঘটনার বিচার হওয়ার কোন নজির নেই।

হিন্দুস্তান টাইমসের সাথে কথা বলার সময় মুসলিম ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা বলেছেন, ঐ তিনজন কলকাতার একটি কারখানায় কাজ করতেন এবং শ্রমিক নিয়োগের জন্য দিহা গ্রামে গিয়েছিলেন। সাজিদের বাবা সাবির আলী বলেন, দিহা গ্রামের কিছু লোক তাদের ধরে নির্দয়ভাবে মারধর করে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Bihar: Lynched Muslim man, injured booked for theft, families allege foul play, police forms SIT as protest erupts - https://tinyurl.com/ms4esu9x

---

আফগানে শরিয়া শাসন || দেশজুড়ে ২০০ ক্লিনিক নির্মাণ করবে ইসলামি ইমারত

আফগানিস্তান ইসলামি ইমারতের জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আগামী অর্থ বছরে সমগ্র দেশজুড়ে দুই শত ক্লিনিক নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছে। অ্যারিয়ানা নিউজকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাতকারে জনস্বাস্থ্য মন্ত্রী কালানদার ইবাদ (হাফি.) জানিয়েছেন, আফগানিস্তানের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে তাঁরা মানোপযোগী করার চেষ্টা করছেন। যেন আফগানিস্তানের স্বাস্থ্যখাতের ক্ষমতা আন্তর্জাতিক মানের সমকক্ষ হয়।

মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, দেশে স্বাস্থ্যকর্মীদের সক্ষমতার বৃদ্ধির দিকেও নজর দিচ্ছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। ডাক্তার ও স্বাস্থ্য কর্মীদের সক্ষমতাও যেন আন্তর্জাতিক মানের হয়, সেজন্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিগত বছরের তুলনায় এবার জন্মকালীন মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে বলেও জানান জনস্বাস্থ্য মন্ত্রী ইবাদ।

এছাড়া, দেশে পোলিও ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। ২০২২ সালে আফগানিস্তান জুড়ে পোলিওতে আক্রান্ত হওয়ার কেবল একটি ঘটনা ঘটেছে।

তবে জনস্বাস্থ্য মন্ত্রী স্বাস্থ্য খাতে নানা সমস্যার কথাও জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এখনও এমন লোকেরা আছে, যারা উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা সরবরাহে বাধা দেয়।" এসব লোককে সনাক্ত করে এদের থেকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে মুক্ত করার চেষ্টাও করা হচ্ছে বলে জানান আফগানিস্তানের জনস্বাস্থ্য মন্ত্রী কালানদার ইবাদ।

এদিকে জাবুল প্রদেশের প্রাদেশিক হাসপাতালে কিডনি চিকিৎসা কেন্দ্রের হেমোডায়ালাইসিস বিভাগ চালু করেছে ইসলামি ইমারতের জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। এটিতে খরচ হয়েছে ৪ মিলিয়ন আফগানি মুদ্রা। এই কেন্দ্রে কিডনি রোগীদের রক্ত ফিল্টার করা হবে।

পূর্বে এই চিকিৎসার জন্য জাবুল প্রদেশের লোকদেরকে অন্য প্রদেশে যেতে হতো। এখন থেকে তারা জাবুল প্রদেশেই চিকিৎসা নিতে পারবেন। জাবুল প্রদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আরও উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন জাবুলের গভর্নর।

তথ্যসূত্র:

----

1. Over 200 health centers to be built acroos the country - https://tinyurl.com/mr2husbr

2. Kidney treatment center worth 4 million AFN opens in Zabul

- https://tinyurl.com/2tnv226m

২৫শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

রাজধানীতে শৃঙ্খলা ফেরাতে প্রস্তুত আশ-শাবাব: টার্গেট ড্রাগ মাফিয়া ও অপরাধী চক্র

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক সবচাইতে শক্তিশালী, দূরদর্শী ও জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব। দলটি চলতি সপ্তাহ থেকে রাজধানী মোগাদিশুতে তাদের কার্যক্রমের পরিধি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে। এবিষয়ে প্রতিরোধ বাহিনীর সামরিক মুখপাত্র শাইখ আব্দুল আজিজ আবু মুসাব (হাফি.) একটি বিবৃতি জারি করেছেন।

শাহাদাহ এজেন্সির তথ্যমতে, রাজধানী মোগাদিশুর বাসিন্দাদের অভিযোগ ও অনুরোধের ভিত্তিতে আশ-শাবাব প্রশাসন মোগাদিশুতে একটি নতুন সামরিক পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে। এবিষয়ে শাবাবের সামরিক মুখপাত্র জানান, রাজধানী মোগাদিশুতে মাদক বিক্রি ও সেবন, পতিতাবৃত্তি, চুরি, চাঁদাবাজি, অপহরণ এবং ধর্ষণের মতো অপরাধ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, যা মানুষের মাঝে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে এবং তরুণদের অন্ধকার এক জগতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে; প্রাপ্তবয়স্করা এর মোকাবিলা করতে অক্ষম।

একই সাথে রাজধানী জুড়ে বেড়েছে পতিতাবৃত্তি ও অনৈতিক কার্যকলাপ, যা কিছু দুশ্চরিত্র লোকদের ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। এই কাজে তারা বাড়ি ও হোটেল ভাড়া নিচ্ছে।

অপরদিকে রাজধানীর অনেক পাড়া মহল্লায় দস্যুর সংখ্যাও বেড়েছে, যারা মুসলমানদের ধন-সম্পদ লুট ও ক্ষতি করছে। এক্ষেত্রে তারা মানুষকে হত্যা এবং মহিলাদের ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধগুলো করছে। আর এটা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তারা মানুষের যৌনাঙ্গ কেটে ফেলছে এবং তা ভিডিও করে স্যোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে দিচ্ছে। একইভাবে রাজধানীতে বেড়েছে সশস্ত্র ডাকাতদের সংখ্যাও, যারা সম্প্রতি রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়েছে। এই দলের লোকেরা জনসাধারণের দোকান-পাটে, বাড়িঘরে এবং রাস্তায় প্রকাশ্য দিবালোকে লোকদেরকে লুটতরাজ করছে।

মুখপাত্র উল্লেখ করেছেন যে, "এসব অপরাধের বিষয়ে জনগণের থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর এবং তা প্রতিরোধে পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদনের পর, হারাকাতুশ শাবাবের গোয়েন্দা ইউনিটগুলি রাজধানীতে এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে। এ বিষয়ে মুজাহিদগণ পর্যাপ্ত তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন এবং অপরাধীদের চিহ্নিত করতে শুরু করেছেন, যাদের বড় একটি অংশের তথ্য ইতিমধ্যে মুজাহিদদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আমরা এটাও জেনেছি- কারা কোথা থেকে এই অপরাধীদের শেল্টার দিচ্ছে এবং কাদের নেতৃত্বে এগুলো হচ্ছে। সুতরাং মুজাহিদগণ অল্প সময়ের মধ্যেই এসবের বিরুদ্ধে কঠিন পদক্ষেপ ও প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নিবেন।"

মুখপাত্র আবু মুসাব (হাফি.) মোগাদিসুর জনগণকে সংঘটিত এসব অপরাধ ও অপরাধীদের বিষয়ে রিপোর্ট করতেও বলেছেন।

এই প্রসঙ্গে শাবাব মুখপাত্র জানান, "যারা পতিতাবৃত্তি, ধর্ষণ, লুটতরাজ, ড্রাগ, মাদক ও ডাকাতির মতো বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িত, আমরা তাদের সম্পর্কে অবগত হয়েছি। আমরা এবার তোমাদের দিকেই আসছি, শেষবারের মতো তোমাদের জন্য আমাদের পরামর্শ হচ্ছে, আমরা তোমাদের পর্যন্ত পৌছানোর আগেই অনুতপ্ত হও এবং এই অপরাধগুলি থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নাও।"

এ সময় মুখপাত্র মোগাদিশুর জনগণ ও অভিভাবকদের পরামর্শ দিয়ে বলেন, "আমরা আপনাদেরকেও পরামর্শ দিচ্ছি যে, আপনার সন্তান, অধীনস্থ পুরুষ এবং মহিলারা কি করছে সে সম্পর্কে সচেতন হোন। কেননা তারাও যদি অপরাধের সাথে জড়িত থাকে, তবে আমাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত আইনি জবাব পাবে।"

উল্লেখ্য যে, আশ-শাবাব প্রশাসন সোমালিয়া জুড়ে জনগণের সমস্যা সমাধানে আস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছেন। বর্তমানে তাঁরা দেশের দক্ষিণাঞ্চল ছাড়াও কেন্দ্রীয় অঞ্চল এবং উত্তরাঞ্চলে জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধিত্ব করছেন। আর পশ্চিমা সমর্থিত সরকারের সবচাইতে শক্তিশালী কেন্দ্র রাজধানীতে শাবাবের নতুন এই পদক্ষেপ ও ঘোষণা, পশ্চিমা সমর্থিত সরকারকে আরও দূর্বল ও ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলবে; অপরদিকে এই পদক্ষেপের মাধ্যমে আশ-শাবাবের জনসমর্থন আরও বাড়বে ইনশাআল্লাহ্। আর এর মাধ্যমে শাবাব মুজাহিদিন রাজধানী শহরকে প্রভাবিত করবেন এবং চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য মাঠ প্রস্তুত করবেন।

ইতিমধ্যে হারাকাতুশ-শাবাব আল-মুজাহিদিন বর্তমানে রাজধানী মোগাদিশুতে তাদের সেলগুলোর মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা ও সামরিক বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে হামলা চালানো শুরু করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে মুজাহিদগণ রাজধানীতে অসংখ্য গেরিলা হামলা ও পয়েন্ট হামলা চালাচ্ছেন। আর এধরণের হামলার পিছনে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে শাবাবের শক্তিশালী গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক। জোর দিয়েই তাই বলা হচ্ছে যে, পশ্চিমা সমর্থিত সরকারের চাইতে দেশে শাবাবের গোয়েন্দা কার্যক্রম অধিক কার্যকর ও সক্রিয়।

সোমালিয়াতেও ক্রুসেডাররা আফগানিস্তানের মতো একই ভাগ্যবরণ করবে: আল-কায়েদা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

বৈশ্বিক ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আতুল কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গত ২২ ফেব্রুয়ারি বুধবার ২ পৃষ্ঠার একটি বিবৃতি জারি করেছেন।

আল-কায়েদার অফিসিয়াল মিডিয়া আস-সাহাব ফাউন্ডেশন কর্তৃক বিবৃতিটি "সোমালি মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড যুদ্ধ" শিরোনামে প্রকাশ করা হয়েছে। বিবৃতিটিতে হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ইসলামি প্রদেশগুলোতে ক্রুসেডারদের সাম্প্রতিক হামলা ও দেশ জুড়ে তীব্রতর সংঘাতের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে।

গত বছরের মে মাস থেকে সোমালিয়ায় সংঘাত তীব্রতর হয়েছে। কেননা সে সময় সোমালি নতুন সরকার হারাকাতুশ শাবাবের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল ও ইসলামি শরিয়াহ্ ব্যবস্থা উৎখাত করতে নতুন এক যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। আর এই লক্ষ্যে সোমালি সরকারকে সমর্থন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর নেতৃত্বে জোটবদ্ধ আন্তর্জাতিক কুফফার শক্তি এবং আফ্রিকার ৯টি দেশের পাশাপাশি তুরস্ক, আরব আমিরাত, সৌদি আরব এবং কাতারের ক্ষমতাসীনরা।

বিবৃতিতে বলা হয়, "সোমালিয়া ও সোমালিল্যান্ডে ইসলাম এবং এর বীর মুসলিম জনগণের বিরুদ্ধে এখনো শত্রুদের নোংরা পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে সোমালি মুসলমানরা মুজাহিদদের সাথে শত্রুদের এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা নিজ ধর্ম, ভূমি, সম্পদ এবং সম্মানকে আঁকড়ে ধরে আছেন।"

"কুফফারা এই ভূমি থেকে ইসলামকে উপড়ে ফেলতে এবং এই ভূমিকে খণ্ড-বিখণ্ড করতে যুগ যুগ ধরে চেষ্টা করেছে। কিন্তু দিন-মাস এবং কয়েক যুগ অতিবাহিত হওয়ার পরেও, আগ্রাসী ক্রুসেডার এবং তাদের মুরতাদ মিত্ররা আজও আল্লাহর রহমতে এই লক্ষ্যে সফল হতে পারে নি।"

"তাছাড়া যুগের হুবাল আমেরিকা ইসলাম ও মুসলিমদেরকে নির্মূল করতে তাদের গোলাম মুরতাদ বাহিনীকে ধোঁকা দিয়ে আসছে। এই লক্ষ্যে আমেরিকার নেতৃত্বে হাজার হাজার পদাতিক ব্যাটালিয়ন, শত শত নৌবাহিনীর সদস্য এবং কয়েক ডজন নিরাপত্তা সংস্থাকে আফগানিস্তান ও সোমালিয়ায় একত্রিত করেছিল। কিন্তু তাদের এতো কিছুর সর্বশেষ ফলাফল হচ্ছে ইসলাম ও সম্মানিত মুসলিম জনগণের বিজয়। কারণ এটি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআ'লার প্রতিশ্রুতি। আর আল্লাহর চেয়ে কে আছে অধিক সত্যবাদী, যিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।"

বিবৃতিতে আরও যোগ করা হয়েছে যে, দুঃখজনক বিষয় হলো- আমাদের নিজেদেরই রঙের তথা ইসলামী বিশ্বের মধ্য থেকে কিছু লোক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত এই আগ্রাসী হামলার সমর্থনে ক্রুসেডারদের পাশে দাঁড়িয়েছে।

"আর এই জঘন্য কাজের তেমনই এক অংশীদার হচ্ছে বর্তমান ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) সোমালি সরকার ও এর প্রশাসন। যে নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে এবং কথিত ইসলামিক বলে দাবি করা কিছু আন্দোলনের সাথে জড়িত। অথচ এই ব্যক্তিই আবার ক্রুসেডার এবং নিপীড়কদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের এই ভূমিতে নিয়ে এসেছে, ঠিক যেমনটি তাদের পূর্বসূরিরা ইরাক এবং আফগানিস্তান করেছে।..."

বিবৃতিতে, এটি জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, "ইহুদিবাদী তুরস্ক ও সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব এবং কাতার এই ক্রুসেড যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মোগাদিশু প্রশাসনকে সমর্থন করছে। এই যুদ্ধে তাদের বিমানগুলো বছর পর বছর ধরে মুসলমানদের বাড়িঘরে বোমাবর্ষণ করছে, ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাত হানছে এবং স্থল পথের আগ্রাসন চালিয়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করছে।"

ইসলাম বিরোধী শক্তি এতগুলো দেশ, এতসব সংগঠন ও ঐক্যের পরও এই জোট তাদের লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়নি। বরং এই জোটের সহযোগীরা এখানে নিজেদের আশ্রয়ের জন্য নিরাপদ কোনো জায়গাও খুঁজে পায় নি, যেখানে তারা একটু উপভোগ করবে।

বিবৃতিতে সোমালিয়ায় যুদ্ধরত দেশগুলোকেও সতর্ক করেছে আল কায়েদা। এসময় সম্প্রতি রাজধানী মোগাদিশুর "সোমালি-বেলি" তে আয়োজিত সম্মেলনের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, (যেখানে সম্মেলন চলাকালে "সোমালি-বেলি" ও বিমানবন্দরে পরপর ১৫টির বেশি রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ) "আমরা ঐসমস্ত নিষ্ঠুর দেশগুলোকেও সতর্ক করছি যারা এক নিস্ফল সম্মেলনে অংশ নিয়েছে। তারা আফগানিস্তানে যে ব্যর্থ পথ অবলম্বন করেছে, সেই একই পথ এখানে অনুসরণ করছে।"

এরপর বিবৃতিতে শত্রুদের লক্ষ্য করে বলা হয়, "সোমালি জনগণ ও মুজাহিদদের কাছে মাথা নত করা ছাড়া শত্রুরা এই চোরাবালি থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথ খুঁজে পাবে না। আত্মসমর্পণ ব্যতীত তাদের বাঁচার আর কোন পথ নাই, তাই বিপর্যয় আবির্ভূত হওয়ার শুরুতেই আত্মসমর্পণ তাদের জন্য পরিত্রাণের সর্বশেষ আহ্বান।"

এসময় বিবৃতিতে বলা হয়, "আমরা শত্রুদেরকে সোমালিয়ার এই জঙ্গলে (যুদ্ধের ময়দান) প্রবেশ করা থেকে সতর্ক করছি। কারণ কত লোক এই বনে প্রবেশ করে তার নামনিশানা সহ হারিয়ে গেছে তার কোনো হিসেব নাই। তাই শত্রুদের উচিৎ এই যুদ্ধে জড়ানোর আগে, এখানকার পুরুষদের বীরত্বের ইতিহাস এবং আক্রমণকারীদের তিক্ত অভিজ্ঞতা পড়ে নেওয়া।"

বিবৃতিতে উপরোক্ত দেশগুলোকে লক্ষ্য করে বলা হয়, "এই দেশগুলো সোমালিয়ায় দারিদ্র্যতা ও দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় মানবিক সাহায্য ও খাদ্য পাঠানোর পরিবর্তে, এখানকার জনগণ, শিশু, বয়স্ক এবং মহিলাদের হত্যা করতে অস্ত্র ও বোমা পাঠিয়েছে।"

বিবৃতির শেষে, সোমালি জনগণ ও গোত্রগুলোকে তাদের গর্বিত মুজাহিদ সন্তানদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানানো হয়। এসময় জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, "সোমালিয়ায় দখলদারিত্বের অবসান না হওয়া পর্যন্ত এবং ইসলামের বিজয় না হওয়া পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলবে।"

আবারও ইসরাইলের রক্তক্ষয়ী হামলা: নিহত ১১, আহত শতাধিক

ফিলিস্তিনে ফের রক্তক্ষয়ী অভিযান চালিয়েছে দখলদার ইসরাইল। এক দিনেই ১১ ফিলিস্তিনি মুসলিমকে খুন ও শতাধিক ফিলিস্তিনিকে আহত করেছে দখলদার ইসরাইলি সেনাবাহিনী।

গত ২২ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম তীরের নাবলুসে এ ঘটনা ঘটে। সন্ত্রাসী ইসরাইলি বাহিনী সকালে এলাকাটিতে ডজন ডজন সাঁজোয়া যান এবং বিশেষ বাহিনী নিয়ে অভিযান চালায়। এরপর শহরের সমস্ত প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেয় এবং দুইজন ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধার বাড়ি ঘেরাও করে তারা। এ সময় দুই ফিলিস্তিনি যোদ্ধাকে শহীদ করে ইহুদি সেনারা।

এরপরই ফিলিস্তিনি মুসলিমদের সাথে ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয় ইহুদি সেনাদের। দুইজন মুসলিমকে খুন করার পরও দখলদার ইহুদি সেনাদের বর্বরতা এতটুকুও কমেনি, বরং আরও বেপরোয়াভাবে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের ওপর নৃশংস হামলা চালাতে থাকে তারা। ফলে হতাহত হন বহু সংখ্যক মুসলিম।

ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, ইসরাইলি সেনাবাহিনীর বর্বরোচিত এ অভিযানে অন্তত ১০ জন ফিলিস্তিনি মুসলিম নিহত এবং কমপক্ষে ১০২ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে ছয়জন মুসলিমের অবস্থা গুরুতর। তবে স্থানীয় বিভিন্ন সূত্র মারফত কমপক্ষে ১১ জন মুসলিম নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

এমনিতে প্রায় প্রতিদিনই ফিলিস্তিনি মুসলিমদের হত্যা করছে দখলদার বাহিনী। তার ওপর কিছুদিন পর পরই বৃহৎ পরিসরে অভিযানের নামে নৃশংস হামলার ঘটনা ঘটাচ্ছে বর্বর ইসরাইলি বাহিনী। এ নিয়ে ২০২৩ সালে এখন পর্যন্ত ১৩ শিশু সহ ৬১ জন ফিলিস্তিনি মুসলিমকে খুন করেছে ইসরাইলি দখলদাররা। এরপরও কথিত বিশ্ব সম্প্রদায় নীতি-নৈতিকতাকে পাশ কাটিয়ে নগ্নভাবে দখলদার ইহুদি সন্ত্রাসবাদীদেরকেই সমর্থন করে যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. 10 Palestinians killed, over 100 injured by IOF gunfire in Nablus - https://tinyurl.com/3z53k2sv

2. Israeli occupation forces commit a massacre in Nablus city, killing 10 Palestinians and injuring more than 100 others - https://tinyurl.com/2s4d9hyp

---

২৪শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

হায়দারাবাদে পুলিশি নির্যাতনে একজন ও আসামে পুলিশের গুলিতে অপর মুসলিম খুন

ভারতের হায়দারাবাদে একজন মুসলিমকে গ্রেপ্তারের পর নির্মম নির্যাতন করে খুন করেছে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ। ৩৫ বছর বয়সী মুসলিম ব্যক্তি জনাব মুহম্মদ কাদির দৈনিক মজুরিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। তার কোন অপরাধ প্রমাণিত হয়নি, বরং তার মুখের আকৃতি এক চেইন-ছিনতাই মামলার সাথে জড়িত সন্দেহভাজন ব্যক্তির সাথে মিলে ছিল। শুধু এই কারণেই তাকে আটক করা হয়।

জনাব কাদিরের স্ত্রী জানিয়েছেন, কাদির সাহেবকে গত ২৭ জানুয়ারী হায়দরাবাদে তার বোনের বাড়ি থেকে তুলে নিয়েছিল হিন্দুত্ববাদী পুলিশ। পরে তেলেঙ্গানার মেদক পুলিশের হেফাজতে মারধরের পরে গুরুতর আহত হয়ে পড়েন তিনি। অবশেষে গত ১৭ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার তিনি মারা যান।

জনাব কাদিরের স্ত্রী আরো জানিয়েছেন, কাদির হায়দরাবাদের গান্ধী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। "পুলিশ সোনার অলঙ্কার চুরির অভিযোগে তাকে তুলে নিয়েছিল। তারা তার উপর নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে। তাকে এতটাই মারধর করা হয়েছিল যে তার হাড়গোড় ভেঙ্গে গেছে। তিনি নিজের পায়ে দাঁড়াতেও পারেননি এবং পুলিশের নির্যাতনে তার কিডনিও নষ্ট হয়ে গেছে।"

মোহাম্মদ কাদিরের জীবনের শেষ একটি ভিডিও প্রকাশ হয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন, মেদক পুলিশ আমাকে এতটাই অক্ষম বানিয়ে দিয়েছে যে স্বাক্ষরও করতে পারিনি এবং তার পক্ষে অন্য কেউ করে দিয়েছে।

মোহাম্মদ কাদিরের স্ত্রী ও দুটি সন্তান রয়েছে। তার মৃত্যুর পরপরই, মুসলিমরা তার গ্রামে জড়ো হয় এবং তার মৃত্যুর জন্য দায়ী পুলিশদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানায়।

কিন্তু অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণ হলো, এ ধরনের ঘটনায় অপরাধীদের কখনোই কোনো বিচার হয় না। কারণ এ ঘটনায় ভিক্টিম একজন মুসলিম ছিলেন। অন্যথায় ভিক্টিম হিন্দু হলে কখনোই কোন সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া শুধু বাহ্যিক আকৃতির মিল থাকার কারণে এমন নির্মম নির্যাতন করা হতো না।

একইদিন গত ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখেই আসামে পুলিশ অপর একজন মুসলিম যুবককে গুলি করে খুন করেছে।

টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত সপ্তাহে অপহরণ ও হত্যা মামলার সাথে সম্পর্কিত কিছু প্রমাণ উদ্ধার করতে পুলিশ ৩৩ বছর বয়সী শাহ আলম তালুকদারকে গুয়াহাটির বাতাহগুলি এলাকায় নিয়ে যায়। সেখানেই তাকে গুলি করে খুন করা হয়।

খুনের অপরাধ আড়াল করতে পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (সেন্ট্রাল) দিগন্ত কুমার চৌধুরী দাবি করেছে যে, তালুকদারকে ধরে থাকা পুলিশদের ধাক্কা দিয়ে একটি জঙ্গল এলাকার দিকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করায় তাকে গুলি করা হয়েছে।

তবে বিশ্লেষকরা মনে করছেন-পুলিশের এ দাবি বাস্তবতার পরিপন্থী। একটি বাহিনীর কাছ থেকে একজন হাতকড়া লাগানো সাধারণ ব্যক্তি পালিয়ে আর কতটুকুই বা যেতে পারে! আর যদি খুনের ইচ্ছে না থাকতো তাহলে তাকে পায়ে বা এমন জায়গায় গুলি করা যেতো, যেখানে গুলি লাগলেও মানুষ মারা যায় না। আর কেউ পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেই কি তাকে গুলি করে খুন করা বৈধ হয়ে যায়?

বিজেপি নেতা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ২০২১ সালের মে মাসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে হিন্দুত্ববাদী পুলিশের গুলিতে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ৫৭ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের অধিকাংশই মুসলিম। পুলিশের সহিংসতায় আহত হয়েছেন অন্তত ১৫৪ জন। এছাড়াও মুসলিমদের উপর ধরপাকড় ও তাদের বসতিগুলোতে বুলডোজার চালানোকে নিয়ম বানিয়ে নিয়েছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন আসাম সরকার, যে অভিযানগুলোতে কোন আইনের তোয়াক্কাও করা হয় না।

তথ্যসূত্র:

----

1. Muslim man arrested ‘mistakenly’, killed due to brutal custodial torture in Hyderabad - https://tinyurl.com/yckjmu4j

2. Muslim man killed in Assam police firing - https://tinyurl.com/4x3kxmfa

---

থাইল্যান্ডে মারা গেছেন ৯ বছর ধরে বন্দী থাকা উইঘুর শরণার্থী!

৪৯ বছর বয়সী উইঘুর মুসলিম শরণার্থী আজিজ আব্দুল্লাহ। দীর্ঘ ৯ বছর ব্যাংককের অভিবাসী বন্দী শিবিরে বন্দী থাকার পর মারা গেছেন তিনি। শরণার্থী হিসেবে ন্যূনতম মানবিকতাবোধও তাঁর প্রতি দেখায়নি থাইল্যান্ড। তাঁর মৃত্যুর পর মানবাধিকার গ্রুপগুলো ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। তারা ৯ বছর ধরে থাইল্যান্ডের বন্দী শিবিরে থাকা প্রায় ৫০ শরণার্থীর দুর্দশার মানবিক সমাধানের দাবি জানিয়েছেন।

আব্দুল্লাহ দক্ষিণ-পশ্চিম জিনজিয়াংয়ের (পূর্ব-তুর্কিস্তানের) একজন কৃষক ছিলেন। ২০১৩ সালের শেষদিকে তিনি থাইল্যান্ডে এসে পৌঁছান। সাথে ছিল তাঁর সাত সন্তান, তাঁর স্ত্রী এবং ভাই। তাঁর স্ত্রী তখন গর্ভবতী ছিলেন। ছোট এই কাফেলা মালয়েশিয়া হয়ে তুর্কির পথে যাচ্ছিলেন। তবে তাদের থামিয়ে দেওয়া হয় দক্ষিণ থাইল্যান্ডে। বন্দী করে রাখা হয় অভিবাসী বন্দী শিবিরে।

বিশ্ব উইঘুর কংগ্রেসের শরণার্থী সেন্টারের ডিরেক্টরের দাবি, থাই কর্তৃপক্ষ আব্দুল্লাহকে হাসপাতালে পাঠাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। অথচ আব্দুল্লাহ প্রায় এক মাস ধরেই খুব অসুস্থ। "তিনি কাশি দিচ্ছিলেন এবং রক্ত-বমি করছিলেন। খেতে পারতেন না। একজন ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে বলে যে, তাঁর অবস্থা না-কি সাধারণ (Normal) আছে!"

অবশেষে তাঁর অবস্থা যখন প্রায় মরণাপন্ন, তখন নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছার কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাক্তাররা তাঁকে মৃত ঘোষণা করে। মৃত্যু সনদে বলা হয়, তিনি ফুসফুসের সংক্রমণে মারা গেছেন।

চীনের কমিউনিস্ট সরকার উইঘুর মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা চালাচ্ছে। চীনের সন্ত্রাসবাদের কবল থেকে মুক্তি পেতে মাতৃভূমি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন বহু উইঘুর শরণার্থী। কিন্তু বিশ্ববাসী উইঘুর মুসলিমদের প্রতি সুবিচার করেনি। অনেকে উইঘুর মুসলিমদের আবারো চীনের কাছে ফেরত পাঠিয়েছে।

থাইল্যান্ড ২০১৫ সালে ১০৯জন উইঘুর মুসলিমকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে চীনে ফেরত পাঠ। আজিজ আব্দুল্লাহর ভাইও তাঁদের একজন। এই উইঘুর মুসলিমদেরকে রাষ্ট্রায়ত্ত চীনা মিডিয়া সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমে যুক্ত বলে অভিহিত করে। চীনে ফেরত যেতে বাধ্য হওয়ার পর এই মুসলিমদের ভাগ্যে কী ঘটেছিল তা জানা যায়নি।

গত বছর পর্যন্ত আরও অন্তত ৫০জন উইঘুর মুসলিম থাইল্যান্ডের বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টারে আটক আছেন। তাঁদের অবস্থা খুবই খারাপ বলে জানিয়েছেন তাঁদের সাহায্যের চেষ্টাকারী কর্মীরা। উইঘুর মুসলিমদের একজন থেকে অপরকে পৃথক রাখা হয়েছে, বাহিরের বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে তাঁদের। এ যেন চীনেরই আরেক ডিটেনশন সেন্টার!

দ্য পিপল'স অ্যামপাওয়ারম্যান্ট ফাউন্ডেশনের ছালিদা তাছারুয়েনসুক বলেছেন, "সাধারণ থাই কারাগারগুলো থেকে এগুলো আরও অনেক বেশি খারাপ, খুব বেশি জনাকীর্ণ, খাবারের অভাব আছে। যে খাবার দেওয়া হয়, তাও স্বাস্থ্যকর নয়। মুসলিম বন্দীদের জন্য হালাল খাবারের কোনো ব্যবস্থা নেই। পানীয়গুলোও পরিষ্কার নয়; ট্যাপের পানি পান করতে হয়। স্বাস্থ্যযত্নের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। অসুস্থ হয়ে পড়লে, তাদেরকে কেবল পেইন-কিলার অথবা এই ধরনের চিকিৎসা দেওয়া হয়।"

আজিজ আব্দুল্লাহর মৃত্যু- কথিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় উইঘুর মুসলিম শরণার্থীদের প্রতি কেমন অবিচার করেছে, তার একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Uyghur asylum seeker dies after 9 years in detention - https://tinyurl.com/ywvxeued
2. Aziz Abdullah: Uyghur asylum-seeker death heaps pressure on Thailand - https://tinyurl.com/yeytksu5

আসন্ন গ্রীষ্মে তীব্র বিদ্যুৎ সংকট অবশ্যম্ভাবী!

সরকার নানা অজুহাতে জ্বালানির দাম বাড়িয়েছে। এর ফলে বেড়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচও। খরচ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় আবার কমেছে বিদ্যুতের উৎপাদন। গত বছর জানুয়ারিতে যেখানে উৎপাদন হয়েছিল প্রায় ১৫ হাজার মেগাওয়াট, সেখানে এ বছর জানুয়ারিতে প্রতিদিন ৭ থেকে সর্বোচ্চ ১০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে। অথচ বর্তমানে দেশে বিদ্যুতের চাহিদা রয়েছে সাড়ে ১৩ হাজার মেগাওয়াট। এর ফলে সারা দেশ তীব্র লোডশেডিংয়ের কবলে পড়ে।

এদিকে গ্রীষ্মকাল নিকটবর্তী। তীব্র গরমে মানুষের অবস্থা যেমন খারাপ থাকে, তেমনি ফসলের মাঠেও প্রয়োজন হয় পানির। আর দেশের অধিকাংশ জায়গায় পানি সেচ দিতে হয় মোটরের মাধ্যমে। এজন্য চাহিদা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। কিন্তু সেই চাহিদা পূরণের বিদ্যুৎ কি আছে দেশে? নেই; শীতে যখন বিদ্যুতের চাহিদা সবচেয়ে কম, তখনও দৈনিক দেড়-দুই ঘণ্টা বা তারও বেশি টানা লোডশেডিং করা হয়েছে। গ্রীষ্মে যে এই লোডশেডিং ভয়াবহ আকার ধারণ করবে, বিশেষজ্ঞরা তা স্পষ্ট করেছেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব নয়। কেননা, বর্তমানে ডলার সঙ্কটের কারণে কয়লা, এলএনজি ও জ্বালানি তেল আমদানি ব্যাহত হচ্ছে। কয়লা সঙ্কটের কারণে এক মাস বন্ধ ছিল বাগেরহাটের রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি এ কেন্দ্রে আবার উৎপাদন শুরু হয়েছে। তবে কয়লা আমদানি না করা গেলে এপ্রিলের পর ফের কেন্দ্রটির উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে। বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রকল্প পরিচালক নিজেই এমন শঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

রামপাল তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রকল্প পরিচালক সুভাষ চন্দ্র পাণ্ডে বলেন, এখন পাইপলাইনে যে কয়লা রয়েছে তা দিয়ে কেন্দ্রটির একটি ইউনিট আগামী এপ্রিল পর্যন্ত চালানো সম্ভব। এর মধ্যে এলসি জটিলতা না কাটলে কয়লা আমদানি ব্যাহত হবে। ফলে কেন্দ্রটি চালু রাখা সম্ভব হবে না।

এভাবে দেশে বর্তমান তীব্র ডলার সঙ্কটের প্রভাব পড়ছে বিদ্যুৎ উৎপাদনেও। অনেক বেসরকারি কেন্দ্র জ্বালানি সঙ্কটের কারণে তাদের উৎপাদন বন্ধ রেখেছে। জ্বালানি আমদানির জন্য এলসি খুলতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে ডলার চেয়েছে তারা। কিন্তু আওয়ামী সরকারের দুর্নীতি-লুটপাটের কারণে দেশের রিজার্ভের অবস্থা টালমাটাল। এ অবস্থায় জ্বালানি আমদানির জন্য প্রয়োজনীয় ডলার দিতে পারছে না বাংলাদেশ ব্যাংক। তাই আসন্ন গ্রীষ্ম মৌসুমে বিদ্যুৎ সঙ্কট আরও তীব্র আকার ধারণ করবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন।

এদিকে আবার বেসরকারি খাতের বিদ্যুৎকেন্দ্রকে নিয়মিত বিল দিতে পারছে না পিডিবি। গত আগস্ট থেকে বিল বকেয়া প্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকা। এতে জ্বালানি তেল আমদানি করতে পারছে না বেসরকারি মালিকেরা। পেট্রোবাংলার কাছে পিডিবির গ্যাস বিল বকেয়া ৫ হাজার কোটি টাকার বেশি। ঘাটতি মেটাতে সরকার বিদ্যুতের দাম আরও বাড়ানোর চিন্তা করছে বলে পিডিবি সূত্রে জানা গেছে। গত ১১ বছরে পাইকারি পর্যায়ে ১১ বার ও খুচরা পর্যায়ে ১২ বার বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, অপরিকল্পিত উন্নয়নের কারণেই বিদ্যুৎ খাতে উৎপাদন খরচ বেড়েছে। বছরে ২০ হাজার কোটি টাকার বেশি চলে যাচ্ছে বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভাড়া পরিশোধে। সামনে এই খরচ আরও বাড়বে। এ ছাড়া জ্বালানি খাতে আমলানির্ভরতাকে বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার জ্বালানিবিষয়ক বিশেষ সহকারী ম. তামিম ইনকিলাবকে বলেন, আমদানি মাথায় রেখে পরিকল্পনা করাই হয়েছিল। মূল্যবৃদ্ধি করে সমাধান হবে না। এ খাতের মূল সমস্যা এখন ডলারের সংস্থান। এটি করা না গেলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চ্যালেঞ্জ থেকেই যাবে।

প্রতিবেদক : সাইফুল ইসলাম

তথ্যসূত্র:
১. চরম সঙ্কটে বিদ্যুৎ উৎপাদন
- https://tinyurl.com/bdf88sru

মোগাদিশুর গ্রিন-জোনে ইনগিমাসী হামলা: হতাহত কমপক্ষে ৭৯ শত্রুসেনা

এবার সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর উত্তরাঞ্চলে বড় ধরণের সামরিক অভিযান চালিয়েছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। হামলটি সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তাদের অবস্থান লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে, যাতে কমপক্ষে ৭৯ সেনা নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, গত ২১ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার স্থানীয় সময় দুপুর ২টার দিকে রাজধানী মোগাদিশুর আল-আজিজ জেলার গ্রিন-জোন এলাকায় একটি ভবন টার্গেট করে হামলার ঘটনাটি ঘটে। হামলার লক্ষবস্তু হওয়া ভবনটি সোমালি স্পেশাল ফোর্সের একটি গোপন আস্তানা বলে জানা গেছে।

প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের সামরিক মুখপাত্রের এক বিবৃতি থেকে জানা যায়, মুজাহিদদের হামলার লক্ষবস্তু বাসভবনটি সোমালি সিনিয়র সামরিক কমান্ডার জেনারেল গারাবেয়ের ছিলো। এই ভবনটি সোমালি সামরিক বাহিনীর গোপন সদর দফতর এবং চিকিৎসা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল।

সম্প্রতিক মাসগুলোতে কেন্দ্রীয় হিরান রাজ্যে শাবাব মুজাহিদিন ও সেক্যুলার সোমালি বাহিনীর মধ্যে তীব্র লড়াই চলছে। আর এই যুদ্ধে শাবাব মুজাহিদিনের হামলায় আহত হওয়া গুরত্বপূর্ণ কমান্ডার ও সেনা সদস্যদের রাজধানীর উপরোক্ত বাসভনটিতে গোপনে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল। হারাকাতুশ শাবাব প্রশাসন এই তথ্য নিশ্চিত হওয়ার পরই এটিতে হামলার পরিকল্পনা করেন এবং মঙ্গলবার হামলাটি পরিচালনা করেন।

সূত্রমতে, শাবাবের কয়েকজন ইনগিমাসী মুজাহিদ খুবই বুদ্ধিমত্তার সাথে উক্ত ভবনটিতে ঢুকে পড়েন এবং অল্প সময়ের মধ্যে ভবনটি নিজেদের নিয়ন্ত্রিণে নেন। এরপর মুজাহিদগণ ভবনটিতে অবস্থান নেওয়া সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তা, কমান্ডার ও সেনা সদস্যদের হত্যা করতে থাকেন। অভিযানে অংশগ্রহণকারী শাবাবের একজন ইনগিমাসী মুজাহিদ জানান, তিনি একটি রুমেই সোমালিয়ান বাহিনীর ২২ সেনার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছেন, বাকি রুমগুলোতেও শাবাবের হামলায় অনুরূপ সেনা সদস্যের লাশ পড়েছে।

এদিন যুদ্ধের ৮ম ঘন্টায় হারাকাতুশ শাবাব সংশ্লিষ্ট মিডিয়া সূত্র জানায়, অভিযানে মুজাহিদগণ এখন পর্যন্ত সোমালি বাহিনীর অফিসার, সেনা সদস্য, মিলিশিয়া নেতাসহ অন্তত ৭০ শত্রুকে হত্যা করেছেন। যাদের মাঝে তুর্কি বাহিনী দ্বারা প্রশিক্ষিত সোমালি বিশেষ বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ "হার্মাদ" এর নামও রয়েছে। (হামলা তখনও চলমান ছিলো, পরবর্তীতে নিহত শত্রুসেনার সংখ্যা ৭৯ ছাড়িয়েছে আলহামদুলিল্লাহ্।)

শাবাব মুখপাত্রের বিবৃতিতে আরও যোগ করা হয়েছে যে, আমার আল্লাহর শত্রুদের বলছি, "স্বপ্নেও এটা ভাববেন না যে আপনি যেটাকে নিজের জন্য নিরাপদ গর্ত মনে করছেন, সেখানে আপনি নিরাপদ আশ্রয়ে লুকিয়ে থাকতে পারবেন, যার চতুর্পাশ কঠিন নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে রাখা হয়েছে। শত্রুরা যতই শক্তিশালী ঘাঁটি আর নিরাপদ গর্তে আশ্রয় নিকনা কেন, এই উম্মাহর বীর মুজাহিদরা তাদেরকে সেখানেই তাড়া করবেন এবং হত্যা করবেন।"

উল্লেখ্য যে, রাজধানী মোগাদিশুতে উচ্চ-স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, লক্ষণীয়ভাবে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সম্প্রতি গুরুত্বপূর্ণ সরকরি ও সামরিক পয়েন্টগুলোতে আক্রমণ করেছেন। আঞ্চলিক সূত্রগুলির মতে, আশ-শাবাব বর্তমানে আলহামদুলিল্লাহ্ এতটাই শক্তিশালী হয়েছে যে, রাজধানী মোগাদিশুর মতো গুরত্বপূর্ণ শহরে একের পর এক সফল সামরিক অভিযান পরিচালনা করছে। সেই সাথে সোমালি প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ তথ্যও তাঁরা সংগ্রহ করার মতো সক্ষমতা দেখিয়ে যাচ্ছেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

মালি || জাতিসংঘের সামরিক কনভয়ে আল-কায়েদার হামলায় ৮ সেনা হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির উত্তরাঞ্চলে জাতিসংঘের দখলদার বাহিনীর উপর একটি হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এই হামলায় ৩ সেনা নিহত হওয়ার কথা স্বীকার করেছে জাতিসংঘ।

স্থানীয় সূত্রমতে, গত ২১ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় সময় সকাল ৯:৩০ মিনিটের দিকে এই হামলার ঘটনাটি ঘটে। সূত্রমতে, জাতিসংঘের সামরিক কনভয়টি যখন একটি অস্থায়ী সামরিক ঘাঁটি থেকে সেভারি শহরের দিকে ফিরছিল, তখন উত্তরাঞ্চলীয় মোপ্তি রাজ্যের বান্দিগাড়া এলাকার একটি সড়কে সেটি হামলার শিকার হয়।

সূত্র জানায়, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের (জেএনআইএম) মুজাহিদিন কর্তৃক একটি শক্তিশালী আইইডি (বোমা) বিস্ফোরণের মাধ্যমে হামলাটি চালানো হয়েছিল। এর ফলে জাতিসংঘের একটি সাঁজোয়া যান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেসময় ঐ সাঁজোয়া যানে থাকা জাতিসংঘের অন্তত ৩ সৈন্য নিহত এবং আরও ৫ সৈন্য আহত হয়।

তবে নিহত সেনাদের জাতীয়তা এখানো প্রকাশ করেনি জাতিসংঘ।

উল্লেখ্য যে, ২০১৩ সালে জাতিসংঘ মালি যুদ্ধে নিজ মিত্র দেশগুলোর হাজার হাজার সেনা নিয়ে অংশগ্রহণ করে, যার মাধ্যমে এই সম্মিলিত সেক্যুলার-লিবারেল জোট বাহিনী মালিতে প্রতিষ্ঠিত হতে যাওয়া ইসলামি শাসনব্যবস্থাকে প্রতিহত ও বিলম্বিত করে।

সেই থেকে মালিতে মুজাহিদগণ দখলদার আগ্রাসী রাষ্ট্রগুলোকে টার্গেট বানানোর পাশাপাশি জাতিসংঘের সামরিক বাহিনীকেও নিজেদের সামরিক টার্গেটে পরিণত করেছেন। এতে জাতিসংঘের অসংখ্য সৈন্য নিহত এবং আহত হয়।
এই মিশনে দখলদার আগ্রাসী জোটের পক্ষে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীও অংশগ্রহণ করেছে।

তবে ইতিমধ্যে এই যুদ্ধে মুজাহিদদের হামলার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় জাতিসংঘ মালিতে তাদের এই আগ্রাসনকে সবচাইতে মারাত্মক মিশন হিসেবে বিবেচনা করেছে।

শত্রুর সেনা-কনভয়ে একিউএপি'র অতর্কিত হামলা: হতাহত কমপক্ষে ১৩ শত্রুসেনা

সম্প্রতি ইয়েমেনের আবইয়ানে ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে আরব আমিরাতের ভাড়াটে মিলিশিয়া বাহিনীর অন্তত ১৩ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

আল-মালাহিম মিডিয়া সূত্র জানায়, জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্'র মুজাহিদগণ গত ১৬ ও ১৭ ফেব্রুয়ারি ইয়েমেনের আবইয়ান রাজ্যে উক্ত দু'টি অতর্কিত হামলা চালিয়েছেন। মুজাহিদগণ তাদের প্রথম হামলাটি চালান আবইয়ানের আল-বাকিরা এলাকায়। আরব আমিরাত সমর্থিত মিলিশিয়া বাহিনীর একটি বহরে পরপর দুটি বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরণের মাধ্যমে হামলাটি চালানো হয়। একটি বিস্ফোরণ ঘটানো হয় মিলিশিয়াদের বহনকারী একটি অ্যাম্বুলেন্স লক্ষ্য করে, অন্যটি চালানো মিলিশিয়াদের পদাতিক দল লক্ষ্য করে।

প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, আল-বাকিনায় মুজাহিদদের পরিচালিত এই হামলায় আরব আমিরাত-সমর্থিত ট্রানজিশনাল কাউন্সিল বাহিনীর অন্তত ২ সৈন্য নিহত এবং আরও ৭ সৈন্য আহত হয়েছে। সেই সাথে অ্যাম্বুলেন্সটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এই হামলার একদিন পর গত ১৭ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার মুজাহিদগণ তাদের তৃতীয় সফল হামলাটি চালান আবইয়ানের ওমরান উপত্যকায়। এলাকাটিতে মুজাহিদগণ আরব আমিরাত সমর্থিত বাহিনীর একটি টহলরত দলকে টার্গেট করে পরপর দুটি বোমা হামলা চালান। এতে মিলিশিয়াদের ২টি মোটরসাইকেল ধ্বংস হয়ে যায় এবং আরোহী ৪ মিলিশিয়া হতাহত হয়।

২৩শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

ইরিত্রিয়ান বাহিনীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২৯ সৈন্য শাবাব মুজাহিদিনের হাতে নিহত

সোমালিয়ার সেন্ট্রাল শাবেলিতে সম্প্রতি একটি হৃদয় প্রশান্তিকর হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব। এই হামলায় সোমালি স্পেশাল ফোর্সের কমান্ডার সহ অন্তত ২৯ সৈন্য নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে। হামলায় আরও অন্তত কয়েক ডজন সৈন্য আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের তথ্য অফিসের একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত আক্রমণের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, হৃদয় প্রশান্তিকর উক্ত হামলাটি গত ১৯ ফেব্রুয়ারি রবিবার সকালে চালানো হয়েছিল। উক্ত হামলায় সোমালি স্পেশাল ফোর্সের যে ইউনিটের সৈনিকদের টার্গেটে করা হয়েছিল, তারা সম্প্রতি ইরিত্রিয়ান সেনাবাহিনীর দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়।

আস-শাবাবের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "রবিবার সকালে মুজাহিদগন মধ্য শাবেলি অঞ্চলের দারু-নিকমার উপকণ্ঠে উক্ত অতর্কিত হামলাটি চালান। এর মাধ্যমে মুজাহিদগণ সোমালি বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি সাধন করেন, এতে শত্রুদের থেকে অনেক সৈন্য নিহত ও আহত হয়। সেই সাথে মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর কাছ থেকে অসংখ্য অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামও গনিমত লাভ করেন।

প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, এই হামলায় নিহত সৈন্যের সংখ্যা কমপক্ষে ২৯ জন, যাদের মধ্যে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বদানকারী প্রধান কমান্ডারসহ ৬ সেনার মৃতদেহ ঘটনাস্থলে রেখেই পালিয়ে যায় সেক্যুলার সেনারা। রিপোর্টে আরও যোগ করা হয় যে, অতর্কিত এই হামলায় অন্তত কয়েক ডজন সৈন্য আহতও হয়েছে।

ইরিত্রিয়ান বাহিনী দ্বারা প্রশিক্ষিত এই বাহিনীর উপর হামলার কারণ সম্পর্কে জানা যায় যে, এই সেনারা আশেপাশের গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী মুসলিম জনগণের উপর জুলুম নির্যাতন চালাচ্ছিল। ফলে জনগণ

অতিষ্ট হয়ে আশ-শাবাব মুজাহিদদের সহায়তা কামনা করেন। আর তখনই মুজাহিদগণ এই অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তির শেষাংশে বলা হয়, "আশ-শাবাব মুজাহিদিন মুসলিম উম্মাহর নিরাপত্তা, ইসলামী শরীয়া বাস্তবায়ন এবং সমস্ত মুসলিম ভূমিকে কাফের ও মুরতাদদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য লড়াই করছে। আশ-শাবাব প্রশাসন এই দাবির পুনরাবৃত্তি করছে যে, মুসলিম জনগণকে সোমালি সরকারের গুরত্বপূর্ণ স্থাপনা, শত্রু ঘাঁটি, কেন্দ্র এবং অফিস থেকে দূরে থাকতে হবে।" কেননা এই স্থানগুলো মুজাহিদদের হামলার প্রধান লক্ষ্যবস্তু।

আর হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন ক্রুসেডার এবং তাদের ক্রীড়নক আল্লাহ্‌দ্রোহী সোমালি বাহিনী ও আন্তর্জাতিক জোটের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, যতক্ষণ না সোমালি অঞ্চল থেকে আক্রমণকারী শত্রুরা বিতাড়িত হয়, এবং এই পুরো ভূমি আল্লাহর শরিয়াহ্‌ দ্বারা শাসিত হয়।"

২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

আফগানে শরিয়া শাসন: কাস্টমস রাজস্ব আদায়ে রেকর্ড!

আফগানিস্তান কাস্টমস বিভাগের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এক অর্থ বছরে ১০০ বিলিয়ন আফগানি মুদ্রা বা ১১২ কোটি ডলারেরও বেশি রাজস্ব আদায় হয়েছে, তাও আবার মাত্র ১১ মাসেই। তালিবান সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে এক বিবৃতিতে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।

ইসলামি ইমারতের শাসনের আগে, দেশটির বাৎসরিক কাস্টমস রাজস্বের পরিমাণ কখনোই ৭২ বিলিয়ন আফগানি বা ৮০.৬ কোটি ডলারের চেয়ে বেশি আদায় হয়নি। অথচ, এবার দখলদার আমেরিকাকে পরাজিত করে ক্ষমতায় আসার পর তালিবান সরকার জরুরি খাদ্য পণ্যে ৬৭% রাজস্ব কর কমিয়ে দিয়েছে। তারপরও চলতি অর্থবছর শেষ হওয়ার এক মাস বাকি থাকতেই কাস্টমস বিভাগ ১০০ বিলিয়ন আফগানি রাজস্ব আদায়ের মাইলফলক অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে।

ইসলামি ইমারত কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, পেশাদার ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সদস্যদেরকে কাস্টমস বিভাগে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাই দুর্নীতি নেমে এসেছে শূন্যের কোঠায়। আর কাজে এখন পূর্ণ স্বচ্ছতা রয়েছে।

এছাড়াও, এখন বাণিজ্যিক পণ্যের দ্রুত পরিবহনের জন্য আফগানিস্তানের কাস্টমস অফিস ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৬ ঘণ্টাই কাজ করে থাকে। পাশাপাশি, ব্যবসায়ীদের জন্য সমস্যা সৃষ্টিকারী বা দুর্নীতির ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী বিষয়গুলো সমূলে উৎপাটন করা হয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়, বিশেষভাবে কাস্টমসের জেনারেল ডিরেক্টর দেশটির কাস্টমস বিভাগের আধুনিকায়ন করেছেন এবং ব্যবসায়ীদের জন্য জরুরি সব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করছেন। এর মাধ্যমে আশা করা যায় জাতীয় কাস্টমস রাজস্ব আরও বাড়বে এবং স্বচ্ছতার সাথে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে এই রাজস্ব পাঠানো সম্ভব হবে।

এভাবে আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল দিকেই কাজ করে যাচ্ছেন ইসলামি ইমারত কর্তৃপক্ষ। চলতি অর্থবছরে ১১টি বড় প্রজেক্ট হাতে নিয়েছেন তাঁরা। এগুলো দেশের সমৃদ্ধিতে বড় অবদান রাখবে বলে আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ।

তথ্যসূত্র:

----

1. Current Year's Custom Revenues Surpasses 100 Billion AFN - https://tinyurl.com/9u9m7h3y

---

‘কাবা’ সদৃশ নতুন স্থাপনা: কী চায় মুহাম্মাদ বিন সালমান?

সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে পবিত্র কাবার আদলে বিশাল এক ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে পশ্চিমাদের তাঁবেদার মুহাম্মাদ বিন সালমান। এই ভবনের নামকরণও করা হয়েছে পবিত্র কাবার সাথে মিল রেখে – ‘মুকাব’।

৪০০ মিটার লম্বা, ৪০০ মিটার চওড়া, ৪০০ মিটার উঁচু এই প্রকল্পটিকে কথিত প্রগতিশীলতা, স্থায়ীত্ব, তথ্য প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের গ্লোবাল আইকন হিসেবে গণ্য করছে সৌদি প্রশাসন।
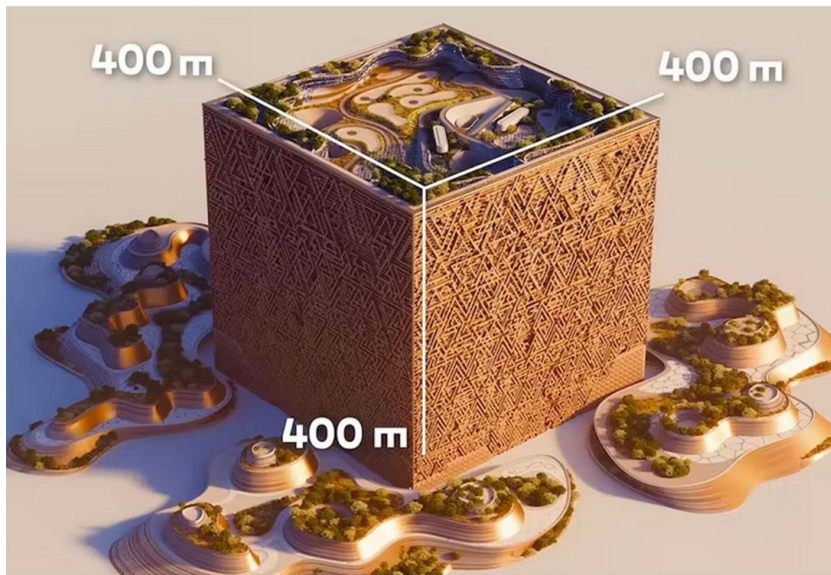
নিউইয়র্কের ১০২ তলাবিশিষ্ট এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং এর মতো ২০টি রাজকীয় অট্টালিকা থাকবে এই মুকাবের ভিতর। এটিকে তারা ঘোষণা করেছে নতুন জগতের প্রবেশদ্বার, রিয়াদের নতুন চেহারা, তাদের স্বপ্ন হিসেবে। হোটেল, সিনেমা হল, বিনোদনের স্থান, কনসার্ট হল, জাদুঘর, কথিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের হল, ইত্যাদি ফাহেশার কেন্দ্র থাকবে এই মুকাবের ভিতর।
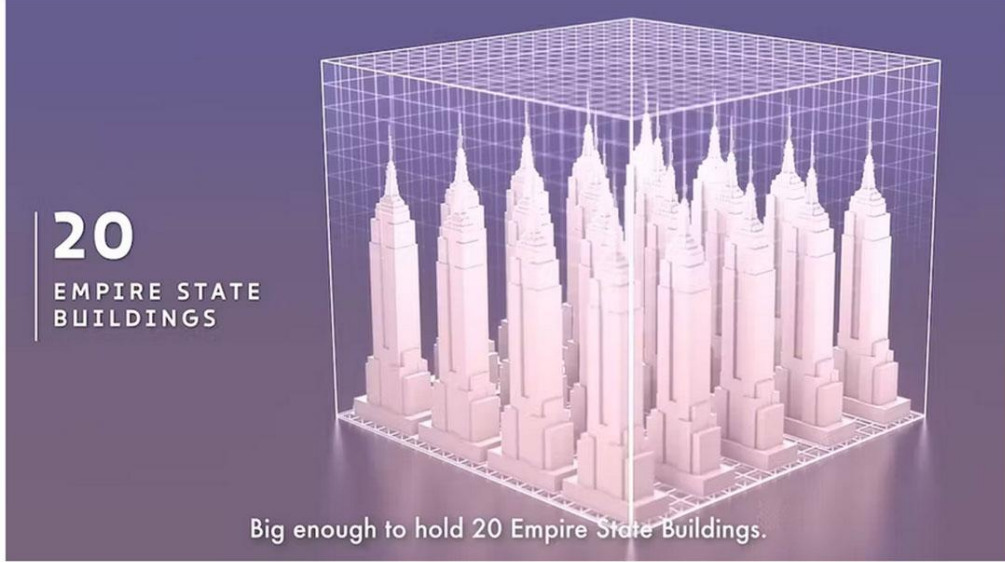
এই প্রকল্পটি ইতোমধ্যে উদ্বোধন করেছে প্রিন্স মুহাম্মদ বিন সালমান। ঘোষণা করা হয়েছে যে, সে নিজেই নিউ মুরাব্বা ডেভেলপমেন্ট কোম্পানির সভাপতিত্ব করবে। এর লক্ষ্য হচ্ছে 'বিশ্বের বৃহত্তম আধুনিক শহরতলি' স্থাপনের নামে অশ্লীলতা এবং নোংরামির প্রসার ঘটানো।

সৌদি সরকারের পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড এক বিবৃতিতে বলেছে, প্রকল্পটিতে একটি জাদুঘর, একটি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি থিয়েটার এবং ৪০টিরও বেশি বিনোদন কেন্দ্র থাকবে।

পবিত্র কাবাকে মহান আল্লাহ বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। কাবা সর্বদাই মানবজাতির প্রত্যাবর্তনস্থল, যার দিকে মানুষ বারবার ফিরে যেতে ব্যাকুল হয়ে থাকে। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেও প্রতি বছর কোটি কোটি মানুষ এই কাবা ঘর তাওয়াফ করতে যায়। এক কথায় বলা যায়, সৌদি আরবের নাম শুনলেই মানুষের মনে যে চিত্র ফুঁটে ওঠে তা হচ্ছে পবিত্র কাবা।

ধারণা করা হচ্ছে, কাবার প্রতি মানুষের এই আকর্ষণ এবং ভালবাসাকে ম্লান করার অপচেষ্টা হিসেবেই কথিত এই মুকাব প্রজেক্টের উদ্যোগ নিয়েছে মুহাম্মাদ বিন সালমান। তার কার্যক্রম থেকে প্রতীয়মান হয় - সে মক্কা-মদীনার পবিত্র ভূমিকে সম্পূর্ণরূপে পশ্চিমা সংস্কৃতিতে পরিবর্তন করতে চাচ্ছে।

এই লক্ষ্যে সে তার ভিশন-২০৩০ ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ ২০৩০ সালের মধ্যে সৌদি আরবকে পুরোপুরি পশ্চিমা সংস্কৃতিতে পরিবর্তন করার লক্ষ্য পূরণ করতে চায় - এমনটাই প্রতীয়মান হচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশটিতে বহু ইসলাম বিরোধী পশ্চিমা সংস্কৃতি ও প্রজেক্ট চালু করেছে, যা বিশ্ববাসীর অজানা নয়।

এখন আরবের পবিত্র ভূমিতে নিয়মিত গানের কনসার্ট হয়, যেখানে সারা বিশ্বের নর্তক-নর্তকীদের ডেকে আনা হয় আর আরব যুবক-যুবতীরা মেতে উঠে পৈশাচিক উন্মাদনায়; অসংখ্য সিনেমা হল বানানো হয়েছে, যেখানে দেখানো হয় হলিউড-বলিউডের অশ্লীল সব সিনেমা। এরই চূড়ান্ত ধাপ হচ্ছে মুকাব।

মক্কা-মদীনার পবিত্র ভূমিতে অশ্লীলতার প্রচার-প্রসার, এবং বাইতুল্লাহর মর্যাদাহানি ঘটানোর উদ্দেশ্যে গৃহীত সকল পদক্ষেপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো উম্মাহর ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ উম্মাহকে তার দায়িত্ব পালনের তাওফিক দান করুন। আমীন।

লিখেছেন : ইউসুফ আল-হাসান

তথ্যসূত্র:

1. 'New Kaaba': Saudi Arabia plans to build giant cube building in Riyadh - https://tinyurl.com/yc857eym
2. A first look at Saudi Arabia's new 400x400x400-meter Riyadh tower proposal - https://tinyurl.com/mrysb68a

---

২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

মুসলিম বিদ্বেষী বক্তব্য দিয়েই যাচ্ছে ভারতের হিন্দু ধর্মগুরুরা; নিশ্চুপ প্রশাসন

কালীচরণ মহারাজ – ভারতের এক হিন্দু ধর্মগুরু। একের পর এক ইসলাম বিদ্বেষী ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে এই উগ্র হিন্দুত্ববাদী। গত ৯ ফেব্রুয়ারি, মহারাষ্ট্রে সাকাল হিন্দু সংগঠন আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ইসলাম ও মুসলিমদের নিয়ে বিদ্বেষ ও উসকানিমূলক বক্তব্য দিয়েছে সে।

মহারাষ্ট্রের অধিবাসী কালীচরণ মহারাজের আসল নাম অভিজিৎ ধনঞ্জয় সরাগ। সে নিজেকে হিন্দু ধর্মের দেবী কালীর পুত্র বলেও দাবি করে। এর আগেও আগেও একাধিকবার এমন বিতর্কিত মন্তব্য করে সমালোচিত হয়েছে সে।

হিন্দু জঙ্গার্জনা মোর্চা শিরোনামের এই অনুষ্ঠানে কালীচরণ দাবি করেছে, মুসলিমরা সবাইকে ধর্মান্তরিত করতে চায়। কারণ যারা মুসলমান নয় তারা কাফির এবং কোরআনে বলা আছে কাফিরকে হত্যা কর। আমি কাফির যার অর্থ আমি (মুসলিমদের দ্বারা) হত্যার যোগ্য।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের উসকে দেয়ার জন্য সে আরও বলেছে, ‘কাফেরদের স্ত্রীরা লুটের মাল। তাই তাদের সম্পত্তি গ্রহণ করা এবং এক নারীকে ৫০ জনে মিলে ব্যবহার করাও বড় কথা নয়।’

একই মন্তব্য সে কাশ্মীরে হিন্দু মহিলাদের সম্পর্কেও করেছিল। সে তার ভক্তদের "কাশ্মীর ফাইলস" সিনেমাটি দেখতে বলেছে, যা কিনা ইতিহাসকে সম্পূর্ণরূপে বিকৃত করে বানানো হয়েছে।

কালীচরণের দাবি, এ সিনেমাতে যা দেখানো হয়েছে তা কাশ্মীরে যা ঘটেছে তার এক শতাংশও নয়। মুসলমানরা সংখ্যায় কম থাকা পর্যন্ত বলবে হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই। সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথেই তারা [মুসলিমরা] এই ভাইদের হত্যা করবে। এমনটাই ঘটেছে কাশ্মীরে। মুসলিমরা গাজওয়া-এ-হিন্দ প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং তারা অর্ধেক সফল হয়েছে কারণ তারা ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তানকে মুসলিম দেশে পরিণত করেছে এবং সেখানকার সমস্ত হিন্দুদের হত্যা করেছে।

এই অনুষ্ঠানের এক ভিডিওতে দেখা গেছে, কালীচরণের বক্তৃতার সময় উগ্র হিন্দুরা স্লোগান দিচ্ছে, ‘হার ঘর ভাগওয়া ছায়েগা, জাব রাম রাজ্য আয়েগা।’ (রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে প্রতিটি বাড়ি জাফরান হয়ে যাবে)।

অথচ, গত ৩ ফেব্রুয়ারি ভারতের সুপ্রীম কোর্ট এ অনুষ্ঠানের বিষয়ে নির্দেশনা জারি করে মহারাষ্ট্র সরকারের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিল যে, কেউ এখানে কোন ঘৃণাত্মক বক্তব্য দিবে না। যদি কেউ আইনের অমান্য করে বা জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে, তাদের বিরুদ্ধে CrPC এর 151 ধারার প্রয়োগ করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট।

কিন্তু হিন্দুত্ববাদী নেতারা বিশেষ করে কালীচরণ সেসকল নির্দেশনার কোন তোয়াক্কা না করে নির্দ্বিধায় ইসলাম ও মুসলিমদের নিয়ে ঘৃণাত্মক এবং বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিয়েছে। আর মহারাষ্ট্র প্রশাসন ও পুলিশও নির্বিকার নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করছে। এখন পর্যন্ত কোন শাস্তিমূলক কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা ভাল করেই জানে, এসব নির্দেশনা আসলে লোক দেখানো নির্দেশনা। এগুলো ভঙ্গ করলেও তাদের কিছুই হবে না। প্রকৃতপক্ষে, হিন্দুত্ববাদী আইনের এসব ধারা আর বেড়াজাল সবই মুসলিমদের জন্য।

তথ্যসূত্র:

----

1. Kalicharan Maharaj allowed to deliver hate speech in Baramati (Sabrang) - https://tinyurl.com/mhvzyzzm

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || ফেব্রুয়ারি ৩য় সপ্তাহ, ২০২৩ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2023/02/21/62431/

২০শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

আবারও হিলি সীমান্তে বাংলাদেশিকে খুন করলো বিএসএফ

বাংলাদেশ সীমান্তে থামছেই না হিন্দুত্ববাদী ভারতের সন্ত্রাসী বাহিনী বিএসএফ এর দৌড়াত্ম। একের পর এক বেআইনিভাবে খুন করে যাচ্ছে বাংলাদেশীদের। ফলে আপনজনদের হারিয়ে নিঃস্ব হচ্ছেন সীমান্ত এলাকার মানুষজন। কেউবা হারাচ্ছে পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সন্তান, পিতা কিংবা ভাইকে।

এবারের নৃসংশ ঘটনাটি ঘটছে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি দিনাজপুরের হিলি সীমান্তে। মেয়ের জন্য খাবার আনতে গিয়ে লাশ হয়েছেন এক বাংলাদেশি যুবক।কোন ধরনের নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে তাকে গুলি করে হত্যা করেছে ভারতীয় সন্ত্রাসী বিএসএফ।

নিহত যুবকের নাম সাহাবুল হোসেন বলে জানা গিয়েছে। তিনি এক কন্যা সন্তানের পিতা। এই খুনের ঘটনায় পিতার মমতা থেকে বঞ্চিত হলো এক শিশু, আর স্বামী-হারা হলো এক নারী।

এদিকে বাংলাদেশের সীমান্ত বাহিনী বিজিবি শুধু পতাকা বৈঠক আর নিন্দা জানানোর কাজে নিয়োজিত। তারা চরমভাবে বাংলাদেশীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। এর মাসুল দিতে হচ্ছে সাধারণ জনগণকে।

তথ্যসূত্র:

১। হিলি সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি তরুণ নিহত

- https://tinyurl.com/4x7vd953

খাইবারে টিটিপির অভিযানে ১৫ পাকিস্তানী সেনা হতাহত

পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রেখেছে জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের বান্নু জেলায় টিটিপির প্রতিরোধ যোদ্ধাদের এক অভিযানে অন্তত ১৫ শত্রুসেনা হতাহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, জানিখাইল সীমান্তে একটি শক্তিশালী আইইডি বিস্ফোরণের মাধ্যমে অভিযানটি পরিচালনা করে টিটিপি মুজাহিদগণ। এক বিবৃতিতে এই অপারেশনের দায় স্বীকার করেছে টিটিপি।

বিবৃতিতে টিটিপি'র মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী (হাফিযাহুল্লাহ) বলেন, ১৭ ফেব্রুয়ারি রাতে এই অঞ্চলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী একটি বড় অপরাধ সংঘটিত করেছে। অভিযানের নামে এই সেনাবাহিনী নিষ্ঠুর ভাবে একটি মেয়ে ও এক পুশুপালকসহ আরও ২ ব্যক্তিকে গুরুতর আহত করে। এই ঘটনাকে অন্ত্যন্ত নিন্দনীয় ও নিচু-মানসিকতার কাজ হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি।

বিবৃতিতে মুহাম্মদ খোরাসানী আরও বলেন, পরের দিন মুজাহিদগণ পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর একটি সাঁজোয়া যান লক্ষ্য করে একটি অপারেশন পরিচালনা করেছেন। এতে যানটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং তাতে থাকা সমস্ত সৈন্য নিহত হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন।

ফটো রিপোর্ট | ২টি বুরকিনান সামরিক ব্যারাকে আল-কায়েদার ঝড়ো হামলা

আল-কায়েদার পশ্চিম আফ্রিকা ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন তাদের দুটি সাম্প্রতিক সামরিক অভিযানের ভিডিও প্রকাশ করেছে। জেএনআইএম এর অফিসিয়াল মিডিয়া আয-যাল্লাকা ফাউন্ডেশন থেকে ভিডিওটি সম্প্রচার করা হয়।

প্রায় ১৭ মিনিটের এই রোমাঞ্চকর ভিডিওতে দেখা গেছে কিভাবে মুজাহিদিনগণ বুরকিনা ফাসো সেনাবাহিনীর ২টি সামরিক ঘাঁটি বিজয় করেছেন। শেষ রাতে শুরু হয়ে দিনের আলো ফুটে ওঠা পর্যন্ত চলা অভিযানগুলোতে মুজাহিদগণ সামরিক ঘাঁটিগুলো বিজয় করেছেন এবং পরিত্যক্ত সামরিক স্থাপনা ধ্বংস করেছেন।

সেই সাথে ভিডিওটিতে জেএনআইএম এর শীর্ষস্থানীয় আমীর শাইখ কুফা (হাফিযাহুল্লাহ) এর একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য যুক্ত করা হয়েছে।

দুর্দান্ত সামরিক অভিযানের কিছু দৃশ্য -

https://alfirdaws.org/2023/02/20/62419/

১৯শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

করাচি পুলিশ হেডকোয়ার্টারে টিটিপি'র হামলা ও বিবৃতি: হতাহত কমপক্ষে ২৪ শত্রু

পশ্চিমা ক্রীড়নক গাদ্দার পাকিস্তানি সেনা ও নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে হামলা অব্যাহত রেখেছে জনপ্রিয় ও সশস্ত্র ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তাহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)। সেই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি দেশের একটি গুরত্বপূর্ণ পুলিশ স্টেশন লক্ষ্য করে বীরত্বপূর্ণ অপারেশন পরিচালনা করছেন মুজাহিদগণ।

পাকিস্তানি তালিবানের প্রতিরোধ যোদ্ধারা তাদের অতি সাম্প্রতিক এই অভিযানটি দেশের দক্ষিণাঞ্চলের গুরত্বপূর্ণ বন্দর শহর করাচির পুলিশ হেডকোয়ার্টার লক্ষ্য করে চালিয়েছেন। আর এটি বহু বছর পর করাচিতে টিটিপি কর্তৃক সংঘটিত সবচেয়ে সফল হামলা হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি রাতে এই হামলাটি চালানো হয়। এই হামলার নেতৃত্ব দিয়ে অভিযান সম্পন্ন করেন মাত্র ৩ জন মুজাহিদ। তাঁরা পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ঢুকেই সামরিক বাহিনীর সাথে তীব্র সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন এবং থানা ভবনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সেখানকার নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে হামলা চালাতে থাকেন।

এই মুজাহিদরা শহীদ হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রায় ৩ ঘণ্টা ধরে এর নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখে হামলা অব্যাহত রাখেন। টিটিপির মুখপাত্র জানান, তিন ঘন্টা ধরে চলা এই সংঘর্ষে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অন্তত ২৪ পুলিশ ও সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে। হামলার সময় সেখানে উচ্চস্তরের পুলিশ প্রধানরা অবস্থান করছিল বলে জানা গেছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী (হাফি.) জানান যে, বরকতময় এই হামলা ইসলাম-বিরোধী শক্তি বিশেষ করে পাকিস্তানের সমস্ত নিরাপত্তা সংস্থার জন্য একটি বার্তা। আর তা হচ্ছে, মুজাহিদরা দেশে শরিয়াহ্‌ বাস্তবায়নের জন্য তাদের এই মোবারক লড়াই চালিয়ে যাবেন এবং দেশে ইসলামি ব্যবস্থা না আসা পর্যন্ত সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যদের টার্গেট করে প্রতিটি গুরত্বপূর্ণ স্থানে হামলা চালাবেন।

এসময় তিনি আরও যোগ করেন যে, "আমাদের যুদ্ধ সেনবাহিনীর সাথে, যদি পুলিশ সদস্যরা নিজেদেরকে এই যুদ্ধ থেকে প্রত্যাহার না করে, তবে আমরা শীর্ষস্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলকে অনিরাপদ করে তুলবো এবং এগুলোকে হামলার টার্গেটে পরিণত করবো। সেই সাথে ভুয়া এনকাউন্টারে বন্দীদের শহীদ করার জঘন্য প্রক্রিয়া বন্ধ করুন, অন্যথায় ভবিষ্যতে হামলার তীব্রতা হবে আরও গুরুতর ও ধ্বংসাত্মক।"

ফটো রিপোর্ট || শাবাব কর্তৃক বারসেনগুনি উপশহর ও ২টি সামরিক ঘাঁটি বিজয়ের হৃদয় জুড়ানো দৃশ্য

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট সবচাইতে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন, যারা সম্প্রতি দক্ষিণ সোমালিয়ার কিসমায়ো শহরতলীতে শত্রুদের উপর বড় ধরণের একটি হামলার ঝড় তুলেছিলেন।

হারাকাতুশ শাবাবের উক্ত ঝড়ো হামলায় সোমালি সামরিক বাহিনীর ৫টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি অন্তত ৩৮ সৈন্য নিহত এবং আরও ২৫ এর বেশি সৈন্য আহত হয়। গত ১৬ ফেব্রুয়ারির এই অভিযানে শাবাব মুজাহিদগণ কিসমায়োর অঞ্চলের বারসেনগুনি শহর ও এর আশপাশের ২টি সামরিক ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ নেন। সেই সাথে সোমালি বাহিনীর ২টি পুনরুদ্ধার অভিযানও ব্যর্থ করেন।

এই অভিযান শেষে মুজাহিদগণ সামরিক ঘাঁটি থেকে বেশ কিছু যানবাহন, অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেন। আর পরিত্যক্ত সামরিক স্থাপনাগুলো মুজাহিদগণ পুড়িয়ে দেন।

হারাকাতুশ শাবাবের অফিসিয়াল আল-কাতাইব ফাউন্ডেশন, সম্প্রতি কিসমায়ো উপকণ্ঠে পরিচালিত উক্ত অভিযানের বেশ কিছু স্থির চিত্র প্রকাশ করেছে। তা থেকে আমরা কিছু ছবি এখানে প্রকাশ করছি...

https://alfirdaws.org/2023/02/19/62411/

১৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

শাবাবের চতুর্মুখি কৌশলি ফাঁদে সোমালি বাহিনী: ২৪ ঘন্টায় ৫টি শহর বিজয়

সোমালিয়া যুদ্ধে প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের তৈরি কৌশলি ফাঁদে পা দিয়েছে পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি সামরিক বাহিনী ও মিলিশিয়ারা। গত ১৬ ফেব্রিয়ারি ২৪ ঘন্টার তীব্র লড়াইয়ে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর অন্তত দুই শতাধিক সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে শাবাব মুজাহিদিনের হাতে; হাত ছাড়া হয়েছে তাদের অনেক এলাকা, শহর ও সামরিক ঘাঁটি। সেখানে এখন পতপত করে উড়ছে কালিমা খচিত তাওহীদের কালো পতাকা।

পশ্চিমা ও তাবেদার আরব এবং আফ্রিকান দেশগুলোর সাহায্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল দুর্নীতিবাজ সোমালি সরকার। গত বছর প্রহসনের নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েই মার্চ মাসে প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের বিরুদ্ধে নতুন করে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করে পশ্চিমা সমর্থিত হাসান শেখের নতুন সোমালি সরকার। তার এই ঘোষণার পর দেশটিতে যুদ্ধ আগের যেকোনো সময়ের চাইতে তীব্র আকার ধারণ করে, যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। আর তারই ধারাবাহিকতায় গত ১৬ ফেব্রুয়ারি দেশটির "জুবা, হিরান, শাবেল এবং বনাদির রাজ্যে ৯টিরও বেশি অভিযান পরিচালনা করেন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।

প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাবের সামরিক মুখপাত্রের বিবরণ অনুযায়ী, এদিন হারাকাতুশ শাবাব আল মুজাহিদিন তাদের সবচাইতে সফল অভিযানটি পরিচালনা করেন জুবা রাজ্যর বারসেনগুনি শহরে। শহরটিতে মুজাহিদগণ সোমালি সামরিক বাহিনীর ২টি ঘাঁটিতে একযোগে ব্যাপক আক্রমণ শুরু করেন। কয়েক ঘন্টার তীব্র লড়াই শেষে সোমালি বাহিনী মুজাহিদদের হাতে লজ্জাজনক পরাজয় বরণ করে। সেই সাথে মুজাহিদগণ উভয় ঘাঁটির উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় কয়েক ডজন সৈন্য নিহত হয় এবং বেঁচে যাওয়া গাদ্দাররা আল্লাহ্‌র সৈনিকদের হাত থেকে বাঁচতে পালিয়ে যায়। শত্রুসেনাদের এই পলায়নের পর মুজাহিদগণ ঘাঁটিগুলি থেকে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম জব্দ করেন।

শাবাব মুখপাত্র শাইখ আবদুল আজিজ আবু মুস'আব (হাফি.) জানান, উভয় ঘাঁটিতে মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় সোমালি সামরিক বাহিনীর কমপক্ষে ৩৮ সৈন্য নিহত এবং আরও অন্তত ২৫ সৈন্য আহত হয়েছে। সেই সাথে সামরিক বাহিনীর ৫টি যান ধ্বংস হয়েছে।

মুজাহিদিন কর্তৃক সামরিক ঘাঁটি বিজয়ের পর, ঘাঁটিগুলি উদ্ধার করতে সোমালি বাহিনীর ২টি সামরিক কনভয় উক্ত এলাকার দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু শহরে পৌঁছানোর আগেই পথিমধ্যে উভয় সামরিক কনভয় শাবাবের বীর যোদ্ধাদের অতর্কিত হামলার শিকার হয়। এতে শত্রুর কয়েকটি সাঁজোয়া যান ধ্বংস এবং অসংখ্য সৈন্য হতাহত হয়, বাকিরা জীবন বাঁচাতে কনভয় নিয়ে পালিয়ে যায়।

এদিন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন তাদের দ্বিতীয় সফল অভিযানটি চালান কেন্দ্রীয় হিরান রাজ্যে। মুজাহিদগণ সংক্ষিপ্ত এক লড়াইয়ের পর রাজ্যটির আফাদ শহরের নিয়ন্ত্রণ নেন, একই সময় ইজি অঞ্চলেরও নিয়ন্ত্রণ নেন তাঁরা। হারাকাতুশ শাবাব কর্তৃক শহর দুটি বিজয়ের পর এগুলো পুনরুদ্ধারে বিশাল সামরিক বাহিনী প্রেরন করে পশ্চিমা সমর্থিত সরকার। সেই বাহিনী মার্কিন বিমানবাহিনীর সহায়তায় শহর দুটি পুনরুদ্ধারে মরিয়া হয়ে হামলা শুরু করে। কিন্তু উম্মাহর বীরসেনানি শাবাব মুজাহিদিনের তীব্র প্রতিরোধের সামনে তাদের এই উদ্ধার অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। শুধু উদ্ধার অভিযান ব্যর্থ হয়েছে- এতোটুকুই নয়, বরং শাবাব মুজাহিদিন শত্রুসেনাদের পিছু ধাওয়া করতে করতে মাহদি এবং জলকাসী শহর পর্যন্ত পৌঁছান।

এরপর এই শহর ২টি রক্ষায় সোমালি বাহিনী ও ক্রুসেডার মার্কিন বিমানবাহিনী প্রতিরোধ গড়ে তুলার চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ্‌র সৈনিকরাও থেমে যাওয়ার নন; তাই তাঁরাও আরও শক্তি নিয়ে সোমালি বাহিনীর উপর আরও জোরালো আরও প্রবল আঘাত হানতে শুরু করেন। দুই বাহিনীর মধ্যে তীব্র এই লড়াই প্রায় ২২ ঘন্টার মতো চলতে থাকে।

অবশেষে প্রচণ্ড যুদ্ধ শেষে মহান আল্লাহ তাআ'লা মুজাহিদদেরকে কাফেরদের উপর বিজয় দান করেন। ফলশ্রুতিতে মুজাহিদগণ একই অভিযানে ৪টি শহর শত্রুমুক্ত করতে সক্ষম হন, আলহামদুলিল্লাহ। মুজাহিদদের হামলায় সেখানে অসংখ্য সোমালি সৈন্য নিহত এবং আহত হয়।

প্রাথমিক এক রিপোর্ট অনুযায়ী, দীর্ঘ এই যুদ্ধে হারাকাতুশ শাবাবের মুজাহিদদের হামলায় সোমালি সামরিক বাহিনীর ৫৪ সৈন্য নিহত হয়, একই সাথে আহত হয় আরও অন্তত ৫০ মুরতাদ সৈন্য। তবে ধারণা করা হচ্ছে, এই যুদ্ধে মুজাহিদদের হামলায় হতাহত শত্রু সংখ্যা প্রকাশিত সংখ্যার দ্বিগুণ ছাড়িয়ে যাবে।

এদিন সোমালিয়ার বানাদির এবং শাবেলি সুফলা রাজ্যেও ৪টি পৃথক হামলা চালান মুজাহিদগণ। এই হামলাগুলোতে মার্কিন প্রশিক্ষিত সোমালি স্পেশাল ফোর্সের অসংখ্য সৈন্য সহ সামরিক অফিসার মুখতার আরিফকে হত্যা করতে সক্ষম হন মুজাহিদগণ। এই গাদ্দার অফিসার দীর্ঘ ১৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে মুসলিমদের হত্যা ও তাদের অর্থ লুণ্ঠনের জন্য কুখ্যাত ছিলো। মুজাহিদরা তাই একে এর যথার্থ পাওনা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

নতুন শহর বিজয়ের এই অভিযানের ফটো-রিপোর্ট ইনশাআল্লাহ্ খুব শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে আপনাদের প্রিয় আল-ফিরদাউস সাইটে। আগ্রহী দর্শক চোখ রাখুন ইনশাআল্লাহ্...

প্রতিবেদক : ত্বহা আলী আদনান

আসামে দুটি মসজিদসহ মুসলিম বসতিতে বুলডোজার হামলা, ২৫০০ পরিবার গৃহহীন

পূর্বে কয়েক দফায় বুলডোজার চালানোর পর এবার আসামের সোনিতপুর জেলায় মুসলিম বসতিতে বুলডোজার চালিয়েছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ। দুটি মসজিদসহ মুসলিমদের ২৫০০ বাড়িঘরে বুলডোজার চালানো হয়েছে। গত ১৪ ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার এ উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়।

উচ্ছেদ অভিযানের ফলে ২৫০০ বাঙালি মুসলিম পরিবার গৃহহীন হয়ে খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এই এলাকায় বসবাসকারী অধিকাংশ ব্যক্তিই বাংলাভাষী মুসলিম এবং তারা মূলত চাষাবাদে নিয়োজিত থাকেন।

এক মুসলিম বাসিন্দা বলেছেন, আমরা গত ৩৫ বছর ধরে মসজিদে নামাজ পড়ছি, সে দুটি মসজিদও ভেঙে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ।

সোনিতপুরের জেলা প্রশাসক দেব কুমার মিশ্র টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে জানিয়েছে, অভিযানটি তিন দিন ধরে চলবে। কয়েক দশক ধরে হাজার হাজার লোক 'অবৈধভাবে' এলাকা দখল করে রেখেছে বলে সে দাবি করে। উগ্র মিশ্র আরো জানিয়েছে, তারা লাঠিমারী, গণেশ তপু, বাঘে তপু, গুলিরপাড় এবং শিয়ালিতে উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে।

এদিকে, ভেঙ্গে ফেলা বাড়ি থেকে জিনিসপত্র সংগ্রহ করার সময়, ফিরোজা বেগম পিটিআই নিউজ এজেন্সিকে বলেছেন যে প্রশাসন ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করার কথা বলেছিল। কিন্তু হঠাৎ করে "কোনও তথ্য ছাড়াই ১৪ তারিখ থেকেই উচ্ছেদ শুরু করেছে।"

উগ্র হিন্দুত্ববাদী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার ২০২১ সালের মে মাসে ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন মুসলিম এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালানো কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। ২০০৬ সালের আইন অনুযায়ী মুসলিমরা জমির অধিকারী হলেও কোন কিছুর তোয়াক্কা করছে না হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ। এছাড়া উত্তরপ্রদেশ, আসামসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে মুসলিম বসতিতে উগ্র হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন বুলডোজার চালিয়ে আসছে।

তবে আসামকে বিশেষভাবে টার্গেট করা হচ্ছে, কেননা এখানকার অধিকাংশ মুসলিম বাংলা ভাষাভাষী। তারা ইংরেজ আমলে আসামে বসতি গড়েন, তার আগেও অনেকে সেখানে গিয়েছেন। এখন হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন ও নেতারা প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে তাদেরকে বাংলাদেশি ও বহিরাগত সাব্যস্ত করছে; সেখানে চীনের আদলে তৈরি করছে বড় বড় বন্দীশিবির।

মুসলিমদেরকে বাংলাদেশে তাড়িয়ে দেওয়ার প্রকাশ্য ঘোষণাও দিচ্ছে তারা, আর এ ঘোষণা বাস্তবায়ন করতে তারা বদ্ধপরিকর। সেক্ষেত্রে এতো বিশাল সংখ্যক একটি জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া হলে এখানে ব্যাপক অরাজকতা সৃষ্টি হবে, সহজেই তখন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সাহায্য করার নামে সেনা পাঠিয়ে দখল করে নেওয়া যাবে বাংলাদেশ। আসাম ও বাংলাদেশ নিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের এমন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যাপারে সতর্ক করে আসছেন ইসলামি বিশ্লেষকগণ।

তথ্যসূত্র:

----

1. Assam: 2,500 Bengali Muslim families go homeless as govt launches demolition drive, two mosques among bulldozed

- https://tinyurl.com/48cvdu82

ইউপিতে ভিএইচপি এবং বজরং দল সন্ত্রাসীদের মসজিদ ভাঙচুর

ভারতের উত্তর প্রদেশে নির্মাণাধীন একটি মসজিদে ভাংচুর চালিয়েছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠন বজরং দল এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) এর সদস্যরা। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি, বুধবার হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা বান্দা জেলার বলখন্দি নাকা এলাকার কাছে অবস্থিত নির্মাণাধীন মসজিদটিতে ভাংচুরের হামলা চালায়।

হিন্দুত্ববাদী উগ্র জনতা মসজিদর দ্বিতীয় তলা তৈরি করাকে বেআইনি বলে দাবি করে। তারা মসজিদের জিনিসপত্র সড়কে ফেলে দেয় ফলে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়।

ভিএইচপি জেলা সভাপতি চন্দ্রমোহন বেদি বলেছে, প্রশাসন মসজিদের সংস্কারের জন্য অনুমোদন দিয়েছে। "মসজিদটি সংস্কার করার কথা ছিল, নতুন নির্মাণ করা নয়। আমরা এটা হতে দেব না।

হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা হট্টগোল ও মসজিদ ভাঙ্গচুর শুরু করায় অপারগ হয়ে মুসলিমরা পুলিশকে খবর দেয়। তবে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ না করে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। ৩০ মিনিট ধরে চলে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের ভাঙ্গচুর আর গুন্ডামি।

পরে মুসলিমদের সমালোচনার মুখে বান্দার পুলিশ তার অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। যাতে বলেছে তদন্ত করা হচ্ছে। অথচ, তাদের সামনেই ঘটনা ঘটেছে। তারা কোনরুপ বাঁধা দেয়নি। হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের আটকও করেনি।

উল্লেখ্য, এই হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন প্রত্যক্ষ ও প্ররোক্ষভাবে মুসলিমদের উপর হামলা চালানোর জন্য সন্ত্রাসীদের মদদ দিয়ে থাকে। এর প্রমাণ দিল্লি গণহত্যাসহ বিভিন্ন ঘটনা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. UP: VHP, Bajrang Dal vandalise mosque claiming illegal construction (The Siasat) - https://tinyurl.com/3828hbw7

2. video link: - https://tinyurl.com/bdhdfxyz

শাবাব মুজাহিদদের তীব্র হামলায় শতাধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী ও পশ্চিমা সমর্থিত সম্মিলিত কুফফার বাহিনীর মাঝে চলমান তীব্র লড়াই দিন দিন আরও বেগবান হচ্ছে। শত্রুর উপর একের পর এক তীব্র ও কঠোর আঘাত হেনে যাচ্ছেন আল-কায়েদা পূর্ব-আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাবের মুজাহিদিন। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখেও শাবাব যোদ্ধাদের হামলায় সোমালি বাহিনীর শতাধিক সৈন্য নিহত এবং আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি এক দিনেই সোমালিয়াজুড়ে কমপক্ষে ৬ টি সফল হামলা ও প্রতিরোধ যুদ্ধ পরিচালনা করছেন শাবাবের ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এসকল অভিযানের ৪টিতেই সোমালি সামরিক বাহিনীর অন্তত ৮৮ সৈন্য হতাহতের শিকার হয়।

এর মধ্যে রয়েছে মাদাক রাজ্যের কায়েদ এলাকায় মার্কিন বিমান বাহিনীর সমর্থনপুষ্ট সোমালি বিশেষ বাহিনী এবং মিলিশিয়াদের পরপর ৩টি আগ্রাসন রুখে দেওয়ার ঘটনাটি। এলাকাটিতে মার্কিন বাহিনীর বিমান হামলা স্বত্বেও হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেন এবং পাল্টা আক্রমণ চালান। আর তাতেই সোমালি স্পেশাল ফোর্সের ১৩ সৈন্য নিহত এবং আরও কমপক্ষে ২১ সৈন্য আহত হয়েছে। বাকিরা আহতদের নিয়ে হেলিকপ্টারযোগে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়।

এমনিভাবে হিরান রাজ্যের জলকিসির এলাকায় সোমালি বাহিনী ও হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিনের মাঝে আরও একটি তীব্র লড়াই সংঘটিত হয়। প্রায় আড়াই ঘন্টারও বেশি সময় ধরে চলেছিল এই সংঘর্ষ। ঐ এলাকায় শত্রু বাহিনী মুজাহিদদের তীব্র হামলার কবলে পড়ে, ফলশ্রুতিতে গাদ্দার সোমালি সামরিক বাহিনীর অফিসার সহ অন্তত ৭ সৈন্য নিহত হয় এবং আরও অন্তত ২৫ সৈন্য আহত হয়।

এদিন একই রাজ্যের মহাস শহরের উপকণ্ঠে সোমালি বাহিনী ও হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধাদের মধ্যে আরও একটি সংক্ষিপ্ত লড়াই সংঘটিত হয়। সেখানেও বীর মুজাহিদদের গাতে গাদ্দার সোমালি সরকারী বাহিনীর কমপক্ষে ১০ সৈন্য হতাহত হয়।

অপরদিকে উত্তরাঞ্চলীয় বারি রাজ্যের বোসাসো শহরে পুন্টল্যান্ড প্রশাসনের সামরিক বাহিনীর উপর আরও একটি সফল হামলা চালান মুজাহিদগণ। সূত্রমতে, এখানেও মুজাহিদদের হামলায় গাদ্দার বাহিনীর অন্ততপক্ষে ১২ জন সৈন্য হতাহত হয়েছে। সেই সাথে, প্রতিটি অভিযান শেষেই মুজাহিদগণ সামরিক বাহিনী থেকে অসংখ্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত পেয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

জীবন্ত পুড়িয়ে দুই মুসলিমকে নৃশংস কায়দায় খুন করলো কথিত গো-রক্ষকরা

হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকারের ছত্রছায়ায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিপীড়ন ও গণহত্যার নীতি পূর্ণ গতিতে চালাচ্ছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী দলগুলো। সেই ধারাবাহিকতায় কথিত গো-হত্যার অভিযোগে উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসীরা দুইজন মুসলিমকে অপহরণের পর পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। এরপর আহত মুসলিমদের আগুনে পুড়িয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসীরা। নিহত মুসলিমরা হলেন রাজস্থানের গোপালগড় গ্রামের বাসিন্দা জুনায়েদ ও নাসির।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার হরিয়ানায় ভিওয়ানি জেলায় পাষাণ্ডু হিন্দুত্ববাদীরা এমন নৃশংস ঘটনা ঘটায়।

স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, নিহতদেরকে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি আপহরন করে উগ্র হিন্দুত্ববাদী বজরং দলের সদস্যরা। অপহরনের বিষয়টি জানতে পেরে পরিবারের সদস্যরা স্থানীয় গোপালগড় থানায় এফআইআর দায়ের কারার চেষ্টা ক। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন এফআইআর দায়ের করে নি, বরং তাদেরকে থানা থেকে বের করে দেয়।

ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষবসত ভারতীয় প্রশাসন অপহরণের পর দ্রুত ও কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেয় নি। এরপর গত ১৭ ফেব্রুয়ারি অপহরণের শিকার দুই মুসলিম যুবককে খুঁজে পাওয়া যায় একটি গাড়িতে। তবে জীবিত অবস্থায় নয়, বরং তাদের গ্রাম থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরের একটি বনের মধ্যে একটি গাড়িতে তাদেরকে মৃত ঝলসানো অবস্থায় পাওয়া যায়।

স্থানীয়রা জানান, অপহরনের শিকার জুনায়েদ ও নাছিরকে উগ্র হিন্দুরা নৃশংসভাবে পিটিয়ে প্রথমে মারাত্মকভাবে আহত করে, এবং পরে তাদেরকে গাড়িতে ঢুকিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করে।

পরিবারের সদস্যরা জানান, অপহরণ ও এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পিছনে উগ্র হিন্দুত্ববাদী বজরং দলের স্থানীয় নেতারা রয়েছে। তাই পরিবারের সদস্যরা বজরং দলের নেতা মনু মানেশর, লোকেশ, রিংকু সাইনি এবং শ্রীকান্তের নামে থানায় একটি এফআইআর দায়ের করেন।

বজরং দলের নেতা মনু মানেসার এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মাস্টার মাইন্ট ছিল।

এদিকে রাজ্য পুলিশের আইজি গৌরব শ্রীবাস্তব এই হত্যাকাণ্ডকে বৈধতা দিতে মিডিয়ার সামনে বলেছে, হরিয়ানার ভিওয়ানি জেলায় একটি গাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে, গাড়িটিতে তখন দুই গরু পাচারকারীর মৃতদেহ ছিলো।

অথচ, নিহতের পরিবারের এক সদস্য মাকতুব মিডিয়াকে জানিয়েছেন যে, উগ্র মনু মানেসার এবং তার সন্ত্রাসী দল, জুনায়েদ এবং নাসিরকে পিরুকার জঙ্গল থেকে অপহরণ করে ভিওয়ানির বারওয়াস গ্রামে নিয়ে গিয়েছিল, যেখানে তাদের পিটিয়ে আহত করে জীবন্ত পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে মুসলিদের চাপের মুখে বজরং দলের নেতা মনু মানেশর, লোকেশ, রিংকু সাইনি এবং শ্রীকান্তের নাম উল্লেখ করে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়।

তবে অভিযোগ হিসেবে শুধু জুনায়েদ ও নাসিরকে অপহরণ ও মারধরের কথা উল্লেখ করেছে। খুনের কোন ধারা উল্লেখ করেনি। ফলে দেখা যাবে হয়ত তাদের আটকই করা হবে না। কিংবা আটক করলেও সহজেই জামিনে বের হয়ে যাবে। কোন বিচারই হবে না।

ভুক্তভোগি মুসলিমদের সাথে এমনটাই করা হচ্ছে অহরহ। বিচারের নামে যেন প্রহসন করা হচ্ছে মুসলিমদের প্রতি। মুসলিমদের নিজেদেরকেই তাই ন্যায়বিচার ও নিজেদের অধিকার আদায়ের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করাটা এখন বাস্তবতার দাবি বলে প্রতীয়মান হয়।

তথ্যসূত্র:

----

1. Two Muslim men burnt to death in Haryana, “Bajrang Dal killed them,” says family (Maktoob Media) - https://tinyurl.com/4ddfatr5

2. video link: - https://tinyurl.com/2netfuya

ফটো রিপোর্ট || শাবাবের দুর্দান্ত অভিযানের হৃদয়-জুড়ানো দৃশ্য

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক সবচাইতে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। সম্প্রতি প্রতিরোধ বাহিনীর বীর যোদ্ধাদের কর্তৃক রাজধানী মোগাদিশুর একটি সামরিক ঘাঁটিতে পরিচালিত হামলার হৃদয় প্রশান্তিকর কিছু দৃশ্য প্রকাশ করেছে দলটির মিডিয়া সেন্টার।

জানা যায় যে, গত শনিবার রাজধানী মোগাদিশুর দক্ষিণ-পশ্চিম জাবিদ শহরে সোমালি স্পেশাল ফোর্সের ঘাঁটিতে উক্ত হামলাটি চালান মুজাহিদগণ। লড়াইটি একটি শহিদী হামলার মাধ্যমে শুরু হয়ে শাবাবের ইনগিমাসী যোদ্ধাদের হামলার মাধ্যমে তীব্র আকার ধারণ করে। এই হামলার প্রাথমিক রিপোর্ট ছিলো, এতে স্পেশাল ফোর্সের ৩৮ সৈন্য নিহত এবং আরও দ্বিগুণ সৈন্য আহত হয়েছে।

আশ-শাবাবের নথিভুক্ত ছবিতে দেখা যায় যে, বড় ধরনের বিস্ফোরণের পর ঘাঁটির দিকে অগ্রসর ও তাতে হামলার তীব্র ঝড় তুলেছেন মুজাহিদগণ। এতে সোমালি বাহিনীর মৃতদেহ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায় এবং আশ-শাবাবকে ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ ও তাতে অবাধে চলাচল করতে দেখা যায়। এরপর তাঁরা সামরিক স্থাপনাগুলি পুড়িয়ে দেন এবং দাশকা ও অস্ত্র-বোঝাই সামরিক যান নিয়ে যান।

ছবিগুলোতে দেখা যায়, শাবাব কর্তৃক জাবিদ শহর ও সামরিক ঘাঁটি বিজয়ে মানুষজন মুজাহিদদের স্বাগত জানান, এসময় শিশুরাও এলাকাটিতে জড়ো হয়।

হৃদয় প্রশান্তিকর ঐ হামলার কিছু দৃশ্য দেখুন...

https://alfirdaws.org/2023/02/18/62383/

১৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

দিল্লির মুসলিম কলোনিতে চলছে 'হিন্দুত্ববাদের বুলডোজার'

ভারতের মেহরাউলিতে মুসলিমদের বাড়িঘরে বুলডোজার চালাচ্ছে হিন্দুত্ববাদী দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (ডিডিএ)। মুসলিম কলোনিতে ডিডিএ-র ধ্বংসলিলার এ অভিযান গত ১২ জানুয়ারী, রবিবার শুরু হয়। অভিযান ৯ মার্চ পর্যন্ত চলবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ভুক্তভোগী মুসলিমরা জানিয়েছেন, তাদের রেজিস্ট্রি, হাউস ট্যাক্সসহ সব ধরণের সার্টিফিকেট আছে। তবুও তাদের তারা গৃহহীন করা হচ্ছে। এটা তাদের সারাজীবনের আয় ছিল। "আমাদের বিকল্প কোন ব্যবস্থাও নেই আমরা নারী শিশুদের নিয়ে কোথায় যাব?"

এখানে বাড়িঘর করতে কেউ কেউ তাদের গ্রামের বাড়িঘর, জমি বিক্রি করে দিয়েছে। এবং কেউ কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে বাড়ি তৈরি করেছে, কিন্তু আজ সবাইকেই গৃহহীন করা হয়েছে।

এলাকার একজন সচ্ছল মুসলিম সমাজকর্মী আফতাব আলম জানিয়েছেন, তার বাড়ি হারানো ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বিধ্বংসী মুহূর্তগুলির মধ্যে একটি। গত মঙ্গলবার দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (ডিডিএ) একটি বুলডোজার আলমের বাড়িটি ভেঙে দিয়েছে।

আফতাব আলম মাকতুব মিডিয়াকে জানিয়েছেন, "আমি গত ৩০ বছর ধরে এখানে বাস করছি। আমি একজন সমাজকর্মী, আমি অন্যদেরকেও সাহায্য করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম। কিন্তু দেখুন, এখন আমার নিজেেই কিছুই নেই। মাথা গোজার আশ্রয়টুকু ধ্বংস করে দিয়েছে। আমি এখন এই ধ্বংসস্তূপেই থাকব, এবং আমি এখানেই মারা যাব কারণ আমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।"

আফতাব আলম তার দুই বোন এবং এক ভাইয়ের সাথে যৌথভাবে বসবাস করতেন। শুধু আফতাব আলমই নয়, বুলডোজারের ফলে বহু পরিবারের বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে গেছে। যারা বংশ পরম্পরায় এখানে বসবাস করে আসছে।

ডিডিএ লেফটেন্যান্ট গভর্নর উগ্র হিন্দু বিনাই কুমার সাক্সেনার নির্দেশে, দিল্লির রাজস্ব মন্ত্রীর সাথে পরামর্শ ছাড়াই মেহরাউলিতে মুসলিম কলোনিতে বনভূমি সাফ করার জন্য ধ্বংস অভিযান চালানো হচ্ছে।

স্থানীয় মুসলিমরা আরও জানিয়েছেন, যে তাদের অজান্তেই বাড়ির বাইরে নোটিশগুলি লাগানো হয়েছিল। সে এলাকায় বসবাসকারীরা মিশ্র জনসংখ্যা হলেও, ভেঙে ফেলা বাড়িঘর ও দোকানগুলো শুধুই ওই এলাকার মুসলমানদের।

৫০ বছর বয়সী জনাব রইস আহমেদ। তার বাড়িতেও নোটিশ পাওয়া গেছে। তিনি বলেছেন, "আমার পরিবার কয়েক প্রজন্ম ধরে এখানে বসবাস করছে। আমি প্রায় ৫০ বছর ধরে এখানে বসবাস করছি, এবং এখন তারা আমার বাড়ি ভেঙে দিচ্ছে। কোনো জরিপ বা আদেশ ছাড়াই, তারা আমাদের জীবনের কঠোর পরিশ্রমকে নষ্ট করে দিচ্ছে।"

ইতিমধ্যে, যারা এই অভিযানে তাদের বাড়িঘর হারিয়েছে তারা দাবি করেছে যে, তারা দিল্লিতে আম আদমি পার্টি সরকার এবং কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সরকারের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হচ্ছেন।

২০ বছর বয়সী জয়নব তার হাতে একটি নীল ফোল্ডার নিয়ে তার বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। সে মাকতুব মিডিয়াকে জানিয়েছে, জমি ও বাড়ি নিজেদের বলে প্রমাণ করার জন্য অনেকের রেজিস্ট্রেশন ও অন্যান্য কাগজপত্র

রয়েছে। “আপনি সব কাগজপত্র দেখতে পারেন; আমাদের এখানে সব আছে। তবুও তারা কাগজপত্রের দিকে তাকাচ্ছে না এবং সরাসরি আমাদের বাড়ি ভেঙে ফেলছে।

মুসলিমদের বাড়িঘরের সাথে দোকানপাটগুলোকেও ভেঙ্গে দিয়েছে। একজন ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আরিফের দোকান মাটিতে গুড়িয়ে দিয়েছে।

মোহাম্মদ আরিফ এয়ার কন্ডিশনার ও পাইপ বিক্রি করতেন। কয়েক প্রজন্ম ধরে তিনি এলাকায় কাজ করে আসছেন।" তার দোকান এখন ধ্বংসস্তূপ ছাড়া কিছুই নয়।

"আমরা সরকারের জন্য দাবার গুটির মত। ওরা আমাদের নিয়ে রাজনীতি করে এছাড়া কিছুই না। আমি কিভাবে আমার পরিবারকে খাওয়াবো? এই লোকেরা আমাকে আমার জিনিসপত্রও বের করতে দেয়নি," বলেন মোহাম্মদ আরিফ, "আমি বিচার বিভাগ থেকেও আশা হারিয়ে ফেলেছি।"

তবে এটা রাজনৈতিক কারণ ছাড়া আর কিছুই নয় বলে জানান মোহাম্মদ আলম। "কেন আমার বাড়ি ভাঙা হল? তারা সময়মতো এসে ভাঙা বন্ধ করার নোটিশ দিতে পারত, কিন্তু আমি গরীব বলে আমার বাড়ি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।"

এভাবেই সারা ভারতজুরে নানান অজুহাতে মুসলিমদের উপর সরকারি প্রতক্ষ-পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় চালানো হচ্ছে ক্র্যাকডাউন। আর অসহায় মুসলিমরা চেয়ে দেখা ছাড়া কোন প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করতে পারছেন না। আসন্ন গণহত্যার সামনে অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তারা।

তথ্যসূত্র:

----

1. “We are going to stay in this rubble only,” say Mehrauli residents - https://tinyurl.com/3ynakj24

মধ্যপ্রদেশে মুসলিম বাড়িতে অনুপ্রবেশ, হনুমান মূর্তি স্থাপন ও হিন্দুদের পূজা

ভারতের মধ্যপ্রদেশে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা দুবে কলোনির মুন্সি চকে এক মুসলিম ব্যক্তির বাসভবনে প্রবেশ করে। সেখানে তারা একটি হনুমান মূর্তি স্থাপন করে এবং এটির পূজা শুরু করে। গত ১২ ফেব্রুয়ারি রবিবার মধ্যপ্রদেশে খান্ডওয়া জেলায় জঘন্য এ ঘটনা ঘটেছে।

খন্ডওয়ার পদমকুন্ড ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রার্থী উগ্র রবীন্দ্র আভাদের নেতৃত্বে হিন্দু সন্ত্রাসীরা শেখ আসগরের বাড়িতে ঢুকে পড়ে, সেখানে হনুমান মূর্তি স্থাপন করে এবং পূজা করতে শুরু করে।

মুসলিমরা এমন ঘৃণিত কাজে বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করলে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা মারমুখী আচরণ শুরু করে। এক পর্যায়ে দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়, এবং একে অপরের দিকে পাথর ছুড়তে শুরু করে।

মিডিয়ার সাথে কথা বলার সময় শেখ আসগর জানিয়েছেন, প্রায় তিন মাস আগে তিনি বাড়িটি কিনেছিলেন এবং ১৮ জানুয়ারি যাবতীয় কাগজপত্র সম্পন্ন করেছেন।

শেখ আসগর বলেন, "উগ্র রবি আভাদ এবং প্রায় ২৫-৩০ সদস্যের একটি হিন্দুত্ববাদী দল আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে। আমরা বাড়িতে ছিলাম না। যখন এই ঘটনা ঘটে তখন আমরা একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে ছিলাম। আমি বাড়িটি প্রায় ৩-৪ মাস আগে কিনেছিলাম এবং কাগজপত্র ১৮ জানুয়ারী হয়ে গেছে। তবুও তারা আমাদের এলাকার পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করছে। ইচ্ছাকৃত ভাবে মুসলিমদের মাঝে ভয় ও আতঙ্ক ছড়িয়ে দিচ্ছে।"

এরকম অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এখন উপমহাদেশের মুসলিমদের নিত্যসঙ্গী। কেউ জানে না আগামিকাল তদের সঙ্গে কি ঘটতে চলেছে, হিন্দুত্ববাদীরা নতুন কোন ফন্দি এঁটে তাদের উপর হামলে পরতে যাচ্ছে। এভাবে চরম হতাশা ও আতংকে দিনাতিপাত করতে বাধ্য হচ্ছে অভিভাবকহীন সতধা-বিভক্ত মুসলিমদের।

তথ্যসূত্র:

----

1. Hindutva Mob Allegedly Enters Muslim Man's House in MP's Khandwa, Installs Idol (The Quint)- https://tinyurl.com/tw8wrsex

---

হান চাইনিজদের বিয়ে করতে উইঘুর নারীদের প্রলোভন দেখাচ্ছে চীন

উইঘুর মুসলিম জাতিকে নিশ্চিহ্ন করতে সম্ভাব্য সকল ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে কমিউনিস্ট চীন সরকার। সন্ত্রাসবাদী চীন সরকার উইঘুর মুসলিম নারীদের বাধ্য করছে হান চাইনিজ পুরুষদের বিয়ে করতে। আর উইঘুর নারীকে বিয়ে করলে হান চাইনিজদের পুরস্কার হিসেবে নগদ অর্থ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে চীন।

তবে বর্তমানে আরও জঘন্যভাবে এই বিষয়টি বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে চীন সরকার। উইঘুর নারীদের মধ্যে যারা হানদের বিয়ে করবে, এবার সেসব উইঘুর নারীদেরকেও পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তারা। উইঘুরদের নিয়ে কাজ করা ইরকিন সিদিক এক টুইট বার্তায় উইঘুরদের বরাত দিয়ে বলেন-

১. উইঘুর নারীদের যে হান চাইনিজ বিয়ে করবে, তার কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না।
২. উইঘুর-হান দম্পতিকে বিয়ের পরবর্তী ৩ বছরের মধ্যে ৮০ হাজার থেকে ৩৬০ হাজার চাইনিজ ইউয়ান মুদ্রা প্রণোদনা দেওয়া হবে।

৩. হান চাইনিজকে বিয়ে করা উইঘুর নারী যদি কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়, তবে তাকে বিনা শর্তে চাকরি দেওয়া হবে।

৪. হান চাইনিজকে বিয়ে করে নিজের জাতি পরিচয়ও যে উইঘুর নারী পরিবর্তন করে হান চাইনিজ হবে, তার নিকটাত্মীয়কে কারাগার বা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প থেকে মুক্তি দেওয়া হবে।

৫. হান চাইনিজকে বিয়ে করা উইঘুর নারীদের ৩-৫ বছরের ট্যাক্স মওকুফ করা হবে।

৬. হান চাইনিজকে বিয়ে করা উইঘুর নারীরা সুদবিহীন ব্যাংক-লোন নিতে পারবে।

৭. উইঘুর নারীদেরকে বিয়ে করার মতো যুবক উইঘুর পুরুষ নেই বললেই চলে। যারা আছে, তারা হয় মানসিকভাবে অসুস্থ বা সংসার চালানোর মতো চাকরি বা অর্থ-কড়ি নেই।

হান চাইনিজদের বিয়ে করতে বাধ্য করার পাশাপাশি এভাবে বিভিন্ন প্রলোভন দেখানো হচ্ছে উইঘুর নারীদেরকে। ধীরে ধীরে উইঘুর মুসলিম জাতির নাম-নিশানা মুছে ফেলা-ই উদ্দেশ্য তাদের। এমন জঘন্য গণহত্যার পরও কথিত আন্তর্জাতিক বিশ্ব বা জাতিসংঘ কার্যত নীরব ভূমিকা পালন করছে। উইঘুর মুসলিম জাতির পক্ষে আজ কথিত মুসলিম বিশ্বের নেতারাও নেই। বরং পাকিস্তানসহ অন্যান্য মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর নেতারা প্রকাশ্যে চীনের উইঘুর দমননীতিকে সমর্থন করেছে।

তাই, উইঘুরদের মুক্তির জন্য এসব কথিত 'মুসলিম নেতা'-দের দিকে তাকিয়ে থাকা বোকামি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। ইতিহাসের বর্বরতম গণহত্যার কবল থেকে উইঘুরদের মুক্ত করতে ইসলামি ভ্রাতৃত্বের দাবিতে সারাবিশ্বের মুসলিমদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। নববী সুন্নাহ অনুসরণ করে সন্ত্রাসবাদী কমিউনিস্ট চীনের দাম্ভিকতা গুড়িয়ে দিতে হবে।

তথ্যসূত্র:

----

১. ইরকিন সিদিকের পোস্ট: - https://tinyurl.com/ms8ebwvk

১৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

পাকিস্তান জুড়ে টিটিপির জোরদার হামলায় ১০৭ পাকিস্তানি সেনা হতাহত

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পশ্চিমাদের ক্রীড়নক পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে হামলা জোরদার করেছে ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। সেই সূত্র ধরেই গত মাসে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে অন্তত ৪৬টি অপারেশন পরিচালনা করছেন প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মুজাহিদগণ।

টিটিপির অফিসিয়াল উমর মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত ইনফোগ্রাফিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, মুজাহিদগণ চলতি বছরের জানুয়ারিতে দেশের ১৫টি জেলায় অন্তত ৪৬টি হামলা চালিয়েছেন। যার মধ্যে শুধু খাইবার পাখতুনখাওয়া অঞ্চলের ১০টি জেলাতেই ৩৯টি হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, মুজাহিদদের দুঃসাহসী এসব হামলায় গোয়েন্দা সংস্থার ৯ সদস্যসহ সামরিক বাহিনীর অন্তত ১০৭ সেনা সদস্য হতাহত হয়েছে। হতাহতদের মাঝে নিহত সেনা সংখ্যা ৪৯ এবং আহত সেনা সংখ্যা ৫৮ জন। এছাড়াও মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়েছে সামরিক বাহিনীর আরও ২ সদস্য।

মুজাহিদগণ তাদের দুর্দান্ত এসব অভিযানের মাধ্যমে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ৭টি গাড়ি, এবং ১টি সামরিক ক্যাম্প ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছেন। এসময় মুজাহিদগণ ৭টি ক্লাশিনকোভ ও অন্য ২টি ভারী অস্ত্র গনিমত পেয়েছেন।

কথিত ‘সন্ত্রাসবাদের’ মিথ্যে মামলায় ২০ বছরের কারাদণ্ড, প্রমাণ না থাকায় খালাস

ভারতের আহমেদাবাদে কথিত ‘সন্ত্রাসবাদের’ মিথ্যে মামলায় ২০ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত মাওলানা আবদুল কাভি সহ বেশ কয়েকজন মুসলিম ছাড়া পেয়েছেন। আহমেদাবাদের পোটা আদালতে মামলার কোন ধরণের ভিত্তি প্রমাণ ও সাক্ষী, সত্যতা না থাকায় মাওলানা আবদুল কাভি সহ ৫ জনকে মুসলিমকে মিথ্যে অভিযোগ থেকে খালাস দিতে বাধ্য হয়েছে।

মাওলানা আবদুল কাভি'র বিরুদ্ধে টিফিন বোমা বিস্ফোরণ এবং প্রাক্তন এইচএম হরেন পান্ড্য হত্যার অভিযোগও ছিল। কিন্তু কোন ধরণের প্রমাণ না থাকায় বিচারক শুভদা কৃষ্ণকান্তের আদালতে মাওলানা আবদুল কাভি, গোলাম জাফর, আদিল, আবদুর রাজ্জাক, শাকিল, মতিউল্লাহ সাহেবকে দীর্ঘ সময় পর এখন সব অভিযোগ মিথ্যে ঘোষণা দিয়ে খালাসের রায় দেয়।

এছাড়া তাদের বিরুদ্ধে, গুজরাট দাঙ্গার প্রতিশোধ নিতে এবং তৎকালীন সিএম মোদীকে হত্যার ষড়যন্ত্রের জন্য আইএসআই থেকে প্রশিক্ষণ নিতে অনেক লোককে পাকিস্তানে পাঠিয়েছিল বলেও অভিযোগ আনা হয়েছিল। এ অভিযোগেও কোন প্রমাণ দেখাতে পারেনি হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

তথ্য প্রমাণ ছাড়াই এই কথিত অভিযোগ এনে হাজার হাজার মুসলমানের জীবন নষ্ট করছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। কে ফিরিয়ে দেবে তাদের জীবনের মূলবান সময়গুলো?

বছরের পর বছর জেলে থাকার পর বেকসুর খালাস, মুসলমানদের উপর এই নির্মমতার গল্প আর কতদিন চলবে? জীবন-সন্তান রেখে, তাদের কপালে অপরাধের মিথ্যে কলঙ্ক দিয়ে দমিয়ে রাখা কবে শেষ হবে? অনেক নিরপরাধ মুসলিম এখনও জেলে বন্দী হয়ে আছেন।

এই নিরীহ মুসলিমদের অভিযুক্তকারী প্রকৃত সন্ত্রাসীদের বিচার হওয়া উচিত। কিন্তু এসব হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের কিছুই হবে না। আর এটা জেনেই তারা মুসলিম যুবকদের সন্ত্রাসবাদের মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করে। জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করে বছরের পর বছর জেলে থাকার পর কাউকে ছেড়ে দেয়। কিংবা অনেকে কারাগারেই মৃত্যুবরণ করে।

তথ্যসূত্র:

----

1. अहमदाबाद की पोटा अदालत ने मौलवी मौ० अब्दुल कवि समेत 5 लोगों को आतंकवाद केस में 20 साल बाद किया बरी,आरोप था कि उन्होंने गुजरात दंगे का बदला लेने व तत्कालीन CM मोदी को मारने की साजिश के लिए कई लोगों को ISI से ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान भेजा था,सभी बरी किये गये!
- https://tinyurl.com/2p97vckr

বাগরাম বিমান ঘাঁটি : এক সময়ের নির্যাতনের কেন্দ্রভূমি হবে অর্থনৈতিক এলাকা

১৯৫০ সালে বাগরাম বিমান ঘাঁটি নির্মাণ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। ৩০ বর্গ মাইল এলাকাজুড়ে বিস্তৃত এই ঘাঁটি। ১৯৮০ সালে আফগানিস্তানের উপর আগ্রাসনের শুরু করা হয়েছিল এই ঘাঁটি থেকেই। মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা বিশ্বের আগ্রাসনের সময়েও বাগরাম বিমান ঘাঁটি দখলদারদের প্রধান ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

ঘাঁটিটি কৌশলগতভাবে সুবিধাজনক অবস্থানে নির্মিত। তাই এখানে বসেই বিদেশি বাহিনী তাদের বহু বিমান হামলা কিংবা রাত্রকালীন হামলার পরিকল্পনা করেছে। গোয়ান্তানামো-এর পূর্বে আমেরিকান বাহিনীর পরিচালিত সবচেয়ে বিশাল কারাগার এই বাগরাম বিমান ঘাঁটিতেই অবস্থিত ছিল। বন্দীদের উপর বর্বরতা, নির্যাতন এবং শ্লীলতাহানীর ক্ষেত্রে গোয়ান্তানামো কুখ্যাতি অর্জন করেছে। বারবার সংবাদে, ডকুমেন্টারি কিংবা সাবেক বন্দীদের বিবরণে ওঠে এসেছে সেখানকার বর্বরতার কাহিনী।

আফগানিস্তানে বিদেশি আগ্রাসনের পুরো সময়জুড়ে বাগরাম বিমানবন্দরও ছিল বর্বরতার কেন্দ্রভূমি। নিয়মিত হত্যা, নির্যাতন এবং নৃশংসতা চলতো এই ঘাঁটিতে। তখন বাগরামের নাম শুনলেই প্রত্যেক আফগানের চোখ বিস্ফোরিত হতো। কারণ বাগরাম যেন ছিল মৃত্যু, যন্ত্রণা এবং নির্যাতনেরই অপর এক নাম।

২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্র পরাজিত হওয়ার পর, ইসলামি ইমারতের সৈনিকরা বাগরাম বিমান ঘাঁটিও জয় করতে সক্ষম হন। আফগান জনগণের অভূতপূর্ব আত্মত্যাগ এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য কৃতজ্ঞতা। তবে হ্যাঁ, এখনও বহু উন্নতির সুযোগ আছে।

ইসলামি ইমারত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের আশা নিয়ে এই বিশাল বিমান ঘাঁটিকে একটি অর্থনৈতিক এলাকায় পরিণত করতে চায়। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে প্রাথমিক গবেষণাও সম্পন্ন হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতে, বাগরাম বিমানঘাঁটি অর্থনৈতিক এলাকা হিসেবে খুবই সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। এর সুবিশাল এলাকা এবং অত্যাধুনিক সুবিধা একে অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিণত করতে উপযোগী।

অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ ইসলামি ইমারতের এই স্ট্র্যাটিজিকে সমর্থন জানিয়েছেন। তারা বিশ্বাস করেন, এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের জন্য কার্যকর কৌশল। তারা এই আশাবাদও ব্যক্ত করেছেন যে, বাগরাম বিমান ঘাঁটিকে অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিণত করা হলে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে।

বিভিন্ন কারণে, এই পদ্ধতিটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও গতিশীলতার উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দরকারি। আফগানিস্তানের অসংখ্য কারখানা এবং শিল্প পার্ক বাগরাম বিমানবন্দরের কাছে অবস্থিত। এছাড়াও বাগরাম তার সুবিধাজনক ও কৌশলগত অবস্থানের কারণে আফগানিস্তানের তাজা ফল ও সবজি চাষ অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের কাছাকাছি। এসব অঞ্চলের মধ্যে আছে পারওয়ান, কাপিসা এবং অন্য আরও কিছু জেলা।

একটি জাতির স্থিতিশীলতা, প্রবৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং স্বাধীনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়টি উপলব্ধি করে ক্ষমতায় আরোহণ করেই এই বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নিচ্ছেন ইসলামি ইমারত কর্তৃপক্ষ।

ইসলামি ইমারত অন্যান্য বিষয়াবলির পাশাপাশি দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। বাগরাম বিমান ঘাঁটি নিয়ে ইসলামি ইমারতের কৌশল আফগানিস্তানের অর্থনীতিকে উন্নতি করতে সাহায্য করবে। আর আফগান মুদ্রার মূল্য বজায় রাখতে, দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে, দেউলিয়া হওয়া রোধ করতে এবং কর সংগ্রহে নতুন আফগান সরকারের প্রচেষ্টা এবং সাফল্যের ধারা বজায় রাখতে অবদান রাখবে।

[ইসলামি ইমারতের অফিসিয়াল সাইট থেকে অনূদিত]

অনুবাদক ও সংকলক : সাইফুল ইসলাম

তথ্যসূত্র :

1. Bagram Air Base once a sign of tortures and murders, to become an economic zone - https://tinyurl.com/mryjj838

ওয়াজিরিস্তানে পাক-তালিবানের সফল ইস্তেশহাদী হামলা: ২৮ শত্রুসেনা হতাহত

পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে একটি সামরিক কনভয়ে হামলার ঘটনায় দেশটির সামরিক বাহিনীর অন্তত ২৮ সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, গত ১২ ফেব্রুয়ারি শনিবার পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানের মীর-আলি এলাকায় দেশটির সামরিক বাহিনীর একটি কনভয় হামলার শিকার হয়েছে। এফসি ফোর্সের কনভয়টি যখন মীর আলীর খাজুরি চেকপোস্টের কাছে আসে, তখনই শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণের কবলে পড়ে। ফলশ্রুতিতে এফসি বাহিনীর অন্তত ৬ সদস্য নিহত হয় এবং আরও ২২ সদস্য আহত হয়; এদের মাঝে আবার ৪ সেনার অবস্থাই গুরুতর বলে জানা গেছে।

এদিকে পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী (হাফি.) এক বিবৃতিতে বরকতময় এই হামলার দায় স্বীকার করেছেন। বিবৃতিতে বলা হয় যে, প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপির নাসরুল্লাহ গাজী নামক একজন মুজাহিদ ইস্তেশহাদী হামলার মাধ্যমে উক্ত সফল আক্রমণটি চালিয়েছেন।

মুখপাত্র জানান যে, সম্প্রতি নাপাক বাহিনীর হাতে শহীদ হওয়া মুজাহিদিন কমান্ডার মানসুর বদরি এবং লাকি মারওয়াতে ভুয়া এনকাউন্টারে কারাবন্দী ১২ জন মুজাহিদকে পুড়িয়ে শহীদ করার প্রতিক্রিয়ায় এই হামলাটি চালানো হয়েছে।

মুখপাত্র খোরাসানী (হাফি.) সতর্ক করে বলেন যে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে কখনই আমাদের নরম নীতি ও কৌশলের অযথা সুযোগ নেওয়া উচিত নয়, অন্যথায় এধরণের অপরাধের প্রতিক্রিয়া আরও তীব্র হবে - ইনশাআল্লাহ্।

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || ফেব্রুয়ারি ২য় সপ্তাহ, ২০২৩ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2023/02/15/62351/

১৩ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

ভারতে ‘ত্রিশূল দীক্ষার নামে অস্ত্র বিতরণ’, মুসলিম গণহত্যার একটি অশনি সংকেত

ভারতের বিভিন্ন স্থানে "ত্রিশূল বিতরণ" বা "ত্রিশূল দিক্ষার" নামে হিন্দুত্ববাদীরা প্রকাশ্যে অস্ত্র বিতরণ করছে। নতুন বছর শুরু হওয়ার মাত্র ৪০ দিন অতিবাহিত হতে না হতেই এই বিষয়ে কমপক্ষে ৭টি স্থানের ঘটনা বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে।

উগ্র হিন্দুরা ত্রিশূলের নামে যা বিতরণ করে, সেটি মূলত ধারালো খঞ্জর। হিন্দুত্ববাদীরা কৌশলে তাদের 'হিন্দু রাষ্ট্র'-এর মতাদর্শ ছড়িয়ে দিতে এই অস্ত্রগুলিকে ব্যবহার করে থাকে। এই ত্রিশূলগুলো অত্যন্ত সুচালো এবং মানুষ খুন করার মত হলেও নিষিদ্ধ অস্ত্রের চেয়ে এক সেন্টিমিটার ছোট; যা তাদের অস্ত্র আইনের অধীনে কোনো অপরাধের জন্য মামলা করা থেকে রক্ষা করে। আইনের এই ফাঁকা গলিকে ব্যবহার করে হিন্দুত্ববাদীরা ব্যাপকভাবে সাধারণ হিন্দুদের হাতে ত্রিশূল তুলে দিচ্ছে, যা দিয়ে অনায়েশে মানুষ খুন করা যায়।

এই ত্রিশূল দীক্ষা অনুষ্ঠানগুলিতে হিন্দুত্ববাদী বক্তাদের কাজই হল ঘৃণাত্মক ও গণহত্যার উস্কানিমূলক বক্তৃতা প্রদান করা। এসব বক্তারা কুখ্যাত অপরাধী বা শাসক দলের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যেমন এমপি বা বিধায়ক বা দলের রাজ্য প্রধান। অনেক সময় উপস্থিত হিন্দুদের 'হিন্দু রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার শপথও দেওয়া হয়।

চলতি বছরে সংগঠিত ত্রিশূল বিতরণ অনুষ্ঠানের কিছু বিবরণ তুলে ধরা হল:

গত ৫ ফেব্রুয়ারি বিদ্যাধরে, জয়পুর বজরং দল ১,১১০ উগ্র হিন্দু যুবকের মধ্যে ত্রিশূল বিতরণ করেছে এবং সেই ত্রিশূল ধারণ করা সদস্যদের একটি ড্রোন শট ভিডিও প্রকাশ করেছে। ভিডিওতে ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত করার আহ্বান জানাতেও দেখা গেছে।

জয়পুরের অন্য একটি অনুষ্ঠানে, ৫ ফেব্রুয়ারী ভিএইচপি এবং বজরং দলের একটি ভিডিও প্রকাশ পেয়েছে যেখানে প্রায় ৮০০ উগ্র হিন্দু যুবক তাদের হাতে ত্রিশূল নিয়ে ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত করার শপথ নিচ্ছে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) এবং বজরং দল হিন্দু সম্মেলন উদযাপনের এক দিন আগে, হিন্দু পুরুষদের মধ্যে ত্রিশূল বিতরণ করেছিল, ইউপি বিধানসভার বর্তমান স্পিকার এই অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন। উত্তরপ্রদেশের কানপুর নগরে পুলিশের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান করা হয়।

গত জানুয়ারী মাসে, আরএসএস প্রচারক, ঈশ্বর লাল রাজস্থানের লোহওয়াতে অনুষ্ঠিত ত্রিশূল দীক্ষা অনুষ্ঠানে মুসলিম বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে ছিল। এই বক্তৃতার মাধ্যমে, উগ্র লাল মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর এবং উস্কানিমূলক বিবৃতি দিয়েছিল এবং ৩০,০০০মসজিদকে মন্দিরে রূপান্তর করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল।

এমনিভাবে, মধ্যপ্রদেশের শিবপুরীতে, ১০ জানুয়ারী, ভিএইচপি পুরুষদের পাশাপাশি ধর্ম রক্ষার জন্য অনুষ্ঠানে হিন্দু মহিলাদের মাঝেও ত্রিশূল বিতরণ করে। এবং এগুলো ব্যবহার করার জন্য শপথ করায়।

এদিকে,রাজস্থানের সিরোহিতে শ্রী শ্রী মহা মন্ডলেশ্বর স্বামী কুশলগিরিজি মহারাজের অনুষ্ঠানে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে ত্রিশূল বিতরণ করা হয়। ভিডিওতে দেখা গেছে হাজার হাজার হিন্দু নারী-পুরুষ,অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছে।

জানুয়ারির শুরুতে, উত্তরাখণ্ডের গদ্দারপুরে মিডিয়ার সাথে কথা বলার সময় প্রবীণ তোগাড়িয়া বলেছিল যে সে ২ কোটি হিন্দু যুবককে ত্রিশূল দিয়ে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিতে চায়।

জয়পুর রাজস্থানের শাস্ত্রী নগর থেকে ২ জানুয়ারী একটি ভিডিও প্রকাশিত হয়েছিল যেখানে বজরং দলের সদস্যরা ত্রিশূল হাতে শত শত হিন্দুদের কাছে শপথ গ্রহণ করতে দেখা গেছে। তারা হিন্দুদের, তাদের সংস্কৃতি এবং তাদের ধর্মকে রক্ষা করার শপথ নেয়। তারা হিন্দু ধর্ম রক্ষায় ত্রিশূল ব্যবহার করারও শপথ নেয়।

মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট প্রকাশ করেছিল, এ পর্যন্ত দেশব্যাপী প্রকাশ্যে প্রায় ৪০ লক্ষ ত্রিশূল বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া হিন্দুরা বিভিন্ন সময় অস্ত্রের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করছে।

উগ্র হিন্দু ধর্মগুরু ও নেতাদের মুসলিম বিদ্বেষী বক্তৃতা ও ত্রিশূল বিতরণের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। বিভিন্ন জায়গায় উগ্র হিন্দুরা মুসলিমদের উপর হামলা চালাচ্ছে। হতাহত করছে। যার পরিমাণ দিনকে দিন শুধু বেড়েই চলেছে। সন্ত্রাসী দলগুলো হিন্দু যুবকদের অস্ত্র দিয়ে গণহত্যার পরিবেশ তৈরি করছে। এবং তাদের হিংস্র করে তুলছে। যা অদূর ভবিষ্যতে মুসলিম গণহত্যায় রুপ নেওয়ার সতর্কবাণী দিয়েছেন বিশ্লেষকগণ।

'ইন্ডিয়ান আমেরিকান মুসলিম কাউন্সিল', ভারতের বাইরের একটি বিশিষ্ট মুসলিম সংস্থা- টুইট করে জানিয়েছে "রুয়ান্ডার গণহত্যার আগে, হুটুসদের মধ্যে একইভাবে টন টন ছুরি বিতরণ করা হয়েছিল।"

রুয়ান্ডা গণহত্যার পূর্বের অবস্থার উপর ভিত্তি করে সহজেই যে কেউ অনুমান করতে পারবে যে, উগ্র হিন্দুরা মুসলিম গণহত্যার লক্ষ্যেই ব্যাপকভাবে ত্রিশূল বিতরণ করছে। এটি মুসলিমদের জন্য নিঃসন্দেহে অনাগত ভবিষ্যতের অনিবার্য সংঘাতের একটি অশনি সংকেত।

লিখেছেন : উসামা মাহমুদ

তথ্যসূত্র:

1. 'Trishul Diksha' in poll bound Rajasthan, a matter of grave concern
   - https://tinyurl.com/2p9mm272
2. Bajrang Dal provides 'Trishul Diksha' to 300 Hindu men in Jaipur
   – https://tinyurl.com/2sxb86pe
   video link: https://tinyurl.com/yckruycm
3. The Erasure: California Panel Claims Indian Muslims Face Impending Genocide
   – https://tinyurl.com/2s468uew
4. Process of Genocide Already Underway in India: Experts at Global Summit
   – https://tinyurl.com/yckjhvrc
5. RSS member calls for converting 30,000 mosques into temples
   – https://tinyurl.com/5h72wczv

সিরিয়া ও তুরস্কের ভূমিকম্প নিয়ে শার্লি হেবদোর উপহাস!

তুরস্ক ও সিরিয়ায় ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা এখন পর্যন্ত ২৪ হাজার ছাড়িয়েছে। ভূমিকম্পের ফলে ধ্বংস্তুপের নীচে এখনো চাপা পড়ে আছে অগনিত হতাহত মানুষ। তাদের উদ্বারে কাজ করছে বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংগঠন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকেও পাঠানো হচ্ছে সাহায্যকারীদের। ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে পুরো বিশ্বেই যেখানে হতবাক ও শোকাবহ, ঠিক এই সময় ইসলাম ও মুসলিমদের দুশমন ক্রুসেডার ফরাসিরা লিপ্ত হয়েছে ঘৃণ্য উপহাসে।

ফ্রান্সের কুখ্যাত ম্যাগাজিন শার্লি হেবদো ভূমিকম্পে মুসলিমদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে ঘৃণ্য কার্টুর্ন এঁকে উপহাসে লিপ্ত হয়েছে। 'দিনের কার্টুন' শিরোনামে টুইটারে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে দেখা যায় ভূমিকম্পে ধসে যাওয়া বেশকিছু ভবনের ছবি আঁকা হয়েছে। নিচের দিকে রয়েছে একটি উল্টানো গাড়ি এবং ধ্বংসাবশেষের স্তূপ। কার্টুনের ওপরে লেখা আছে, তুরস্কে ভূমিকম্প, আর নিচে লেখা আছে, 'এমনকি ট্যাংকগুলো পাঠানোরও দরকার নেই।'

মুসলিম জাতির প্রতি তারা যে কঠোর বিদ্বেষ পোষণ করে, সেটাই মূলত প্রতিফলিত হয়েছে এই কার্টুনের মাধ্যমে। মুসলিম জাতি ক্রুসেডারদের ঘৃণ্য ইতিহাস ভুলে গেলেও ক্রুসেডাররা মুসলিমদের বিরোধীতায় এক মুহূর্তের জন্যও বসে নেই। তারা মুসলিম জাতিকে ধ্বংস করে দিতে সার্বক্ষণিক সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে- এটির প্রতিফলনও হয়েছে এই কার্টুনের মাধ্যমে।

ফ্রান্সের এমন ঘৃণ্য আচরণে গোটা বিশ্বেই সমালোচনা হচ্ছে। তবে ক্রুসেডার ফরাসিদের কাছ থেকে আসলে এমন আচরণই প্রত্যাশিত। কেননা ফ্রান্সের ইসলাম বিদ্বেষ নতুন কিছু না। আফ্রিকায় মুসলিমদের ওপর যুগ যুগ ধরে বর্বরোচিত আগ্রাসন চালিয়েছে উপনিবেশবাদী ফ্রান্স; যা এখন চলমান রয়েছে। অন্যদিক যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই ইসলাম, মুসলিম ও রাসুল (ﷺ) এর শানে কুৎসা রটিয়ে ইসলাম বিদ্বেষের জানান দিয়েছে তারা। আর এগুলোকে তারা প্রচার করেছে কথিত বাকস্বাধীনতা বলে। তবে সাবেক ফরাসি প্রেসিডেন্ট সারকোজি কিংবা পোপ-এর কার্টুন আকা হলে তারা কার্টুনিস্টদের ক্ষমা চাইতে বাধ্য করে। আর এবার তো তারা ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত অসহায় মুসলিমদের নিয়ে উপহাস করতেও ছাড়লো না!

এই হল পশ্চিমাদের কথিত 'বাকস্বাধীনতা', 'প্রগতি' আর 'মানবতা'র নমুনা। এই মানবতা আর স্বাধীনতাই তারা আমাদের সমাজে চাপিয়ে দিতে চায়; কথিত গণতন্ত্র আর সেকুলারিজম চর্চার নামে নির্মাণ করতে চায় তাদেরই মতো আবেগ-বিবেক-সম্মান বিবর্জিত এক পশুসমাজ।

তথ্যসূত্র:

----

1. Outrage over Charlie Hebdo’s Turkey-Syria earthquake cartoon - https://tinyurl.com/4xezeh5z

---

১২ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

আসামে গো-রক্ষকদের পিটুনিতে মুসলিম খুন, অপরাধীদের মুক্তির দাবিতে হিন্দুদের বিক্ষোভ

আসামের শিবসাগর জেলায় নাজু আলী নামক একজন মুসলিম ব্যক্তিকে উগ্র গো-রক্ষক হিন্দুরা পিটিয়ে হত্যা করেছে। গত ৫ ফেব্রুয়ারি রবিবার রাতে বামুনপুখুরী চা বাগান এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

সেখানে গরু চুরির সন্দেহে নাজু আলী নামে এই মুসলিম ব্যক্তিকে মারধর করে একদল কথিত উগ্র গো-রক্ষক হিন্দু। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলেও, অবস্থা নাজুক দেখে তাকে তখন জয়সাগর সিভিল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই নাজু আলীর মৃত্যু হয়।

নাজু আলীর চাচা জানান, নাজু আলী আত্মীয়ের বাড়ি যাচ্ছিলেন। পরে বামুনপুখুরী চা বাগান এলাকায় আসলে স্থানীয় হিন্দুরা তার উপর হমলা করে।

উগ্র হিন্দু কর্তৃক মুসলিমদের হতাহত করার ঘটনাগুলোর কোন বিচার হয়না বললেই চলে। যদি অপরাধীদের আটকও করা হয়,তাহলে প্রভাবশালী হিন্দু নেতাদের সহযোগিতায় কারাগার থেকে বের হয়ে আসে ফলে দেখা যায় তাদের আর কোন বিচারই হয় না।

এমনিভাবে এই ঘটনাতেও হিন্দুরা অপরাধীদের পক্ষ নিয়ে রাস্তায় নেমে আসে। ঠিক যেমনটা হয়েছিল আসিফা হত্যাকাণ্ডের পর, উগ্র হিন্দুরা ধর্ষণকারী এবং খুনকারীদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছিল।

এদিকে,মুসলিমদের চাপের মুখে এখন পর্যন্ত হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীর ১৪ সদস্যকে আটক করা হয়েছে। স্থানীয় হিন্দুরা ১৪ খুনির গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে যে তারা "নিরপরাধ"। এবং তাদের মুক্তির দাবিতে হিন্দুরা বিক্ষোভ করেছে।

২০১২ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ভারত জুড়ে গরু সংক্রান্ত সহিংসতার দুই শতাধিক ঘটনায় শতাধিক মুসলমান নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো কয়েক শতাধিক।

তথ্যসূত্র:

----

1. Muslim man lynched by cow vigilantes in Assam, mob protests for release of accused - https://tinyurl.com/yu997j4b

---

ইয়েমেনে আল-কায়েদার সফল হামলায় কমপক্ষে ১২ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

ইয়েমেনে ইসলাম ও মুসলিমবিরোধী শক্তির উপর হামলা জোরদার করেছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে প্রতি সপ্তাহেই ইসলামবিরোধী শক্তির অসংখ্য সৈন্য নিহত এবং আহত হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, গত সপ্তাহেও মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটিতে প্রায় অর্ধডজন হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্'র প্রতিরোধ যোদ্ধাগণ। এরমধ্যে সবচাইতে সফল হামলাটি চালানো হয়েছে গত ৮ ফেব্রুয়ারি ইয়েমেনের আবইয়ানের আল-বাকিরা এলাকায়।

হামলার শুরুতেই কুখ্যাত আরব আমিরাত সমর্থিত গাদ্দার মিলিশিয়া বাহিনীর একটি বহরকে টার্গেট করে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আইইডি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। তারপর আগে থেকেই পজিশন নিয়ে থাকা মুজাহিদগণ গাদ্দার মিলিশিয়াদের কাফেলায় অতর্কিত হামলা চালাতে শুরু করেন।

ফলাফলস্বরূপ, মিলিশিয়াদের একটি গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায় এবং তাতে থাকা ৭ সৈন্য নিহত হয়। নিহতদের মাঝে সামরিক বাহিনীর পঞ্চম ব্রিগেডের অপারেশনাল ফোর্সের প্রধান কর্নেল আবদুল্লাহ, কমান্ডার সা'আদ বারজেলা এবং কমান্ডার মুশাল আল-আয়ানিও রয়েছে। এই হামলায় অন্য গাড়িগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সেগুলোতে থাকা সৈন্যরা হতাহত হলে দ্রুত ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়।

বরকতময় এই হামলার আগে, গত ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখেও আবইয়ানের ওমরান উপত্যকায় আরও একটি সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। হামলায় ৩টি মর্টার শেল দ্বারা মিলিশিয়াদের একটি অবস্থানকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল। এতে শত্রু অবস্থানের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং অনেক সৈন্য হতাহত হয়।

এমনিভাবে গত ২ ফেব্রুয়ারি ওমরান উপত্যকায় আরও একটি সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এই হামলাটি আরব আমিরাত সেনাবাহিনীর অন্তর্গত একটি সামরিক দলকে লক্ষ্য করে চালানো হয়েছিল। প্রথমে শত্রুদলকে লক্ষ্য করে বোমা বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ, পরে তাদের উপর অতর্কিত হামলা চালানো হয়। ফলশ্রুতিতে শত্রু বাহিনীর বহু সৈন্য হতাহতের শিকার হয়, তবে হতাহতের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায়নি। হামলায় আহত শত্রুসেনাদের অধিকাংশের অবস্থাই ছিলো গুরুতর।

বুরকিনান সেনা কাফেলায় আল-কায়েদার অতর্কিত হামলা: কমপক্ষে ২০ শত্রুসেনা নিহত

সম্প্রতি পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোর উত্তরাঞ্চলে সামরিক সক্ষমতা আগের যেকোন সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি করেছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। আর তাতেই প্রতিনিয়ত অসংখ্য বুরকিনান সেনা হতাহতের শিকার হচ্ছে, সেই সাথে বাড়ছে মুজাহিদিন নিয়ন্ত্রিত ভূমির পরিধিও।

বুরকিনা ফাসোর সামরিক সূত্রের বরাতে জানা গেছে, গত ৯ ফেব্রুয়ারি বুধবার দেশের সেন্টার-নর্ড অঞ্চলের নামেনটেঙ্গা জেলায় একটি সশস্ত্র হামলার ঘটনা ঘটেছে। হামলাটি সেনাবাহিনী ও মিলিশিয়াদের একটি যৌথ সামরিক কাফেলা টার্গেট করে চালানো হয়।

সূত্রমতে, ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা প্রথমেই শত্রুবাহিনীকে টার্গেট করে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সড়ক অবরোধ করেন, তার পরপরই শত্রুর সামরিক কাফেলায় অতর্কিতে হামলা চালানো হতে থাকে। সামরিক সূত্রটি জানায়, সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত অতর্কিত এই হামলার ফলে সামরিক জান্তার ৭ সৈন্য এবং ৯ মিলিশিয়া সদস্য নিহত হয়েছে।

অপরদিকে স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্র বলছে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের সাথে যুক্ত যোদ্ধাদের একটি আঞ্চলিক দল এই হামলাটি চালিয়েছেন। এই হামলায় সেনাবাহিনীর অন্তত ১১ সৈন্য এবং মিলিশিয়াদের মধ্য থেকে অন্তত ১৫ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরও কয়েক ডজন।

উল্লেখ্য যে, আল-কায়েদার পশ্চিম আফ্রিকান শাখা, জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) সম্প্রতি এই অঞ্চলে সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে আক্রমণ চালাচ্ছেন।

বিশেষ করে গত বছর মালিতে ফ্রান্সের সামরিক উপস্থিতি শেষ হওয়ার সাথে সাথে মুজাহিদগণ মালি, বুরকিনা ফাসো ও পশ্চিম আফ্রিকার আরও কয়েকটি দেশে তাদের প্রভাব বলয় বাড়িয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ্। এর ফলে মালির ৭০ শতাংশ এবং বুরকিনা ফাসোর ৪০-৫০ শতাংশ এলাকার উপর একক নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে সরকারি বাহিনী। আর এসব এলাকায় আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট 'জেএনআইএম' প্রশাসন নিজেদের সক্রিয় করে তুলেছে, যেখানে তাঁরা ইতিমধ্যে একটি প্রশাসনিক কাঠামো দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ্।

১১ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

ভারতীয় আগ্রাসন || বিএসএফের গুলিতে পঞ্চগড়ে পাথর শ্রমিক আহত, ঝিনাইদহে যুবক নিহত

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলায় সন্ত্রাসী বিএসএফ-এর গুলিতে আরিফুল ইসলাম নামে এক তরুণ নিহত হয়েছেন। গত ৮ই ফেব্রুয়ারি ভোরে উপজেলার শ্যামকুড় ইউনিয়নের লড়াইঘাট সীমান্তে এই ঘটনা ঘটে। হত্যাকাণ্ডের পর লাশ নিয়ে যায় সন্ত্রাসী বিএসএফ।

নিহতের স্বজনেরা জানিয়েছেন, উপজেলার লড়াইঘাট সীমান্তে ভোরে হাঁসখালি পাখিউড়া ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা খুব কাছ থেকে টার্গেট করে গুলি চালায়। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই আরিফুলের মৃত্যু হয়। এ সময় আরও এক বাংলাদেশি যুবক গুলিবিদ্ধ হন। তখন তারা ভারত থেকে গরু আনতে গিয়েছিল।

অন্যদিকে, পঞ্চগড়ের বাংলাবান্ধা সীমান্তেও একই দিনে বিএসএফ-এর গুলিতে হুমায়ুন ফরিদ নামে এক পাথর শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন। পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার বাংলাবান্ধা ইউনিয়নের জায়গীরজোত-কদমতলা এলাকায় ৭৩২/১-এস পিলারের কাছে মহানন্দা নদীতে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আরেক পাথরশ্রমিক তরিকুল ইসলাম জানায়, 'আমি ও হুমায়ুনসহ একদল পাথর শ্রমিক সকাল সাড়ে ৮টার দিকে কদমতলা এলাকায় বাংলাদেশের সীমানার ভেতরে মহানন্দা নদী থেকে পাথর তুলতে গেলে বিএসএফ নিষেধ করে। তখন ফেরার সময় হঠাৎ বিএসএফ গুলি করলে হুমায়ূনের শরীরে গুলি লাগে। গুলিতে গুরুতর আহত অবস্থায় আমরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসি।

বাংলাদেশ সরকারের ভারতপ্রীতি ও নতজানু পররাষ্ট্র নীতির কারণে সন্ত্রাসী বিএসএফ-এর অত্যাচার শুধু সীমান্তেই বেড়েছে তা নয়, বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও তাদের নিপীড়ন দিন দিন বাড়ছে। দেশের সীমান্ত এলাকার মানুষ সর্বদায় আতঙ্কে দিন কাটায়। এমনকি অনেক জায়গায় জমিতে চাষাবাদ করতেও মানুষ ভয় পায়।

অথচ ভারতের লাখ লাখ লোক বাংলাদেশে কোন বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করছে। বাংলাদেশ থেকে ট্রানজিট নিচ্ছে। ভারতের কোন পশু-পাখিও যদি এ দেশে চলে আসে সরকার খুব যত্নসহকারে এটিকে ভারতে ফেরত দিচ্ছে। বিপরীতে কোন বাংলাদেশি মুসলিম যদি ভুলেও সীমান্ত পার হয়, তাকে গুলি করে হত্যা করছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা।

তথসূত্র:

১। মহেশপুর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নিহত- https://tinyurl.com/4w8zyzsv

২। বাংলাবান্ধা সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি আহত - https://tinyurl.com/m82x5hjr

---

আসামে বাল্যবিবাহের অভিযোগে মুসলিমদের গণগ্রেপ্তার

আসামে কথিত বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্র্যাকডাউন শুরু করেছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। গত ৩ ফেব্রুয়ারি এই গণগ্রেফতার শুরু হয়। এখন পর্যন্ত ৩ হাজার জনেরও বেশি লোকের সাথে ৫২ জন পুরুষ এবং কিছু মহিলাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ২৩ শে জানুয়ারি, রাজ্য সরকার এই বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।

এছাড়া পুলিশ প্রায় ৮ হাজার জনকে গ্রেফতারের তালিকা প্রস্তুত করছে। গ্রেফতারকৃতদের অধিকাংশই মুসলিম। মুসলমানদের বাল্যবিবাহ আইনে জেলে রেখে মানসিক, শারীরিক ও আর্থিকভাবে দুর্বল করা হচ্ছে, যা নিছক মুসলিম বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ।

ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ জিআইও-এর সভাপতি অ্যাড. সুমাইয়া রোশন বলেছেন, "এই পদক্ষেপটি নারী ও পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। রাতারাতি ৪ হাজারেরও বেশি FIR দায়ের করা হয়েছে এবং ৩ হাজার জনেরও বেশি গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যাদের বেশিরভাগই মুসলিম। যাদেরকে আটক করা হয়েছে, তাদের মধ্যে অনেকেই পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। ফলে তাদের আটক করার কারণে পরিবারগুলোতে আর্থিক অনটনের পাশাপাশি নানারকম সমস্যা দেখা দিয়েছে।

জামাত-ই-ইসলামী হিন্দের ছাত্র শাখা জিআইও-এর জাতীয় ফেডারেশন বলেছে, সরকারকে অবশ্যই মহিলাদের আবেদন শুনতে হবে। "সুখি পরিবারগুলিকে নষ্ট করে ফেলা উচিত নয়। পরিবারের উপার্জনকারী ব্যক্তিকে আটকে রেখে নারী ও শিশুদের অসহায় ছেড়ে দেওয়া কোনোভাবেই ভাল পদক্ষেপ হতে পারে না।"

"পিতা মাতারা তাদের সন্তানদের যেসময় কল্যাণকর মনে করেন তখনই বিয়ে দিয়ে থাকেন। আর ইসলাম ধর্মে বিবাহকে কোন বয়সের সাথে নির্দিষ্ট করেনি। ফলে মুসলিমরা প্রয়োজন দেখা দিলে বিয়ে করে নেন। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন এটাকেই মুসলিম নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে। কথিত বাল্য বিবাহের অভিযোগ তুলে হাজারো মুসলিমদের আটক করছে।"

গার্লস ইসলামিক অর্গানাইজেশন আসামে রাজ্যব্যাপী ক্র্যাকডাউনকে "অত্যন্ত লজ্জাজনক এবং নিন্দনীয়" বলে অভিহিত করে বলেছে। আসাম সরকারের এমন গণগ্রেপ্তার মুসলিমদের জীবিকা উপার্জনের জন্য হুমকিস্বরূপ। এমনিভাবে, বদরুদ্দিন আজমল বলেছেন - এটি সম্পূর্ণরূপে মুসলিমবিরোধী অভিযান। কারণ গ্রেপ্তারকৃতদের ৯০ শতাংশই মুসলিম।

একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, সন্তানকে কোলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে একজন নারী তার স্বামী ও বাবা-মায়ের মুক্তির জন্য প্রতিবাদ করছেন, তার সাথে আরেক নারী প্রতিবাদ করছেন কারণ তার যে ছেলেকে গ্রেফতার করা হয়েছে সে বাড়ির একমাত্র উপার্জনকারী ছিল।

এভাবেই হিন্দুত্ববাদীরা একের পর এক ধরে নতুন ইস্যু সামনে এনে মুসলিমদের উপর দমন পীড়ন চালিয়ে আসছে, প্রস্তুত করছে চূড়ান্ত মুসলিম গণহত্যার ক্ষেত্র।

তথ্যসূত্র:

----

1. Muslim people have been arrested as Assam cracks down on child marriages https://tinyurl.com/5arya3cm
2. This girl is crying at the police station because her parents have been arrested on the pretext of child marriage in Assam.Husband of Khushbu Begum of Salmara district died of Kovid and now she has committed suicide leaving 2 children in the world to save her parents. - https://tinyurl.com/3hzzmf2e

3. Badruddin Ajmal said - this is a completely anti-Muslim campaign because 90 percent of the arrests have been of Muslims. - https://tinyurl.com/444kz4bm

4. Indiscriminate arrests are not a solution to child marriage, said Girls Islamic Organisation while calling the state-wide crackdown in Assam "extremely shameful and condemnable."
- https://t.co/z20WQqSIiV

কাশ্মীরে মিলেছে মূল্যবান লিথিয়ামের সন্ধান, কে হবে লাভবান?

জম্মু-কাশ্মীরের রিয়াসি জেলায় প্রথমবারের মতো লিথিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে বলে বৃহস্পতিবারে জানিয়েছে ভারতের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (জিএসআই)। বিবৃতিতে জিএসআই জানিয়েছে যে, তারা রিয়াসি জেলায় ৫.৯ মিলিয়ন টন লিথিয়ামের সন্ধান পেয়েছে। জেলাটির সালাল-হাইমানা এলাকায় পাওয়া গেছে এটি।

লিথিয়াম অতি মূল্যবান একটি ধাতু। বিশেষভাবে রিচার্জেবল ব্যাটারি তৈরিতে ব্যবহৃত হয় এটি। এখন অধিকাংশ ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি শক্তি পাচ্ছে এই লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি থেকেই। লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির সাফল্য এত বেশি যে সবাই ধারণা করছেন, কিছুদিনের মধ্যে সব ইলেকট্রিক যন্ত্র চালিত হবে লিথিয়াম দিয়ে।

লিথিয়াম যে কেবল ব্যাটারি তৈরিতেই ব্যবহৃত হয়, তা নয়; বরং লিথিয়ামের চমতৎকার ভৌত, রাসায়নিক ও তড়িৎ-রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের জন্য নানান ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা হয়। এমনকি চিকিৎসা বিজ্ঞানেও মুড স্ট্যাবিলাইজিং ওষুধ বানাতে লিথিয়ামের ব্যবহার হয়। ডিপ্রেশন ও অন্যান্য কিছু মানসিক সমস্যার ক্ষেত্রেও অনেক সময় লিথিয়ামের ওষুধ ব্যবহৃত হয়।

এভাবে, বর্তমান শিল্প নির্ভর পৃথিবীতে লিথিয়াম এক মহামূল্যবান ধাতুতে পরিণত হয়েছে। এমনকি অনেকে একে স্বর্ণের চেয়েও দামি বলে অভিহিত করছেন। আর এই মহামূল্যবান ধাতুটির সন্ধান মিলেছে মুসলিমদের ভূমি কাশ্মীরে। কিন্তু এই মূল্যবান সম্পদ থেকে কাশ্মীরের মুসলিমরা কি কোন সুবিধা পাবেন? এই প্রশ্নের উত্তর সহজ। দখলদার হিন্দুত্ববাদী ভারতের লোভী, রক্তপিপাসু শাসকগোষ্ঠী কাশ্মীর থেকে এই মূল্যবান সম্পদ ছিনিয়ে নিতে মুখিয়ে আছে।

ভারত বর্তমানে ইলেক্ট্রনিক গাড়ি নির্মাণে গুরুত্ব দিচ্ছে। আর এজন্য তাদের লিথিয়ামের প্রচুর মজুদ প্রয়োজন। সেই চাহিদা এখন তারা কাশ্মীর থেকে পূরণ করবে।

তাছাড়া অনেক নিরপেক্ষ বিশ্লেষক এই দাবিও করেছেন যে, গত বছর শেষের দিকে ইহুদিবাদী ইসরাইলকে কাশ্মীরে কৃষি প্রকল্প চালু করার অনুমতি দিয়েছে ভারত মূলত এই লিথিয়াম খনিকে কেন্দ্র করেই।

কাশ্মীরের চাহিদা পূরণে তাদের আগ্রহ নেই, কাশ্মিরী মুসলিমদের প্রতি তাদের কোন দরদ নেই; কয়েক দশক ধরে চালানো হত্যাকাণ্ডে লক্ষাধিক কাশ্মীরি মুসলিমকে হত্যা, ধর্ষণ ও অন্যান্য নিপীড়নের মাধ্যমে দখলদার ভারত ইতিমধ্যে এই সত্য প্রমাণ করেছে। দিনের পর দিন লকডাউন দিয়ে কাশ্মীরিদের অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু বানিয়ে ফেলা হয়েছে।

এজন্য অনেকেই বলেন, ভারত কাশ্মীরের মাটি চায়, মানুষ না। তাই, কাশ্মীরের লিথিয়ামও যে হিন্দুত্ববাদী দখলদার ভারতের রক্তপিপাসু দৃষ্টি এড়াবে না, তা সহজেই অনুমেয়।

লেখক : সাইফুল ইসলাম

তথ্যসূত্র :

1. First Time In India, Lithium Reserves Found In Reasi: Confirms Geological Survey
- https://tinyurl.com/5d4dk98a
2. লিথিয়াম সোনার চেয়ে দামি
- https://tinyurl.com/wu43uhv8

নতুন রণকৌশলে আশ-শাবাব: আরও নতুন এলাকা বিজয়, আরও কোণঠাসা শত্রুরা

সম্প্রতি সোমালিয়ার নতুন এলাকা বিজয়ের দিকে মনযোগী হয়ে উঠেছে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব। আর তাতেই পশ্চিমা সমর্থিত বাহিনীর অবস্থা আরও টালমাটাল হতে শুরু করেছে।

বিজয়ের এই ধারাবাহিকতায় শাবাব মুজাহিদিন গতকাল ১০ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার থেকে মুদুগ রাজ্যের ওয়াসিল শহরের উপকণ্ঠে নতুন করে যুদ্ধ শুরু করেছেন। এই যুদ্ধে হারাকাতুশ শাবাবের বিজয় ঠেকাতে আকাশ পথে মার্কিন যুদ্ধবিমানগুলোো অংশ নেয় ইসলাম-বিরধি গাদ্দার সোমালি বাহিনীর পক্ষে, আর স্থলপথে অংশ নেয় তুর্কি ও মার্কিনীদের প্রশিক্ষিত সোমালি 'স্পেশাল' ফোর্সের মতো সোমালি সামরিক বাহিনীর ইউনিট।

পশ্চিমা ও তুর্কি সমর্থিত এই গাদ্দার বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে অঞ্চলটিতে পরপর ৬ বার প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রতিবারই তারা ব্যর্থ হয়ে যায়। সর্বশেষ, এই যুদ্ধে হারাকাতুশ শাবাবের হাতে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে সোমালি ও মার্কিন যৌথ বাহিনী ওয়াসিল শহরের কেন্দ্রের দিকে পালিয়ে যায়। সেই সাথে মুজাহিদগণ শহরটির 'ডোনলাইন' এলাকার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন আলহামদুলিল্লাহ্।

যুদ্ধের ফলাফল স্বরূপ শাবাব মুজাহিদিন নতুন এলাকা বিজয়ের পাশাপাশি, সোমালি স্পেশাল ফোর্সের ২ অফিসার সহ কম্পক্ষে ১০ সৈন্যকে হত্যা করেছেন; এছাড়া আরও কম্পক্ষে ১৮ গাদ্দার সৈন্য মুজাহিদদের হামলায় আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে মেজর ও কর্নেল পদমর্যাদার কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তাও রয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে গত ৮ ফেব্রুয়ারি, হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন দক্ষিণাঞ্চলীয় শাবেলি রাজ্যে আরও একটি সফল অভিযান চালিয়েছেন। ঐ অভিযানে সোমালি সামরিক বাহিনীর কম্পক্ষে ৩ সৈন্য নিহত এবং আরও অন্তত ৭ সৈন্য আহত হয়েছে। স্থানীয় সূত্রমতে, হামলাটি জাওহার শহরে সোমালি স্পেশাল ফোর্সের একটি সমাবেশস্থলে চালানো হয়, যার শুরুটা হয়েছিল পরপর দুটি বোমা বিস্ফোরণ ঘতানর মাধ্যমে।

হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা চলতি বছরে এখন পর্যন্ত সবচাইতে তাৎপর্যপূর্ণ ও সফল অভিযানটি পরিচালনা করেছেন গত ৫ ফেব্রুয়ারি; সোমালিয়ার উত্তরাঞ্চলিয় পুন্টল্যান্ডের সানাগ অঞ্চলের কয়েকটি এলাকা ঘিরে সেদিন তীব্র হামলা চালান মুজাহিদগণ। জানা যায়, উত্তরাঞ্চলীয় এই এলাকাটি সবসময়ই আশ-শাবাবের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি এলাকা; ইয়েমেনের ইডেন উপসাগরের সাথে যুক্ত এই এলাকাটি কৌশলগতভাবে খুবই গুরুত্ব বহন করে। এই সমুদ্র-পথেই আশ-শাবাব সবচাইতে বেশি অস্ত্র আদান-প্রদান করে থাকে। তাছাড়া আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথে সরাসরি যোগাযোগের জন্য এই এলাকাটি শাবাবের জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটি এলাকা।

স্থানীয় সূত্রমতে, সম্প্রতি এই অঞ্চলে হামলার পরিধি বাড়িয়েছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব। প্রতিরোধ যোদ্ধারা অঞ্চলটির লাসকোরা ও আলায়ো জেলা এবং দুরদুরি এলাকায় তাদের নতুন এই যুদ্ধ শুরু করেছেন। শাবাব যোদ্ধারা সপ্তাহের প্রথম ২দিনের তীব্র লড়াইয়ের মাধ্যমেই দুরদরি এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ফেলেছেন আলহামদুলিল্লাহ্; এলাকাটি অনেকটাই পাহাড় ও ঘন বন-জঙ্গলে ঘেরা, আর একেবারেই সমুদ্র-লাগোয়া একটি গহীন এলাকা। সূত্রমতে, এলাকাটির ভূ-প্রকৃতি শাবাব মুজাহিদিনের লক্ষ্য অর্জন ও যুদ্ধ চালিয়ে নেওয়ার জন্য উপযুক্ত একটি এলাকা।

বর্তমানে হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা উত্তরাঞ্চলের গুরত্বপূর্ণ বাকি দুটি জেলা বিজয়ের লক্ষ্যে ভারী হামলা চালাচ্ছেন বলে জানা গেছে। আর এই যুদ্ধে পুন্টল্যান্ড প্রশাসনকে সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে ভারী মূল্যের দেওয়ার পাশাপাশি হারাতে হচ্ছে অসংখ্য সৈন্যিকও।

এমন পরিস্থিতিতে পুন্টল্যান্ড প্রশাসন জরুরি ভিত্তিতে বোসাসো এলাকা হয়ে যুদ্ধের ময়দানে ভারী অস্ত্র শস্ত্র পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবং একটি সামরিক কনভয় উক্ত এলাকার দিকে পাঠানোও হয়। কিন্তু কনভয়টি পথিমধ্যেেই শাবাবের মাইন বিস্ফোরণের কবলে পড়ে, যাতে উচ্চপদস্থ এক অফিসার সহ অসংখ্য সৈন্য নিহত হয়, ধনশ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় শত্রুদের বিপুল সংখ্যক সামরিক সরঞ্জাম।

বিশ্লেষকদের সর্বশেষ মতামত হচ্ছে, শাবাব মুজাহিদিন তাদের যুদ্ধ-কৌশলে বড় পরিবর্তন আনছেন। তাঁরা বর্তমানে শহর কেন্দ্রীক যুদ্ধকে কৌশলগতভাবে গুরত্বপূর্ণ গ্রাম ও উপকূলীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। সেই সাথে এই যুদ্ধকে শুধু দক্ষিণ ও কেন্দ্রীয় সোমালিয়ায় আবদ্ধ না রেখে, দক্ষিণ থেকে নিয়ে উত্তর সোমালিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত করছেন।

এর মাধ্যমে আশ-শাবাব সোমালি গাদ্দার বাহিনী ও পশ্চিমা বাহিনীকে বিক্ষিপ্ত করে ফেলার চেষ্টা করছে, সেই সাথে ইডেন উপসাগর হয়ে ইয়েমেনে আল-কায়েদার সাথে সংযোগ আরও শক্তিশালী করার জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

প্রতিবেদক : ত্বহা আলী আদনান

১০ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

হিন্দুত্ববাদী সহিংসতার শিকার বৃদ্ধ মুসলিম বিচার পাননি দেড় বছর ঘুরেও

৪ জুলাই, ২০২১। হিন্দুত্ববাদী ভারতের উত্তরপ্রদেশে ঘটে এক ঘৃণ্য ইসলাম বিদ্বেষী ঘটনা। নয়ডার ৩৭নং পুলিশ চৌকি থেকে কিছুটা দূরে হঠাৎই ৬২ বছর বয়সী কাজিম আহমেদের উপর হামলা করে চার হিন্দু গুণ্ডা। বৃদ্ধ কাজিমকে টেনে হিঁচড়ে একটি গাড়ির ভিতরে উঠানো হয়। সেখানে তাকে মারধর করে, তার দাঁড়ি টেনে ছিড়ে ফেলে ঐ উগ্র হিন্দুরা। এই মুসলিম বৃদ্ধকে দিয়ে জোরপূর্বক মুসলিম বিরোধী স্লোগান দেওয়ানো হয়।

এই ঘটনার প্রায় দেড় বছর পর গত ১৫ জানুয়ারি, ২০২৩ এ উচ্চ আদালতের চাপে পরে এফআইআর গ্রহণ করে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ। সিনিয়র অ্যাডভোকেট হুজেফা আহমাদি, কাজিমের পক্ষে উপস্থিত হয়ে এফআইআর দাখিল করেছেন।

হুজেফা আহমাদি বলেন, ঘটনার পরপরই কাজিম আহমেদ নয়ডার নিকটস্থ থানায় উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করে। তবে তিনি মুসলিম হওয়ায় পুলিশ তার অভিযোগের ব্যাপারে কোনো গুরুত্ব দেয়নি; এমনকি তা নথিভুক্তও করেনি। পরবর্তিতে কাজিম আহমেদকে সুপ্রিম কোর্টে যেতে হয়েছে।

ভিকটিম কাজিম আহমেদ বলেন, "প্রথমে তারা অস্বীকার করে যে এই ঘটনাটি আদৌ ঘটেছে কিনা? তাই তারা আমার অভিযোগ এফআইআর নথিভুক্ত করেনি। ঘটনার এক বছর পর, ২০২২ সালের জুলাই মাসে ইউপি রাজ্য প্রশাসন তার বিরুদ্ধে পাল্টা একটি মিথ্যা মামলার অভিযোগ আনে। এরপর কেস ডায়েরি উপস্থাপনের নির্দেশ দেয় আদালত। আদালতের কেস ডায়েরি তৈরির আদেশ দেওয়ার পরেই, ঘটনার দেড় বছর পরে এফআইআরটি

নথিভুক্ত করা হয়। তবে এখনও তারা এফআইআরটি কয়েকটি দুর্বল ধারায় লিপিবদ্ধ করেছে। ফলে অভিযুক্তরা খুব সহজেই জামিন পেয়ে যাবে। আর শাস্তি পেলেও নামমাত্র শাস্তি পাবে।"

তিনি আরও বলেন, "তারা এখনও ঘটনার কোন তদন্ত করে নি, কোন চেষ্টাও করেনি। তাদের কাছ থেকে আমরা কী তদন্ত আশা করতে পারি? আইনের ন্যূনতম শাসন হল এফআইআর নথিভুক্ত করা। কিন্তু তারা এটাও করেনি। ঘটনার দেড় বছর পর এফআইআর নিলেও সমস্ত কঠোর শাস্তির ধারা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এফআইআর বলছে ঘটনাটি ঘৃণামূলক অপরাধ, কিন্তু অতিরিক্ত হলফনামায় তারা বলেছে এটা কোনো ঘৃণামূলক অপরাধ নয়... মোট কথা, বিচার করার কোনো ইচ্ছাই তাদের নেই।"

হিন্দুত্ববাদী ভারতে এভাবেই প্রশাসনের প্রত্যক্ষ ছায়াতলে উগ্র হিন্দুরা মুসলিমদের উপর চালিয়ে যাচ্ছে নির্যাতন ও সহিংসতা।

তথ্যসূত্র:

----

1. FIR on hate crime against Muslim man registered after 1.5 years: SC expresses 'distress' at UP Police laxity - https://tinyurl.com/mrydswfr

---

০৯ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

মধ্যপ্রদেশে মসজিদে যাওয়ার পথে ইমামকে হিন্দুত্ববাদীদের ছুরিকাঘাত

মধ্যপ্রদেশে মসজিদে যাওয়ার পথে একজন সম্মানিত ইমামকে ছুরিকাঘাত করেছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা। গত ৫ ফেব্রুয়ারি রবিবার, মধ্যপ্রদেশের খান্ডোয়ায় মসজিদে যাওয়ার পথে পাঁচ হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী মসজিদের ইমামসাহেব সহ দুই মুসলিমকে ছুরিকাঘাত করে।

হামলা চালানোর মাস্টারমাইন্ড ছিল উগ্র হিন্দু রাজা রাঠোর। হামলাকারীরা নরাধম রাজা রাঠোর ইমাম সাহেবের চোখে মরিচের গুঁড়া নিক্ষেপ করে এবং বুকে ছুরিকাঘাত করে। পালিয়ে যাওয়ার সময় তালহার বুকেও ছুরিকাঘাত করে ঐ হিন্দু সন্ত্রাসী। হামলায় গুরুতর আহত হওয়ার পর ইমাম হাফেজ শেখ হুযাইফা এবং বিশ বছর বয়সী মুসলিম যুবক মোহাম্মদ তালহাকে নিকটবর্তী ইন্দোরে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ইমাম সাহেব জানিয়েছেন, "আমি আমার বাইকে করে মসজিদে নামাজের ইমামতি করতে যাচ্ছিলাম। তারা ৪ থেকে ৫ জন হিন্দু ছেলে ছিল। তারা অআমাদের উপর ছুরি নিয়ে অতর্কিত হামলা করে। আমি এটা কল্পনাও করতে পারিনি তারা আমাদের উপর হামলা করবে।"

https://twitter.com/HindutvaWatchIn/status/1622371271190233091?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1622371271190233091%7Ctwgr%5Ee8ce45e60722469a75b28740e78a426f043852db%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmaktoobmedia.com%2F2023%2F02%2F07%2Fmosque-imam-muslim-youth-stabbed-by-hindu-men-in-madhya-pradesh%2F

ইমাম হুজাইফা এবং মোহাম্মদ তালহা, দুজনেই বুকে গুরুতর আঘাত পেয়েছেন।

বিশ্লেষকগণ জানিয়েছেন, হিন্দুত্ববাদী নেতা ও ধর্মগুরুদের মুসলিম বিদ্বেষী বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সাধারণ হিন্দুরাও এখন মুসলিমদের উপর হামলা করছে। তারা প্রকাশ্যভাবেই মুসলিমদের হত্যার করার জন্য আহ্বান করে আসছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Mosque imam stabbed by Hindu men in Madhya Pradesh on his way to mosque (Maktoob Media) - https://tinyurl.com/5n8u5wny

---

টিটিপির বীরত্বপূর্ণ ইস্তেশহাদী হামলায় নাপাক বাহিনীর ৩২ সৈন্য হতাহত

পাকিস্তানে পশ্চিমাদের ক্রীড়নক গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর হামলা অব্যাহত রেখেছেন জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মুজাহিদগণ। এসব হামলায় প্রতিনিয়ত বহু গাদ্দার সৈন্য হতাহত হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, গত ৫ ফেব্রুয়ারি কোয়েটা বিমানবন্দরের একটি সামরিক চেকপোস্টের কাছে একটি ইস্তেশহাদী হামলা চালিয়েছেন টিটিপি মুজাহিদিন। ইস্তেশহাদী কমান্ডো ফোর্সের সদস্য শহীদ মনসুর বিলাল (রহ.) গাদ্দার সেনাবাহিনী ও এফসি বাহিনীর একটি কনভয় টার্গেট করে শহিদী হামলাটি চালিয়েছেন। এতে সামরিক বাহিনীর তিনটি গাড়ি ধ্বংস হয়েছে। সেই সাথে উচ্চপদস্থ এক সেনা কর্মকর্তাসহ ১০ সৈন্য এবং আরও ২০ এফসি সদস্য হতাহত হয়েছে।

বরকতময় এই হামলার একদিন পর ৬ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের শাকতোই সীমান্তে অবস্থিত একটি সেনা পোস্টে আরও একটি সফল হামলা চালিয়েছেন টিটিপির প্রতিরোধ যোদ্ধারা। একজন বীর মুজাহিদ তার স্নাইপার রাইফেল দিয়ে ঐ সেনা পোস্টের দুই সৈন্যকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।

শোক সংবাদ || ইয়েমেনে মার্কিন ড্রোন হামলায় আল-কায়েদা শীর্ষ কমান্ডারের শাহাদাত

সম্প্রতি ইয়েমেনের মারিব প্রদেশে একটি গাড়ি লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসী আমেরিকা। এতে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনীর ৩ জন বীর মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেছেন বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, গত ৩০ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে ইয়েমেনের মারিব প্রদেশের সামদাহ এলাকায় একটি গাড়ি লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে, গাড়িটি উক্ত এলাকার আল-হাইরা গ্যাস স্টেশনের কাছে আসলে সন্ত্রাসী অ্যামেরিকার ড্রোন হামলার শিকার হয়। সূত্রমতে এসময় গাড়িতে থাকা ৩ জন যাত্রীই শহীদ হয়েছেন।

সরকারি সূত্র জানায়, হামলার শিকার ব্যক্তিরা ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্'র সদস্য ছিলেন। যাদের মাঝে প্রতিরোধ বাহিনীর গুরত্বপূর্ণ সামরিক কমান্ডার এবং বোমা ও বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ হাসান আল-হাদরামীও (আবুল খাইর) ছিলেন। এই হামলায় তাঁর ভাইও শাহাদাত বরণ করেছেন বলে দাবি করা হয়েছে।

এদিকে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট আল-মালাহিম মিডিয়া সূত্র এক ফটো রিপোর্টে কমান্ডার আবুল খাইর (রহি.)-এর শাহাদাতের তথ্য নিশ্চিত করেছে। তবে এসময় অন্য কোন মুজাহিদ হতাহত হয়েছেন কিনা তা বলা হয় নি।

জানা যায় যে, শহীদ কমান্ডার আবুল খাইর হারামাইনের (সৌদিআরব) নাগরিক। তিনি আল-কায়েদার একজন গুরত্বপূর্ণ সামরিক কমান্ডার ও বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাকে শহীদ করতে ইতিপূর্বে আরও ৩ বার হামলা চালানো হয়েছিল। শাহাদাতের পূর্বে তাকে লক্ষ্য করে সর্বশেষ হামলাটি চালানো হয় গত বছরের ৩০ নভেম্বর, এই হামলা থেকে তিনি আল্লাহর রহমতে বেঁচে যান এবং সামান্য আহত হন।

এদিকে স্থানীয় মিডিয়া সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, এই আক্রমণটি মার্কিন AGM-114 হেলফায়ার ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা করা হয়েছে, যা R9X নামে পরিচিত। ইতিপূর্বে সিরিয়া এবং আফগানিস্তানে বহুবার এই একই ধরনের অস্ত্র দিয়ে আল-কায়েদা মুজাহিদদের টার্গেট করেছে সন্ত্রাসী আমেরিকা।

---

১২ ঘন্টার ব্যবধানে CIA-এর ৩ গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে হত্যা করলো আশ-শাবাব

সময়ের সাথে সাথে যেন সোমালিয়ার জিহাদ আরও তীব্র আকার ধারণ করছে। একদিকে পশ্চিমা সমর্থিত সরকার তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়ছে, অপরদিকে প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাব সোমালিয়া জুড়ে ইসলামি

ইমারাত প্রতিষ্ঠার জন্য লড়ছেন। আর এই লক্ষ্য সোমালিয়ায় নিয়োজিত পশ্চিমাদের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের টার্গেট করে হত্যা করতে শুরু করেছে হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।

স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন গতকাল ৮ ফেব্রুয়ারি বুধবার, মাত্র ১২ ঘন্টার ব্যবধানেই রাজধানী মোগাদিশুতে ২টি সফল হামলা চালিয়ে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা CIA এবং সোমালি সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা মোট ৩ গাদ্দারকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছেন।

হারাকাতুশ শাবাবের স্পেশাল ফোর্সের সদস্যরা প্রথম দফায় তাদের সুনির্দিষ্ট অপারেশনটি পরিচালনা করেন রাজধানীর ড্রাকিনলি জেলায়। এই হামলায় 'সান্দেরি এবং মাহদ আভদেরি' নামক দুই মুরতাদ নিহত হয়, যারা উভয়ই পশ্চিমা সমর্থিত মুরতাদ সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলো। একই সাথে তারা ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টেলিজেন্স (সিআইএ) বিভাগের গুরত্বপূর্ণ কর্মকর্তা, জুবাল্যান্ডের প্রতিমন্ত্রী এবং পার্লামেন্টের ডিপুটি হিসেবে দায়িত্বরত ছিলো।

এরমধ্যে মুরতাদ "সান্দেরি" মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার জন্য গুপ্তচর নিয়োগের ক্ষেত্রে আমেরিকানদের কাছে গুরত্বপূর্ণ কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিত ছিলো। সে জুবা রাজ্যে হারাকাতুশ শাবাবের বিরুদ্ধে কয়েক ডজন গুপ্তচর নিয়োগও করেছিল। তাবে আমেরিকার জন্য দুঃখজনক হলো, হারাকাতুশ শাবাবের গোয়েন্দা বিভাগ এই গুপ্তচরদের বেশিরভাগ সদস্যকেই বন্দী করতে পেরেছেন এবং বাকিদেরকে দ্রুত আটক করার জন্য অনুসরণ করে যাচ্ছেন।

হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন তাদের দ্বিতীয় সফল অভিযানটি চালান রাজধানীর হুদান জেলায়। এখানে হারাকাতুশ শাবাবের শিকারে পরিণত হয় "আভদেরি ডেলবি" নামক আরও এক মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। সেও সান্দেরির মতো সিআইএর জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করতো এবং মুসলিমদের সম্পর্কে আমেরিকাকে তথ্য প্রদান করতো। আমেরিকার এই গোলাম সোমালি পুলিশের কথিত অপরাধ তদন্ত বিভাগের সদস্য ছিলো।

আলহামদুলিল্লাহ, হারাকাতুশ শাবাবের বীর যোদ্ধারা সান্দেরী, ডেলবি এবং মাহদ আফদেরিদেরকে তাদের পাওনা বুহিয়ে দিয়ে বৈশ্বিক কুফরি শক্তি আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র গালে চপেটাঘাত করেছেন।

উল্লেখ্য যে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন মুসলিম জাতির অখণ্ডতা রক্ষা করতে, ইসলামি শরিয়াহ্ বাস্তবায়ন করতে, ক্রুসেডার ও তাদের সমর্থিত গাদ্দার সরকারি বাহিনী এবং অন্যান্য ইসলামবিরোধী শক্তি থেকে মুসলমানদের আবাস রক্ষা করতে পবিত্র জিহাদ চালিয়ে আসছেন। আর এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে হারাকাতুশ শাবাব প্রশাসন মুসলমানদেরকে শত্রু ঘাঁটি, সদর দফতর এবং সরকারি অফিস থেকে নিরাপদ দূরে থাকতে বলছেন। কেননা এসব স্থানগুলো হারাকাতুশ শাবাবের দুঃসাহসী হামলাগুলোর প্রধান টার্গেটে পরিণত হয়ে থাকে।

০৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

গণহত্যামূলক বক্তৃতা প্রচার করায় মিডিয়াকে দিল্লি পুলিশের নোটিশ, বক্তৃতাকারিদের নয়

উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে একেরপর এক উসকানিমূলক বক্তৃতা দিয়ে মুসলিম গণহত্যার মাঠ প্রস্তুত করছে। খোদ ভারতের রাজধানী দিল্লিতে পুলিশ প্রশাসনের নাকের ডগায় বসে হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু হিন্দুত্ববাদী পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। বরং তাদের গণহত্যামূলক বক্তৃতা কভার করার জন্য মিডিয়াকে দিল্লি পুলিশ নোটিশ দিয়েছে।

নয়াদিল্লির যন্তর মন্তরে পার্লামেন্ট চলাকালীন মুসলিম ও খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে একজন হিন্দু পুরোহিত গণহত্যায় উসকানিমূলক বক্তৃতা প্রদান করে। আশ্চর্যজনকভাবে, সেই বক্তৃতাদানকারী উগ্র হিন্দু নেতাকে রেখে সেই সংবাদ প্রচার করার জন্য দিল্লি পুলিশ অনলাইন মিডিয়া মলিটিক্সকে একটি নোটিশ পাঠিয়েছে।

ডিসিপি নয়াদিল্লির টুইট করা নোটিশটি হল:

"দেখা যাচ্ছে আপনি আপত্তিকর, বিদ্বেষপূর্ণ এবং উস্কানিমূলক পোস্ট করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করছেন। দিল্লি জেলার সাইবার পুলিশ স্টেশন, নোডাল এজেন্সি ১৪৯ সিআরপিসি ধারার অধীনে আপত্তিকর, বিদ্বেষপূর্ণ এবং উস্কানিমূলক বার্তা পোস্ট করার জন্য এ মিডিয়ার বিরুদ্ধে নোটিশ জারি করেছে। যা আইনশৃঙ্খলায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।"

অর্থাৎ হিন্দুরা গণহত্যার প্রকাশ্য আহব্বান জানিয়ে ক্ষেত্রবিশেষে তা শুরুও করে দিতে পারবে, কিন্তু সেই খবর প্রচার করলে বিশ্বব্যাপী সমালোচনা হবে, আর মুসলিম নিধনযজ্ঞ চালিয়ে অখণ্ড ভারত বাস্তবায়নের কাজ কিছুটা বাধাগ্রস্ত হবে। তাই পুলিশ উগ্র হিন্দুদের মিশন বাস্তবায়ন সহজ ও নির্বিঘ্ন করতে মিডিয়াকে খবরদার করছে। সহজ ব্যাখ্যা করলে বিষয়টা অনেকটা এমনই দাঁড়ায় না কি?

নোটিশে আরো বলেছে, এমনটি করা থেকে আপনাকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা না করলে আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানের অধীনে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থার জন্য দায়ী থাকবেন।

https://twitter.com/moliticsindia/status/1622262049232543744?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1622262049232543744%7Ctwgr%5E8993eef957ce2459d859a278ee9b1016167a780b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fhindutvawatch.org%2Fdelhi-police-notice-to-media-for-covering-genocidal-speech-no-action-against-hate-mongers-maktoob-media%2F

গত ৫ জানুযারি রবিবার রাজধানী দিল্লির যন্তর মন্তরে একটি ‘ধর্ম সংসদ’ বা হিন্দু সংসদে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিম ও খ্রিস্টানদের হত্যার আহ্বান জানিয়েছে। সেই সমাবেশে উগ্র হিন্দু সুরজ পাল আমু, কেউ ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানাতে বাধা দিলে, সহিংসতা চালানোর আহ্বান জানিয়েছে।

মহামন্ডলেশ্বর স্বামী ভক্ত হরি সিং বলেছে, "শুধু ফল কাটার ছুরি রাখলে চলবে না। বাড়িতে আধুনিক অস্ত্র রাখুন। মুসলমান ও খ্রিস্টানদের হত্যা করুন। এক হাতে অস্ত্র এবং অন্য হাতে ধর্মগ্রন্থ রাখুন।"

মলিটিক্সের শেয়ার করা ভিডিওটিতে হরি সিংয়ের বক্তৃতাই দেখানো হয়েছে। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী পুলিশ গণহত্যামূলক বক্তৃতাকারিদের না ধরে তাদের ভিডিও পোস্ট করার জন্য মিডিয়াকে নোটিশ দিয়েছে।

হিন্দুত্ববাদী ভারতে হিন্দুরা যা ইচ্ছে বলবে, করবে কিন্তু অন্যরা বাধা দিলে কিংবা প্রতিবাদ করলে, এমনকি সচেতনতামূলক প্রচার করলেও গণহত্যা চালানোর হুমকি দেওয়া হচ্ছে। গণহত্যা বাস্তবায়নের সকল ধাপ বাস্তবায়ন করে হিন্দুত্ববাদীরা এখন চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Delhi Police notice to media for covering genocidal speech, no action against hate-mongers (Maktoob Media) - https://tinyurl.com/57rp5fub

2. Barely 2 km from Parliament, Hindutva gathering urges killing of Muslims and Christians (Maktoob Media) - https://tinyurl.com/2p8k6bfz

---

কাশ্মীরে ইহুদিদের আদলে ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে দখলদার ভারত

সম্প্রতি কাশ্মীরের শ্রীনগর এলাকায় ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে দখলদার ভারত। আগাম কোন নোটিশ ছাড়াই উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে তারা। ইতোমধ্যেই বাড়িঘর, দোকানপাট ও শপিংলসহ অন্তত শতাধিক স্থাপনা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। শুধু শ্রীনগরেই নয়, কাশ্মীরের আরও কয়েকটি এলাকায় এমন অভিযান শুরু করেছে দখলদার কর্তৃপক্ষ।

রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি দখল করে এসব স্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে বলে দাবি সন্ত্রাসী ভারতের। তবে কাশ্মীরি মুসলিমরা জানিয়েছেন, এগুলো ভারতের প্রহসন আর সাজান মিথ্যা। বরং যেসব স্থাপনা গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে, এসকল জায়গার বৈধ কাগজপত্র রয়েছে তাদের হাতে। তা সত্ত্বেও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে হিন্দুত্ববাদী দখলদার ভারত।

গত ৪,৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি চারটি বুলডোজার জম্মুর সুঞ্জয়ান, বাথিন্ডি ও মল্লিকমার্কেট এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালালে স্থানীয়রা ক্ষিপ্ত হয়ে পাথর নিক্ষেপ করে প্রতিরোধ করে। ফলে সন্ত্রাসীরা যন্ত্রপাতি ফেলে রেখেই পালিয়ে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই শত শত সেনা উপস্থিত হয়ে আবারো দোকানপাট ও শপিংমল এবং অন্যান্য স্থাপনা গুড়িয়ে দেয়।

এদিকে ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সাথে দিল্লিতে বৈঠক করে অধিকৃত কাশ্মীরের গভর্নর মনোজ সিনহা। এর একদিন পরই সে কাশ্মীরে ফিরে যায়। এবং সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জানায় কাশ্মীরে উচ্ছেন অভিযান চলমান থাকবে। আর এরপর থেকে গ্রেফতার অভিযানও পরিচালান করছে তারা। অবৈধ উচ্ছেদ অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় এখন পর্যন্ত ৯ জন কাশ্মীরি মুসলিমকে গ্রেফতার করেছে দখলদার ভারত। যাদের বেশিরভাগই উচ্ছেদ অভিযানের ভুক্তভোগী।

তথ্যসূত্র:

----

1. Following Israeli formula, India's Modi regime bulldozing Muslim houses in Kashmir! - https://tinyurl.com/2nb677x8

2. Encroachments: Bulldozers Continue Rolling in Kashmir and Jammu - https://tinyurl.com/yszhm2yx

---

এবার কেনিয়ায় শাবাবের হামলা: ২২ ক্রুসেডার হতাহত, ৯টি শত্রুযান ধ্বংস

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কেনিয়ার লামু এবং মান্দিরা অঞ্চলে সামরিক উপস্থিত বাড়িয়েছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। শাবাব প্রতিরোধ যোদ্ধাদের এই উপস্থিতির ফলে সেখানে কেনিয়ান সামরিক বাহিনীতে হতাহতের ঘটনা বাড়ছে বলেও জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, গত ৬ ফেব্রুয়ারি সোমবার দেশটির উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় মান্দিরা রাজ্যের "আইল কালো" অঞ্চলেও হামলার ঘটনা ঘটেছে। শাবাব যোদ্ধারা রাজ্যটির দেমসি এবং লাফি এলাকা হয়ে সামরিক বাহিনীর একটি ঘাঁটি ঘিরে অতর্কিতভাবে হামলাটি চালান। এই হামলার ফলে কেনিয়ান বাহিনীর অসংখ্য সৈন্য নিহত এবং আহত হয়। তবে দেশটির সামরিক সূত্র এই হামলায় মাত্র ৪ সৈন্য আহত হওয়ার কথা স্বীকার করেছে।

এর আগে উপকূলীয় লামু অঞ্চলেও কেনিয়ার সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে আরও একটি সফল আক্রমণ চালিয়েছেন শাবাব মুজাহিদিন।

আশ শাবাবের সেনা কমান্ডের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, মুজাহিদদের বিস্তৃত ও অতর্কিত ঐ হামলার ফলে ১৮ কেনিয়ান সেনা হতাহত হয়েছে। এসময় মুজাহিদগণ সামরিক বাহিনীর ব্যবহৃত ট্রাক এবং যানবাহন সহ ৯টি গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছেন।

গোটা পূর্ব-আফ্রিকা অঞ্চলের বাতিল শক্তিই এখন শাবাব মুজাহিদিনের ভয়ে কম্পমান। শত্রুহৃদয় আল্লাহ্‌র বান্দাদের ভয়ে সৃষ্ট এই কম্পন এবং মুজাহিদদের নির্ভীক অগ্রাভিযান ভবিষ্যৎ বড় বিজয়ের পটভূমি রচনা করছে বলেই মনে করেন ইসলামি বিশ্লেষকগণ।

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || ফেব্রুয়ারি ১ম সপ্তাহ, ২০২৩ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2023/02/08/62255/

০৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র || জানুয়ারি, ২০২৩ঈসায়ী ||

https://alfirdaws.org/2023/02/07/62250/

হিন্দুরাষ্ট্র নির্মাণে বাধা দিলে মুসলিমদের হত্যা করার হুমকি

সুরেশ চাভানকের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হলে কিংবা কেউ ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানাতে বাধা দিলে, সহিংসতা চালানোর আহ্বান জানিয়েছে বিজেপির হরিয়ানার প্রধান মিডিয়া সমন্বয়কারী সুরজ পাল আমু।

ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য দিল্লিতে শপথ নেওয়ার জন্য চাভানকের বিরুদ্ধে ঘৃণাত্মক বক্তৃতা দেওয়ার মামলা করেছিলেন মুসলিমরা। দীর্ঘ ছয় মাস পেরিয়ে গেলেও দিল্লি পুলিশ মামলাটির ব্যপারে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। এরই মাঝে নতুন করে ঘৃণাত্মক বক্তৃতা ও ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর শপথ গ্রহণ করে আবারো আলোচনায় আসে চাভানক; উঠে তার বিচারের দাবি। তবে বিচারের দাবির বিরুদ্ধে দিল্লির যন্তর মন্তরে হিন্দুত্ববাদীরা গত ৫ জানুয়ারী একটি সমাবেশ করেছে।

সেই সমাবেশে সুরজ পাল আমু, সুরেশ চাভানকের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হলে (এমনকি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারাও) কিংবা কেউ ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানাতে বাধা দিলে, সহিংসতা চালানোর আহ্বান জানিয়েছে।

একই সমাবেশে উগ্র হিন্দুত্ববাদী বালাজি ধাম শিশু মণ্ডল দিল্লির প্রদীপ খটকার মুসলমানদের গণহত্যার আহ্বান জানিয়েছে। সে বলেছে, "মুসলিমদের কবে মারবেন, বাড়িতে অস্ত্র রাখবেন, ছুরি চলবে না, এক হাতে অস্ত্র আর অন্য হাতে ধর্মগ্রন্থ"।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের নগরে অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠানে সুরেশ চাভানকে মুসলিম বিদ্বেষী বক্তৃতা দেয়। এই বক্তৃতায় শুধু ঘৃণা প্রচার করেই সে ক্ষান্ত হয়নি, ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর শপথ গ্রহণের মাধ্যমে হিন্দু জাতিকে উসকে দিয়েছে। সুরেশ চাভানক জোর দিয়ে বলছে "কোন চালে রে কোন চালে? হিন্দু রাষ্ট্রকে লিয়ে চালে? (হিন্দু রাষ্ট্রের জন্য কে কে অগ্রসর হবেন?)। "আরে লানা হোগা লানা হোগা, হিন্দু রাষ্ট্র লানা হোগা (আমাদের আনতে হবে, হিন্দু রাষ্ট্র আনতে হবে।)"

তথ্যসূত্র:

----

1. In the heart of Delhi, Hindu supremacists are calling for the slaughter of Muslims. - https://tinyurl.com/8x7znkec

2. At a rally held in support of Suresh Chavhanke, Hindu far-right leaders and priests delivered hate speeches calling for violence against Muslims. - https://tinyurl.com/yan82ave

---

'জয় শ্রী রাম' শ্লোগান দিয়ে "সাম্প্রদায়িক অপশক্তি" রুখতে চায় বাংলাদেশের হিন্দুরা!

গত ৪ ফেব্রুয়ারি শনিবার ঢাকা মহানগর নাট্যমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় 'জাতীয় হিন্দু সম্মেলন', যার শ্লোগান ছিল উগ্র হিন্দুত্ববাদী আরএসএসের 'জয় শ্রীরাম' ও 'হিন্দু স্বার্থে এক মত'। হিন্দু মহাজোটের সভাপতি বিধান বিহারী গোস্বামীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় সম্মেলনটি।

ভারতে মুসলিম গণহত্যার প্রতীক হয়ে উঠা আর.এস.এস-এর শ্লোগান 'জয় শ্রীরাম', এর সাথে যুক্ত হয়েছে 'হিন্দু স্বার্থে এক মত' এই শ্লোগান। তবে হিন্দু নেতাদের ভাষ্য, এই শ্লোগান দিয়ে তারা বাংলাদেশের কথিত "সাম্প্রদায়িক অপশক্তি"র বিরুদ্ধে রাজনৈতিক-সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছে।

তবে, কথিত 'সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধের আহ্বান' সম্বলিত এই সম্মেলনে ভারতের উগ্রপন্থী হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি এবং পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সাবেক সভাপতি দিলীপ ঘোষের উপস্থিতি তাদের এই দাবির সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান প্রকাশ করছে। এটা তাদের গোপন অভিসন্ধি কিছুটা হলেও প্রকাশ করে দিয়েছে।

এখানে প্রশ্ন হলো, এই কথিত "সাম্প্রদায়িক অপশক্তি" কে বা কারা? বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু নেতারা কাদেরকে সাম্প্রদায়িক মনে করেন এই দেশে? এদেশের ৯২ ভাগ নাগরিক মুসলিম; ধর্মপ্রাণ এই গোটা মুসলিম সমাজকে এবং সম্মানিত আলেমসমাজকেই কি টার্গেট করা হচ্ছে না এই কথিত "সাম্প্রদায়িক অপশক্তি" ট্যাগ ব্যবহার করে?

বাংলাদেশ বিরোধী বক্তব্যের জন্য কুখ্যাতি পাওয়া দিলীপ ঘোষের মতো কট্টরপন্থী হিন্দুত্ববাদী নেতার উপস্থিতিতে অন্যান্য উগ্র হিন্দুত্ববাদী বক্তারাও ইসলামবিদ্বেষী মনোভাব প্রকাশ করেছে।

এই সম্মেলনে জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনুও উপস্থিত ছিল, যে সম্মানিত আলেম-ওলামাদের নিয়ে প্রকাশ্যে কটূক্তি করার জন্য কুখ্যাত। চরম সাম্প্রদায়িক একটি গোষ্ঠীর জাতীয় সম্মেলনে শরীক হয়ে হাসানুল হক ইনু বলেছে, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে, সাম্প্রদায়িকতার আলখাল্লা পড়ে মানুষকে বিভক্ত করা হচ্ছে।"ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা করবে না, ভাগ করবে না, বৈষম্য করবে না। সব পাড়ায় বাঙালি দেখতে চাই, সব পাড়ায় মানুষ দেখতে চাই।"

সে আবার সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করার দাবি জানিয়েছে। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাঙালি হয়ে যুদ্ধ করেছে মন্তব্য করে জাসদ সভাপতি বলে, "মুক্তিযোদ্ধারা জয় বাংলা বলে আত্মাহুতি দিয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ব্যর্থতা যে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে, সাম্প্রদায়িকতার আলখাল্লা পড়ে মানুষকে বিভক্ত করা হচ্ছে।"

অর্থাৎ, 'বাংলাদেশের হিন্দুরা নির্যাতিত'- এই ন্যারেটিভ দাড় করিয়ে হিন্দুত্ববাদী ভারতের বাংলাদেশ দখলের যে প্রকল্প, তার সমর্থন ও সম্প্রসারণের যথেষ্ট উপাদান মজুদ ছিল এই উগ্র হিন্দু সমাবেশে।

সম্মেলনে জাতীয় হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব গোবিন্দ প্রামাণিকও উপস্থিত ছিল, যাকে বাংলাদেশে বিজেপির প্রতিনিধি ও পৃষ্ঠপোষক বলে বিবেচনা করা হয়। সে প্রকাশ্যে বাংলাদেশকে অখণ্ড ভারতের অংশ করার প্রার্থনা করে এবং প্রয়োজনে মুসলিমদের পেটে ত্রিশূল ঢুকিয়ে দিতে সাধারণ হিন্দুদের আহব্বান জানিয়ে কুক্ষাতি অর্জন করেছে।
ধর্মীয় সংখ্যাতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে সংসদে আসন নির্ধারণের দাবি জানিয়েছে বিজেপির বাংলাদেশের এই পৃষ্ঠপোষক। সে আরও বলেছে, "পাকিস্তান যখন গঠন করা হয় তখনও বাংলাদেশে হিন্দু ছিল ৩৩ শতাংশ। সেটা বর্তমানে কমতে কমতে এখন ৭.৯ শতাংশে নেমেছে। সেসময় পাকিস্তানের সংসদে হিন্দু এমপি ছিল ৭২ জন, বর্তমানে সেটা কমতে কমতে ১৬ জনে নেমেছে। কিন্তু দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলা হলেও কোনো হিন্দু এমপি এর প্রতিবাদ করেননি।"

অথচ শতকরা হার কমলেও এদেশে হিন্দুদের মোট সংখ্যা বেড়েছে- এ কথা হিন্দু বক্তারা ও তাদের সহযোগিরা সবসময় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এড়িয়ে যায়। আর এই শতকরা হার কমার পেছনে প্রধান কারণ হলো- এদেশের হিন্দুরা এদেশে কাজ করে টাকা-পয়সা জমা করে ভারতে গিয়ে স্থায়ী হওয়ার প্রবণতা এবং হিন্দুদের নিম্ন জন্মহারের তুলনায় মুসলিমদের উচ্চ জন্মহার- এই অকাট্য বিষয়গুলোও কৌশলে গোপন করা হয়।

আরেকটি অবাক করা বিষয় হলো, হিন্দুদের এই উগ্রবাদী সম্মেলনে সারাদেশ থেকে আগত হিন্দু মহাজোটের চার হাজার নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের জন্য মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেছে বসুন্ধরা গ্রুপ। তারাও কি তাহলে ইতিমধ্যে হিন্দুত্ববাদের এক বড় পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হয়েছে?

জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা এবং সালমা ইসলামও এই হিন্দু সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখে। তারাও হয়তো দেশের টাল-মাটাল পরিস্থিতিতে দিল্লীর 'আশীর্বাদ' নিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে।

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে বাঙ্গালি মুসলিম জাতি যখন একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে, ঠিক সেই সময়ে এদেশে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি-আরএসএসের দেশি-বিদেশি পৃষ্ঠপোষকদের এমন প্রকাশ্য আস্ফালন (সম্মেলনের নামে) কোন অশুভ চক্রান্তেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। সার্বিক পরিস্থিতির গতিপ্রকৃতির আলোকে বিষয়টি সচেতন মুসলিমদের গভীরভাবে ভেবে দেখা উচিৎ। আসন্ন বিপর্যয় মোকাবেলায় তাই শ্রেণি-দল ও মত নির্বিশেষে সকল মুসলিমেরই এখন অন্তত আদর্শিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রস্তুতি নেওয়া জরুরী হয়ে পড়েছে।

লেখক : আবু আব্দুল্লাহ

তথ্যসূত্র :

১। হিন্দুত্ববাদী আরএসএস-এর শ্লোগান জয় শ্রীরাম শীরে ধারণ করে সাম্প্রদায়িক অপশক্তি প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা

- https://tinyurl.com/2p9t5ue3

বুরকিনান বাহিনীতে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের অতর্কিত হামলা: নিহত ২৬ শত্রু সেনা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পশ্চিম আফ্রিকার একাধিক দেশে সামরিক অপারেশনের পরিধি বাড়িয়েছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। আর প্রতিরোধ যোদ্ধাদের এসব হামলার অন্যতম একটি ভূমিতে পরিণত হয়েছে মালি সীমান্ত সংলগ্ন দেশ বুরকিনা ফাসো।

স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, গত মাসের শেষ দশকে দেশটির উত্তরাঞ্চলে বুরকিনান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি সশস্ত্র হামলার ঘটনা ঘটেছে। অতর্কিত এসব হামলায় দেশটির সামরিক বাহিনীর অন্তত ১৩ সেনা সদস্য নিহত এবং আরও ৬ এর বেশি সৈন্য আহত হয়েছে।

এরমধ্যে সবচাইতে সফল অতর্কিত আক্রমণটি চালানো হয় গত ২৯ জানুয়ারি। হামলাটি উত্তর বুরকিনা ফাসোর নাইজার সীমান্তের সেনো প্রদেশের ফালাগাউন্টু এলাকায় সামরিক বাহিনীর একটি দলকে টার্গেট করে চালানো হয়েছিল।

অতর্কিত এই আক্রমণের ফলে, বুরকিনা ফাসোর জান্তা সরকার সমর্থিত সামরিক বাহিনীর ১০ সৈন্য ও ২ মিলিশিয়া নিহত হয়। সেই সাথে আরও ৫ সেনা আহত হয় এবং বাকিরা পালিয়ে যায়। এসময় সেনাদের অনেক অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম জব্দ করতে সক্ষম হন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

দ্বিতীয় সফল আক্রমণটি চালানো হয় গত ২৭ জানুয়ারি। হামলাটি দেশের ইয়াগ অঞ্চলের সিবা গ্রামে চালানো হয়েছিল। এখানেও সামরিক বাহিনী ও তাদের সহযোগী মিলিশিয়াদের একটি অবস্থান লক্ষ্য করে অতর্কিত হামলা চালান ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এই হামলায় বুরকিনান বাহিনীর অন্তত ৮ সৈন্য নিহত হয় এবং আরও কয়েক ডজন সৈন্য আহত হয়ে পালিয়ে যায়।

উক্ত অভিযান শেষে ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা সামরিক বাহিনী থেকে ১০টি ক্লাশিনকোভ, ২০টি মোটরসাইকেল, ১টি গাড়ি, ১টি দুশকা, ১টি পিস্তল, ৩টি আরপিজি এবং ২৫ বাক্স বুলেট গণিমত লাভ করেন আলহামদুলিল্লাহ্।

দেশটির সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে তৃতীয় হামলাটি চালানো হয় গত ২৪ জানুয়ারি। এদিনও ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা দিদগোর এলাকায় বুরকিনান সেনাবাহিনীর উপর অতর্কিত হামলা চালান। এই হামলায় বুরকিনান সেনাবাহিনীর অন্তত ১ সৈন্য নিহত এবং আরও কতক সৈন্য আহত হয়েছে।

এই অভিযানেও সামরিক বাহিনী থেকে ২টি মোটরসাইকেল, ১টি আরপিজি, ১টি ক্লাশিনকোভ জব্দ করেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন এর মিডিয়া সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, জেএনআইএম' মুজাহিদরাই বরকতময় এই হামলাগুলি পরিচালনা করছেন। তবে এসব হামলার সময় শত্রুর গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন ৫ জন মুজাহিদও।

تقبلهم الله في الشهداء كما نحسبهم والله حسيبهم

০৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

হামা গণহত্যা: মুসলিম ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়

সিরিয়ার হামা শহরে মুসলিদের ইতিহাস এক বেদনাময় ইতিহাস। আজ থেকে একচল্লিশ বছর পূর্বে সিরিয়ার তৎকালীন কুখ্যাত স্বৈরশাসক শাসক হাফিজ আল আসাদ সুন্নি মুসলিমদের ওপর চালায় এক নারকীয় গণহত্যা।

সময়টি ছিল ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। বর্বরোচিত এ গণহত্যায় প্রায় ৪০ হাজার সুন্নি মুসলিম নিহত হয়। এবং গ্রেফতার করা হয় লক্ষাধিক মুসলিমকে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ১৫ হাজার মুসলিমকে নিখোঁজ করে ফেলে নুসাইরি বাহিনী।

হাফেজ আল-আসাদ বর্তমান সিরিয়ার কসাই খ্যাত স্বৈরশাসক বাশার আল-আসাদের পিতা। বাশার আল-আসাদ ও তার গোষ্ঠীর লোকেরা নুসাইরি। এরা ইসনা আশারিয়া শিয়াদের একটি উপগোষ্ঠী। নুসাইরি সম্প্রদায় সবচেয়ে নিকৃষ্ট শিয়া সম্প্রদায়। পেশাগতভাবে এরা হচ্ছে গুপ্তঘাতক দল। এই গোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাসও বড়ো বৈচিত্রময়। তারা যে ধরনের নামাজ পড়ে তাতে সেজদা নেই। এরা মূর্তি, বন-প্রকৃতির পূজা করে। তাদের ধর্মের প্রবর্তক মুহাম্মদ ইবন নুসাইর আন-নুমাইরি ছিল অগ্নিপূজক। সে ইহূদি, নাসারা, হিন্দু ও অন্যান্য জড়বাদী ধর্মের পণ্ডিত ছিল। এসব ধর্মমতের সংমিশ্রণে সে একটি নতুন ধর্ম প্রবর্তন করে যার নাম 'নুসাইরিয়্যাত'।

হযরত আলি (রা.)-কে এরা ইলাহ মনে করে। আলির দিকে সম্পৃক্ত করে এদের 'আলাবি'ও বলা হয়। নুসাইরিদের আকিদা-বিশ্বাস অত্যন্ত জঘন্য পর্যায়ের। তারা মুসলিমদের ওপর নির্দয় নির্যাতন করে এই আশায় যে, এ জন্য তাদেরকে অধিক সওয়াব দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে যার ভূমিকা যতো বেশি হবে তার সওয়াবও ততো বেশি হবে।

ইতিহাসে দেখা যায়, নুসাইরিরা তাতারি ও ক্রুসেডারদের সাহায্য করেছে, ইসলামি খেলাফত ব্যবস্থা ধ্বংসে ইন্ধন যুগিয়েছে এবং নির্বিচারে মুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশু-বৃদ্ধকে হত্যা করেছে। সিরিয়াতে ফরাসি উপনিবেশের সময় ফরাসিরা এদেরকে 'আলাবি' বলে ডাকতো। 'আলাবি'দের বিশ্বাস হচ্ছে, আলি (রা.)-এর মধ্যে আল্লাহতায়ালা প্রবেশ করেছেন। নাউযুবিল্লাহ!

সিরিয়ায় ফরাসি ম্যান্ডেটের সময় সুন্নিদের থেকে পৃথক হয়ে ভিন্ন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল আলাউইরা। হাফেজ আল-আসাদের পিতাও ছিলো এরকমই একজন আলাউই নেতা। ১৯৩৬ সালে ৮০ জন বিশিষ্ট আলাউই ব্যক্তির সাথে ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়ে আলাউইদের জন্য পৃথক একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আবেদন করেছিল হাফেজ আল-আসাদের পিতা।

আলেপ্পো, দামাস্কাস, এবং হোমস পরে সিরিয়ার চতুর্থ বৃহত্তম শহরে হামা। দেশটির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এর অবস্থান। হামা শহরটি ছিল সুন্নি মুসলিম অধ্যুষিত একটি এলাকা। অভ্যুত্থান, পাল্টা-অভ্যুত্থান ও একের পর এক ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে ১৯৭০ সালে সিরিয়ার দখল করে নুসাইরি হাফিজ আল-আসাদ। ক্ষমতা দখলের পর থেকেই সুন্নি মুসলিমদের নিজ ক্ষমতার প্রধান অন্তরায় ভাবতে শুরু করে সে। এবং সুন্নি মুসলিমদের দমন করতে শুরু করে।

মুসলিমদের দমন করার জন্য গ্রেফতার ও হত্যা করাকে প্রাথমিক হাতিয়ার হিসেবে গ্রহন করে হাফেজ আসাদ। অন্যদিকে হামা শহরটি সুন্নি অধ্যুষিত এবং মুসলিম ব্রাদারহুদের শক্ত অবস্থান ছিলো। ফলস্বরুপ এলাকাটি হাফেজ আল-আসাদের মূল টার্গেটে পরিণত হয়। শুরু হয় গণগ্রেফতার। এর প্রতিবাদে স্থানীয় মুসলিমরা প্রতিবাদ করে। প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে মুসলিমদের ওপর হামলা শুরু করার জন্য নিজ বাহিনীকে নির্দেশ জারি করে সন্ত্রাসী হাফেজ আল-আসাদ।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের তথ্য মতে, নুসাইরি হাফিজের সৈন্যরা ১০ ভাগে বিভক্ত হয়ে হামলা চালায় হামা শহরে। একযোগে গণহত্যা চালানো হয় বাড়িঘর ও কারাগারে বন্দি মুসলিমদের ওপর। মাত্র একদিনেই হত্যা করা হয় অন্তত ১ হাজার কারাবন্দী মুসলিমকে। এরপর তাদের লাশ ফেলে দেয়া হয় কারাগারের পার্শ্ববর্তী কবরস্থানে।

মুসলিম ব্রাদারহুডের কর্মীদের গ্রেফতার করার অযুহাত দেখিয়ে বাড়িঘরেও চালানো হয় হামলা ও গ্রেফতার অভিযান। প্রতিক্রিয়ায় স্থানীয় মুসলিম ব্রাদারহুডের সামরিক শাখার কর্মীরাও প্রতিরোধ হামলা শুরু করে। যার ফলে এলাকাটিতে ঘটনাপ্রবাহ একটি গৃহযুদ্ধের মোর নেয়। তবে মুসলিম বিদ্বেষী নুসাইরি বাহিনী পুরো এলাকাকে অবরুধ করে ফেলে। গণবিধ্বংসী যান দিয়ে গণহত্যা চালানো হয় শহরজুরে। হত্যা করা হয় অন্তত ৪০ হাজার মুসলিমকে।

এভাবে মুসলিমদের গণহারে হত্যা করে সিরিয়ায় নিজের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করে হাফেজ আল-আসাদ। হাফেজ আল-আসাদের মৃত্যুর পর তার পুত্র বাশার আল-আসাদও একই ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কসাই বাশার আল-আসাদ তার পিতাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। গত ১১ বছর ধরে সে লাখ লাখ সুন্নি মুসলিমকে হত্যা করেছে, এবং বর্তমানেও তা অব্যাহত রয়েছে।

আর মিডিয়া এই শিয়া ও নুসাইরিদের সাথে পশ্চিমাদের যত দ্বন্দ্বের কথাই প্রচার করুক না কেন, বাস্তবতা হচ্ছে ইরাক-সিরিয়া সহ যেসকল স্থানেই পশ্চিমারা মুসলিমদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে, সেখানেই পশ্চিমা আগ্রাসনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সুবিধাভোগী হয়েছে শিয়া-রাফেজি-নুসাইরিরাই।

যুগ যুগ ধরে এভাবেই মুসলিমদের রক্ত ঝরছে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে। মুসলিম বিরোধী এ আগ্রাসন প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা কোন ভাবেই শেষ বা বন্ধ হবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আরাকান, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, পূর্ব-তুর্কিস্তান সর্বত্রই একই অবস্থা। সর্বত্রই মাজলুমানদের কান্নার আওয়াজ শুনা যাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে মুসলিম জাতিকে মুক্তি পেতে অবশ্যই ফিরে আসতে হবে কারআন সুন্নায় বর্ণিত পদ্ধতিতে। অন্যথায় এ উম্মাহর নির্যাতন ও লাঞ্ছনা দিনকে দিন এভাবেই বাড়তে থাকবে।

লিখেছেন : ইউসুফ আল-হাসান

তথ্যসূত্র :

1. Today is the 41th anniversary of the massacre committed by the criminal Hafez al-Assad after his forces surrounded the city of Hama, Syria
- https://tinyurl.com/yjtycsth
2. Breaking the silence over Hama atrocities
- https://tinyurl.com/yxydtmpt

3. নুসাইরি/আলাবীয় সম্প্রদায়
- https://tinyurl.com/3tp3t7my
4. নুসাইরিয়া একটি ভ্রান্ত সম্প্রদায়
- https://tinyurl.com/39hhj63m

০৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

মুসলিমদের নিয়ে হিন্দুত্ববাদী ধর্মগুরু রামদেবের প্রোপাগান্ডামূলক বক্তৃতা

ভারতের কুসংস্কারবাদী ধর্মব্যবসায়ী ও যোগগুরু রামদেব মুসলিমদের নিয়ে প্রোপাগান্ডামূলক বক্তৃতা দিয়েছে। সে বলেছে, "মুসলিমরা সকালের নামাজ পড়ে। তারপর আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করুন, তোমার ধর্ম কি কি করতে বলে?" পরে সে নিজেই এর উত্তর দিয়ে ইসলাম ও মুসলিমদের নিয়ে প্রোপাগান্ডা ছড়াতে থাকে। ইসলাম নাকি বলে(!) "শুধু দিনে পাঁচবার নামাজ পড়, তারপর যা মনে আসে তাই করো। হিন্দু মেয়েদের তুলে নিয়ে যা পাপ করতে চাও তাই করো।"

গত ৪ জানুয়ারী সোস্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত নিউজ ও ভিডিও থেকে জানা যায়, বারমের জেলা সদর থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে তারাত্রায় একটি হিন্দু সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার সময় রামদেব এরকম মুসলিম বিদ্বেষী মন্তব্য করে।

সে আরও বলেছে, 'মুসলিম সমাজের অনেক লোক এটা করে, কিন্তু তারা নামাজ পড়ে। তারা সন্ত্রাসী ও অপরাধী যাই হোক, অবশ্যই নামাজ আদায় করে। তারা ইসলামের অর্থ বোঝে শুধু নামাজ পড়া। সেটাই শেখানো হয়।'

অতঃপর রামদেব নানা কুসংস্কারে পরিপূর্ণ সনাতনি ধর্মের গুণগান গেয়ে বলে, "কিন্তু হিন্দু ধর্ম সেরকম নয়।" সে বলেছে, মুসলিমদের'এমন স্বর্গ নরকের চেয়েও খারাপ'। 'সনাতন ধর্মের এজেন্ডা হল ব্রাহ্ম মুহূর্তে ভোরে ঘুম থেকে উঠে ভগবানের নাম জপ করা, তারপর যোগাসন করা। আপনার মূর্তি পূজা করে ভাল কাজ করুন। হিন্দু ধর্ম ও সনাতন আমাদের এটাই শিক্ষা দেয়। কিভাবে জীবনটা ভালোভাবে কাটানো যায়? কিভাবে সৎ জীবন যাপন করা যায়? আমাদের আচরণে, কাজে সততা থাকা উচিত। সনাতন ধর্ম এই সব শিক্ষা দেয়- হিংসা, মিথ্যা, মারামারি না করতে।'

অথচ, ইসলাম কখনোই এ শিক্ষা দেয় না যে শুধু নামায পড়ে যা খুশি তাই করতে পারবে। বরং ইসলাম সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা দেওয়ার হুকুম দিয়েছে। এ সত্য তারা ভালভাবেই জানে। তবুও শুধু মুসলিম বিদ্বেষ ছড়াতেই উগ্র হিন্দু নেতারা এমন প্রোপাগান্ডামূলক বক্তৃতা দিয়ে থাকে।

হিন্দুত্ববাদী রামদেবের এই মুসলিম বিদ্বেষী বক্তব্যের পর মুসলিম সমাজে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় সমাজকর্মী মোহাম্মদ আমিন বলেছেন, "রামদেব এ ধরনের বক্তব্য দিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত এবং সমাজে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ভাঙার চেষ্টা করছেন। আমি রামদেবের বিরুদ্ধে মামলা করব।"

হিন্দুত্ববাদী ভারতে রামদেবের মত ধর্মগুরু এবং হিন্দুত্ববাদী নেতারা প্রকাশ্যে ইসলামের প্রতি ঘৃণা ছড়াচ্ছে। এবং বাস্তবতা হল তারা সকলেই মোদী ও বিজেপির বন্ধু। একারণে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে কোন ধরণের ব্যবস্থা নেয় না। ইসলামের প্রতি সর্বদা ঘৃণা ছড়ানোটাই তাদের মূল কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Baba Ramdev recently remarked in a program meeting that, "Read Namaz 5 times, pick up Hindu girls and do whatever sin you want, this is what Muslims are taught." - https://tinyurl.com/2p9eaw9p

---

ফের সুরেশ চাভানকের ঘৃণাত্মক বক্তৃতা ও ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর শপথ গ্রহণ

উগ্র হিন্দুত্ববাদী সুরেশ চাভানকে ঘন ঘন মুসলিমবিদ্বেষী বক্তৃতা দিয়ে ঘৃণা উস্কে দেওয়ার জন্য কুখ্যাত। সে তার সুদর্শন নিউজ চ্যানেলের মাধ্যমে বিদ্বেষ ছড়ানো ছাড়াও, হিন্দুত্ববাদী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে উসকানিমূলক বক্তৃতা দেয়।

সম্পতি উসকানিমূলক বক্তৃতার নতুন দুটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। মহারাষ্ট্রের নগরে অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠানে সুরেশ চাভানকে মুসলিম বিদ্বেষী বক্তৃতা দেয়। এই বক্তৃতায় শুধু ঘৃণা প্রচার ক্ষান্ত হয়নি, ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর শপথ গ্রহণের মাধ্যমে হিন্দু জাতিকে উসকে দিয়েছে।

প্রথম ভিডিওতে দেখা গেছে, সুরেশ চাভাঁনকে জোরে বলছে "কোন চলে রে কোন চলে? হিন্দু রাষ্ট্র কে লিয়ে চলে (আসুন হিন্দু রাষ্ট্রের জন্য অগ্রসর হই)। "আরে লানা হোগা লানা হোগা, হিন্দু রাষ্ট্র লানা হোগা (আমাদের আনতে হবে, হিন্দু রাষ্ট্র আনতে হবে।)"

পরে সে মুসলিমদের "শূকর" বলে গালি দেয় এবং বলে, "আমার কি মারাঠিতে কথা বলা উচিত? 'শূকররা' মারাঠি বোঝে না, তাই আমি মাঝে মাঝে হিন্দিতে কথা বলব"। তারপরে সে তার মুসলিমফোবিয়া ছড়াতে শুরু করে এবং বলেছে, সাদা চাদরে দেওয়া প্রতিটি রুপি আপনার সাদা কাফনের ব্যবস্থা করবে, সাবধান।

ভারতের রাজধানী দিল্লিতে সে হিন্দু যুব বাহিনীর সদস্যদের (সিএম যোগী আদিত্যনাথের দল) ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে রূপান্তর করার শপথ করিয়েছিল। সেই শপথের কথা উল্লেখ করে সে বলেছে, গত কয়েকদিন আগে আমি

দিল্লিতে হিন্দু রাষ্ট্রের শপথ নিয়েছিলাম। উল্লিখিত শপথে আমরা বলেছিলাম যে প্রয়োজনে আমরা মারব, এবং প্রয়োজন হলে মরব।

দীর্ঘ ৫ মাস পেরিয়ে গেলেও সুরেশ চাভানঙ্কের বিরুদ্ধে এখনও এফআইআর নথিভুক্ত করেনি দিল্লি পুলিশ। খোদ ভারতের সর্বোচ্চ আদালতকে আক্রমণ করে চাভানকে বলেছে, "কোন কেহ রাহা হ্যায়? দেশ কে সুপ্রিম কোর্ট মে কাহা জা রাহা হ্যায়। কেয়া হিন্দু রাষ্ট্র কি শপথ লেনা অপরাধ হ্যায়? (এটা কে বলছে? এটা দেশের সর্বোচ্চ আদালতে বলা হচ্ছে। হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শপথ নেওয়া কি অপরাধ?) হিন্দু জনতাকে "না" বলতে শোনা যায়।

সে আরো বলেছে, পুনে জেলার রায়রেশ্বর মন্দিরে আসুন, আমরা শপথ নেব। একই অপরাধের জন্য আমাদের কতবার শাস্তি দেবেন? এই শপথ নেওয়ার জন্য আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেও সুরেশ চাভানকে আরেকবার জন্ম নেবে, এবং হিন্দু জাতির হয়ে শপথ নেবে।

প্রকাশ্যে মুসলিম নির্মূলের ঘোষণা দিয়ে উগ্র হিন্দু নেতারা মুসলিম মুক্ত ভারত প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত ধাপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মুসলিমরা যদি এখনো সচেতন না হয়, কিংবা নিজেদের জান-মাল-ইজ্জত-আব্রুর হেফাজতের ফিকির শুরু না করে, তাহলে হয়তো তাদেরকে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখিন হতে হবে বলেই মনে করেন বিশ্লেষকগণ।

তথ্যসূত্র:

----

1. Chavhanke indulges in hate speech again, encourages audience to take oath for "Hindu Rashtra" with him (Sabrang) -https://tinyurl.com/3tyb26t4

2. Suresh Chavhanke Administers Oath to Make India 'Hindu Rashtra', BJP MLA Present – https://tinyurl.com/4kz8b269

3. CM Yogi Adityanath's group took pledge to convert India into a Hindu Rashtra. – https://tinyurl.com/23sk522e

---

নিরপরাধ কাশ্মীরি যুবককে ৪ বছরের কারাদণ্ড দিলো দখলদার ভারত

কাশ্মীরি প্রতিনিয়ত নিরীহ মুসলিমদের গ্রেফতার করছে দখলদার ভারত। নিজেদের দখলদারিত্ব বজায় রাখতেই গুম ও খুনের পাশাপাশি গ্রেফতার আগ্রাসন জারি রেখেছে দেশটি। মুসলিমদের গ্রেফতারের ক্ষেত্রে কোন কারণ প্রয়োজন হয় না ভারতের, শুধুমাত্র 'সন্দেহ' হলেই হয়। যাকে ইচ্ছা তাকেই যখন খুশি গ্রেফতার করে পরে কোন বিচারকার্য ছাড়াই আটকে রাখছে বছরের পর বছর।

এমনই একজন ভুক্তভুগী যুবক দাউদ আহমাদ দার। কাশ্মীরের কুলগাম জেলার আশমুজি এলাকার বাসিন্দা তিনি। গত ৪ বছর আগে (২০১৮ সালে) কোন কারণ ছাড়াই গ্রেফতার হন তিনি। পরবর্তীতে তাঁকে স্বাধীনতাকামী হিসেবে অভিযুক্ত করে দখলদাররা। এবং কোন বিচার ছাড়াই গত চার বছর আটকে রেখে গতকাল (৪ ফেব্রুয়ারি) তাঁকে আবারো চার বছরের বেশি কারাদণ্ড প্রদান করে ভারতের একটি আদালত। সেইসাথে ৫ হাজার ভারতীয় রুপি জরিমানাও করে তাকে, জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

অন্যদিকে গতকাল (৩ ফেব্রুয়ারী) দুই শিশুসহ ৬ কাশ্মীরি যুবককে গ্রেফতার করে দখলদার ভারত। তাদেরকেও কাশ্মীরের কুলগাম এলাকায় রাস্তায় তল্লাশী চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়। এরপর অভিযোগ আনা হয় তারা মুজাহিদিন।

ফিলিস্তিনের মুসলিমদের উপর ইহুদি আগ্রাসনের মতো কাশ্মীরেও ঠিক একই কায়দায় নির্যাতন চালাচ্ছে দখলদার ভারত। মুসলিমদের রক্ত যেন সস্তা হয়ে গিয়েছে সবার জন্য। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য তাই মুসলিম জাতিকে কোরআন সুন্নাহতে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণের আহ্বান জানিয়ে আসছেন হকপন্থী আলেম-উলামাগণ।

তথ্যসূত্র:

----

1. Indian NIA's court sentences youth to over 4 years imprisonment in IIOJK -https://tinyurl.com/2m5ywkve

2. Indian police arrest six innocent Kashmiris in Kulgam

-https://tinyurl.com/yc2a6sj8

০৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেতার দাম্ভিক স্বীকারোক্তি: 'মুহাম্মদ ফাসিলকে আমরাই হত্যা করেছি'

কর্ণাটকে ভিএইচপির উগ্র হিন্দু নেতা শরণ পাম্পওয়েল প্রকাশ্যে স্বীকারোক্তি দিয়েছে, আমাদের কর্মীরা মুহাম্মদ ফাসিলকে খুন করেছে। গত ২৯ জানুয়ারি রবিবার, কর্ণাটকের তুমাকুরুর উল্লালে ভিএইচপি-র শৌর্য যাত্রা সমাবেশে সুরথকলে মুহাম্মদ ফাজিলকে খুন করার কথা স্বীকার করেছে শরণ পাম্পওয়েল।

উল্লালে ভিএইচপি-র শৌর্য যাত্রাকে সম্বোধন করে সে বলেছে, "হিন্দুরা গুজরাটে তাদের শক্তি দেখিয়েছে এবং এটি কোনও গণহত্যা নয়, প্রতিশোধ। প্রয়োজনে আবারও গুজরাটের মত শক্তি দেখাতে প্রস্তুত বজরং দল।" "গুজরাটে হিন্দুরা কেউ হাত বেঁধে ঘরে বসে থাকেনি। তারা সবাই রাস্তায় নেমে এসেছিল। তারা মুসলিমদের

প্রতিটি ঘরে ঢুকেছে। ঊনপঞ্চাশ জন করসেবক নিহত হলেও প্রতিশোধ হিসেবে কতজন মুসলিমকে মারা হয়েছে তার হিসাব এখনও পাওয়া যায়নি। অনুমান করা হয় প্রায় ২,০০০ নিহত হয়েছে। এটা হিন্দুদের সাহসিকতা।”

উল্লেখ্য, সুরথকলের কাটিপাল্লার মঙ্গলাপেটের বাসিন্দা, মোহাম্মদ ফাসিলকে ২৮ জুলাই ২০২২ সালে সুরথকলের একটি দোকানের সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা খুন করেছিল।

সেই ২৩ বছর বয়সী মুসলিম যুবকের হত্যার কথা উল্লেখ করে, পাম্পওয়েল বলেছে, “বিজেপির নেতা প্রবীণ নেত্তারু হত্যার প্রতিশোধ নিতে সুরথকালে আমাদের কর্মীরা মোহাম্মদ ফাসিল হত্যা করেছিল। হত্যাকাণ্ডটা বিচ্ছিন্ন জায়গায় নয়, একেবারে খোলা বাজারে। আপনারা যারা হত্যার ভিডিওটা দেখেছেন তারা জানেন কতটা নৃশংসভাবে তাকে মারা হয়েছে। এটা হিন্দু যুবকদের শক্তি।”

অথচ, নেত্তারু হত্যার সাথে মোহম্মদ ফাসিলের কোন ধরণের যোগ সূত্রও ছিল। শুধু মাত্র মুসলিম হওয়ায় প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে হিন্দুরা তাকে খুন করেছে।

মোহম্মদ ফাসিল হত্যার অর্ধ বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হলেও হিন্দুত্ববাদী পুলিশ অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনেনি।

ভিএইচপি নেতা শরণ পাম্পওয়েলের স্বীকারোক্তির পর মোহম্মদ ফাসিলের বাবা উমর ফারুক ছেলে হত্যার বিচার পাওয়ার আশায় এ নেতাকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশকে অনুরোধ করেছে। ৩০ জানুয়ারী সোমবার ম্যাঙ্গালুরুতে পুলিশ কমিশনারের কাছে জমা দেওয়া একটি স্মারকলিপিতে ফারুক বলেছেন, “শরণ পাম্পওয়েলের কাছে আমার ছেলের মৃত্যুর বিষয়ে আরও তথ্য রয়েছে। তাই অবিলম্বে তাকে গ্রেফতার করা উচিত।”

তথ্যসূত্র:

----

1. We killed Fazil to avenge Nettaru's death, says VHP leader (The Indian Express) - https://tinyurl.com/y7cs83zy

2. Mangaluru: Murdered Muslim youth's father files complaint after VHP leader's controversial speech (News9Live)

- https://tinyurl.com/2p8bm3nh

3. Karnataka VHP Leader Defends Gujarat Riots, Murder of Surathkal Muslim Youth (The Quint)

- https://tinyurl.com/2yy2zavu

জায়নবাদী আগ্রাসন || এক মাসে ৩৫ ফিলিস্তিনিকে খুন

সম্প্রতি ফিলিস্তিনে দখলদার ইসরাইলের হামলা বেপরোয়া রূপ লাভ করেছে। গত জানুয়ারিতে সন্ত্রাসী বাহিনীর গুলিতে ৩৫ ফিলিস্তিনি মুসলিম খুন হয়েছেন। আর গত এক দশকের মধ্যে ২০২২ সালে সবচেয়ে বেশি আগ্রাসন চালিয়েছিল ইসরাইল। তবে চলতি বছর যেভাবে আগ্রাসন শুরু করেছে ইহুদিরা তা অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে ভয়াবহ।

বরাবরের মতো এবারও ফিলিস্তিনিদের খুন করেই ক্ষান্ত হয়নি দখলদাররা, ধ্বংস করে দিয়েছে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের ৫৫টি বাড়ি। গ্রেফতার করা হয়েছে শতাধিক ফিলিস্তিনিকে।

এছাড়াও গত মাসে ইসরাইলি বিমানগুলো বর্বরোচিত হামলা চালিয়েছে অবরুদ্ধ গাযা উপত্যকায়। চলতি ফেব্রুয়ারি মাসের ২ তারিখ আবারো বিমান হামলা চালানো হয়। গোটা ফিলিস্তিন জুড়েই এখন দখলদার সন্ত্রাসীদের হামলা আর ধ্বংসযজ্ঞ। ঘরে বা বাইরে কোথাও নিরাপত্তা পাচ্ছে না ফিলিস্তিনি মুসলিমরা। প্যালেস্টাইন ওয়াল অ্যান্ড সেটেলমেন্ট রেজিস্ট্যান্স কমিশন এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, গত জানুয়ারিতে অন্তত ৭০০টি হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরাইল।

যুগ যুগ ধরে চলছে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপর বর্বর ইসরাইলের এমন রুটিন মাফিক আগ্রাসন। কথিত শান্তি প্রতিষ্ঠার অযুহাতে গোটা বিশ্বে হস্তক্ষেপ করা পশ্চিমারা ফিলিস্তিন, আরাকান, কাশ্মীর বা পূর্ব-তুর্কিস্তানের মুসলিমদের মানবাধিকারের প্রশ্ন আসলেই ভোল পালটে ফেলে। জালিম ইসরাইলের বিরুদ্ধে কথা বলবে তো দূরে থাক, উল্টো ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরাইলের চলমান আগ্রাসনকে বৈধতা দিতে 'ফিলিস্তিনিদের মোকাবেলায় ইসরাইলের আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে' বলে প্রচার করে তারা।

বিশ্লেষকরা তাই বলে থাকেন, পশ্চিমাদের মানবাধিকারের স্লোগান মূলত মুসলিম বিশ্বকে ধ্বংস করার কূটকৌশল মাত্র। এর মাধ্যমে তারা মুসলিম দেশগুলোতে হস্তক্ষেপ করতে পারে, ধ্বংস করে দিতে পারে মাইলের পর মাইল মুসলিম জনপদ। তাই নির্যাতিত মাজলুম মুসলিমদের অধিকার ফিরে পেতে এবং পশ্চিমাসহ সকল জালিমদের কবল থেকে বিশ্ব মুসলিমকে উদ্ধারে নববী সুন্নাহ অনুসরণই একমাত্র সমাধান বলে দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছেন হকপন্থী আলেম-উলামাগণ।

তথ্যসূত্র:

----

1. Reminder; Israel killed 35 Palestinians in 31 days.

- https://tinyurl.com/wj6fz4mv

2. Israel carried out 700 attacks against Palestinians in January

- https://tinyurl.com/5zdskk25

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ সভাপতির চীন সফর, কথা বলেনি উইঘুরদের নিয়ে

চারদিনের সফরে চীনে গেছে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট সাবা কোরোসি। কিন্তু উইঘুর মুসলিমদের উপর চীনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে কোনো আলাপ করেনি কোরোসি। গত বুধবার এ তথ্য জানিয়েছে কোরোসির মুখপাত্র।

চায়না সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ও বিজ্ঞানীদের সাথে টেকসই উন্নয়ন এবং পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বিষয়ে কথা বলতে কোরোসি গত ১ ফেব্রুয়ারিতে চীনে যাত্রা করে। এসময় সে জাতিসংঘে চীনের নেতৃত্বমূলক ভূমিকা এবং পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীর প্রতি চীনের ‘সাহায্য’-এর জন্য চীনকে ধন্যবাদ জানায়।

এছাড়া সিকিউরিটি কাউন্সিল পুনর্গঠন, ইউক্রেন যুদ্ধ এবং এর বৈশ্বিক অর্থনীতিতে প্রভাব ও বহুপাক্ষিকতা নিয়েও আলোচনা করে সাবা কোরোসি। কিন্তু তার আলোচনায় উঠে আসেনি উইঘুর মুসলিমদের বিরুদ্ধে চীনের চলমান মানবাধিকার লঙ্ঘনের কথা।

কেন মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে আলোচনা করেনি কোরোসি—এমন জিজ্ঞাসার জবাবে কোরোসির মুখপাত্র জানায়, "মানবাধিকার ইস্যু নিয়ে কথা হয়নি। এ বিষয়ে তিনি আলাপ তুলেননি। এটি অফিসিয়াল সফর ছিল। পানি বিষয়ে টেকসই উন্নতির বিষয়টিই এ সফরের প্রধান লক্ষ্য ছিল।"

জিনজিয়াংয়ে উইঘুর মুসলিমদের গণহারে বন্দী করে শারীরিক-মানসিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন, বাধ্যতামূলক শ্রম, জোরপূর্বক গর্ভপাত এবং বন্ধ্যা করে দিচ্ছে চায়না সন্ত্রাসী সরকার। আর মানবাধিকারের এমন জঘন্য লঙ্ঘন নিয়ে আজ পর্যন্ত কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি কথিত বিশ্বশান্তির জন্য কাজ করা জাতিসংঘ। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি চীন সফরে এ বিষয়ে কোনো আলোচনা-ই তুলেনি।

উইঘুরদের অধিকার নিয়ে কাজ করা ইরকিন সিদিক এ বিষয়ে বলেন, "জাতিসংঘের প্রতি ঘৃণা; এই ধরনের অকেজো সংস্থা বন্ধ করে দেওয়া উচিত।"

কেবল উইঘুর নয়, ফিলিস্তিন, রোহিঙ্গা-সহ সারাবিশ্বে মুসলিমদের উপর চলমান কোনো নির্যাতন নিয়েই কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি জাতিসংঘ। এটি বরং কাফেরদের স্বার্থেই সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে বলে মনে করেন মুসলিমগণ।

তথ্যসূত্র:

----

1. UN General Assembly President visits China, does not raise Uyghur repression - https://tinyurl.com/mrynkn4s

---

০২রা ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর ঋণের ফাঁদে বাংলাদেশ

বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় সংস্থা দুটি ভালো কাজই করছে। তারা বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশের ভঙ্গুর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সাহায্য করার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণ দিচ্ছে। তবে এর আড়ালে মূলত দরিদ্র দেশগুলিকে পশ্চিমাদের আরোপিত কঠোর শর্ত মেনে নিতে ব্ল্যাকমেইল করে থাকে তারা। অন্য কথায়, বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) পৃথিবীর সবচেয়ে নৃশংস মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ি।

বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের স্লোগান হলো, 'আমাদের স্বপ্ন দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব'। কিন্তু এই স্লোগান শুধুমাত্র সাহায্যকারী সেজে প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। দুটি প্রতিষ্ঠানই জাতিসংঘের তত্বাবধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সৃষ্টি হয়। এ দুটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাজই হচ্ছে মিথ্যা ও কৌশলের আশ্রয় নিয়ে বিশ্ববাসীকে শোষণ করা এবং সোনা-রুপার বিপরীতে ডলারের আধিপত্ব বজায় রাখা।

তবে এসব প্রতিষ্ঠানের সম্মুখভাগ বেশ চকচকে। তারা বিশ্ববাসীকে যা বুঝায় তা হল- তাদের বিনিয়োগের মাধ্যমে তারা সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা এবং মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলিতে বিনিয়োগ করে; যেমন- বিশুদ্ধ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে সারা বিশ্বকে দারিদ্রমুক্ত করতে চায় তারা। কিন্তু তাদের এ স্লোগানের অপর পিঠ গত কয়েক দশকে প্রকাশিত হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে মানুষ বুঝতে শুরু করেছে তাদের শোষণ, জবরদস্তি এবং সরাসরি ব্ল্যাকমেইলের মতো নির্মম বাস্তবতা।

অর্থনীতিতে চরম সঙ্কটের মুখে আবারো আইএমএফের (আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের) শরণাপন্ন হয়েছে বাংলাদেশের দুর্নীতিবাজ সরকার। বাজেট ঘাটতি সামাল দিতে বহুজাতিক ঋণ সংস্থাটির কাছ থেকে আগামী তিন বছরে ৪৫০ কোটি ডলার ঋণ চেয়েছে বাংলাদেশ।

আর বাংলাদেশকে ঋণ দিতে আইএমএফের কোন বাধা নেই। তবে আইএমএফ ঋণ পাওয়ার জন্য রাষ্ট্রকে মানতে হবে অসংখ্য শর্ত। ঋণচুক্তির আগে সেই শর্ত পূরণ করে আইএমএফের আনুগত্য প্রমাণ করতে হয় রাষ্ট্রকে। আইএমএফের কাছ থেকে ঋণ পেতে হলে যে কোনো দেশকেই বেশ কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ঠিক কী কী শর্ত আরোপ করেছে আইএফএম তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাত সংকোচন, সরকারি প্রতিষ্ঠান বিক্রি, ব্যাংকিং ব্যবস্থা ব্যক্তি খাতে ছেড়ে দেয়া, তেল-গ্যাস-বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে ভর্তুকি তুলে দেয়া, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারের ব্যয় কমানো, দেশের বাজার খুলে দিয়ে বিদেশি বিনিয়োগ ও পণ্যের বাজার সুগম করে দেয়া- এগুলোই হলো আইএমএফের সাধারণ শর্ত।

বর্তমানে শিক্ষা খ্যাতে ব্যাপক ইসলাম বিরোধী পদক্ষেপ আইএফএম-এর শর্তের ভিত্তিতেই গ্রহণ করা হয়েছে বলে মনে করা হয়। কেননা দেশে এতো বেশি দুর্নীতি ও অর্থ পাচার হয়েছে যে, দেশ শ্রীলঙ্কার মতো অবস্থা না হলেও কাছাকাছি পর্যায়ে রয়েছে। তাই যে কোন শর্তেই হোক আইএমএফ-এর থেকে ঋণ গ্রহণ খুব জরুরী হয়ে পড়েছে গাদ্দার সরকারের জন্যে। আর সরকারের বর্তমান অবস্থা থেকে এটি অনুমেয় যে সরকার আইএমএফ-এর দেয়া সকল শর্তই পূরণ করছে। আর এর পর পরই গত ৩০ জানুয়ারি বাংলাদেশের জন্য ৪ দশমিক ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণ সুবিধা অনুমোদন করে সংস্থাটি।

এবারই প্রথম ঋণ নিচ্ছে না বাংলাদেশ, এর আগেও দুর্নীতিবাজ শাসকগোষ্ঠী বেশ কয়েকবার আইএমএফ থেকে ঋণ নিয়েছে। গত চার দশকে ধাপে ধাপে আইএমএফ-বিশ্বব্যাংকের এসব শর্তই পুরোপুরি পূরণ করেছে শাসকগোষ্ঠী। তবে ঋণদাতা সংস্থাগুলো শুধু শর্ত বা পরামর্শ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তারাই তৈরি করে দিয়েছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নীতি, পরিকল্পনা ও কৌশলের দলিল। বিগত নাস্তিক্যবাদী সরকারগুলো বিনা বাক্যব্যয়ে তাদের সব নির্দেশনা মেনে নিয়েছে। বর্তমান গাদ্দার সরকারও সব শর্ত মেনে নিয়ে কাজ করছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. ৪৫০ কোটি ডলার ঋণ অনুমোদন করেছে আইএমএফ: অর্থমন্ত্রী - https://tinyurl.com/yaz7ss4j

2. Secret agenda of World Bank, IMF - https://tinyurl.com/6uhfm5kr

3. The IMF's hidden agenda - https://tinyurl.com/6uhfm5kr

ইউপিতে গোহত্যার অভিযোগে মুসলিম খুন: ন্যায়বিচার পেতে পরিবারগুলোর অপেক্ষা

উত্তরপ্রদেশে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ গোহত্যার অভিযোগে 'ভুয়া এনকাউন্টার' চালিয়ে ৪৫ বছর বয়সী একজন মুসলিম কৃষককে খুন করে।

২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে, থিটকি গ্রামের কৃষক জিশান হায়দার পুলিশের গুলি বিদ্ধ হওয়ার পর জেলা হাসপাতালে মারা যান। তার পরিবার ও গ্রামবাসী জানিয়েছেন তিনি কোন অপরাধের সাথে জড়িত ছিলেন না। বরং হিন্দুত্ববাদী পুলিশ'ভুয়া এনকাউন্টার' চালিয়ে তাকে খুন করেছিল।

খুনের প্রায় দেড় বছর অতিক্রম হয়ে গেলেও খুনিদের কোন বিচার হয়নি। এই বছরের ১৯ জানুয়ারী, সাহারানপুরের সিজেএম আদালত প্রাথমিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে খুনি পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেয়।

সাহারানপুর জেলা আধিকারিক কর্তৃক দাখিল করা হলফনামায় মিসেস আফরোজ (জিশানের স্ত্রী) দ্বারা উত্থাপিত অন্যান্য অভিযোগ সম্পর্কেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

জিশানের চাচাতো ভাই সৈয়দ ঈসা রাজা জানিয়েছে, সমালোচনার মুখে পুলিশ ২২ জানুয়ারী ১২ জন পুলিশের বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করেছে। খুনের সাথে জড়িতরা হল সাব-ইন্সপেক্টর যশপাল সিং, আসগর আলি এবং ওমবীর সিং, হেড কনস্টেবল সুখপাল সিং এবং কনস্টেবল ভারত সিং, বিপিন কুমার, প্রমোদ কুমার, রাজবীর সিং (এখন অবসরপ্রাপ্ত), নীতু যাদব, দেবেন্দ্র কুমার (অবসরপ্রাপ্ত), ব্রিজেশ (অবসরপ্রাপ্ত)) এবং অঙ্কিত কুমার।

তবে রাজা জানিয়েছেন, খুনের সাথে জড়িত পুলিশ সদস্যরা নিজেদের পদে বহাল থাকলে মামলার তদন্ত সুষ্ঠু হতে পারে না। "যতক্ষণ এই পুলিশ সদস্যরা তাদের ইউনিফর্মে থাকবে ততক্ষণ তদন্ত সুষ্ঠু হবে না। তাদের সাসপেন্ড করা উচিত। তবেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।"

তার মৃত্যুকালীন পরিস্থিতি বর্ণনা করে আফরোজ আদালতকে বলেছেন, তার স্বামী কোন অপরাধী ছিলেন না। তার বিরুদ্ধে কোনো মামলাও ছিল না। তবে পুলিশের গোয়েন্দাদের সঙ্গে তার বিরূপ সম্পর্ক ছিল। ৪-৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ এর মধ্যবর্তী রাতে, জিশান তাকে বলেছিলেন যে একজন পুলিশ কর্মকর্তা তাকে কিছু তদন্তের জন্য ডেকেছিলেন। পরে তার ফোন বন্ধ থাকায় তাকে আর পাওয়া যায়নি। সকালে তিনি জানতে পারেন তার স্বামীকে গুলি করেছে এবং তাকে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রাজা, কয়েকজন আত্মীয়কে নিয়ে জেলা হাসপাতালে যান, সেখানে তারা জিশানের লাশ দেখতে পান।

অন্যদিকে, নিজেদের দোষ আড়াল করতে পুলিশ দাবি করেছিল যে তারা গ্রামের কাছে একটি জঙ্গলে গরু জবাই করার খবর পেয়েছিল। সেখানে দেশীয় পিস্তল নিয়ে জিশান উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজেই নিজের পায়ে গুলি করেছিলেন বলে পুলিশের দাবি। নাটককে আরো শক্তিশালী করতে জবাইয়ের সরঞ্জামসহ গরুর মৃতদেহ উদ্ধারেরও দাবি করেছিল পুলিশ।

পুলিশ জিশানের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাগুলিও দেখিয়েছিল; তবে পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, এই সমস্ত এফআইআর যেদিন তার মৃত্যু হয়েছিল ঠিক সেদিন দায়ের করা হয়েছিল।

রাজা জানিয়েছেন, “জিশান গরিবদের সাহায্য করতেন। তিনি পুলিশকে গরিবদের হয়রানি করতে দেননি। পুলিশ তার উপর বিরক্ত ছিল। তাই তাকে হত্যা করা হয়েছে।

একইভাবে উত্তরপ্রদেশে জিশান হায়দারের পরিবারের মত আরেকটি মুসলিম পরিবার ন্যায়বিচার পাওয়ার অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছেন।

২০১৮ সালে, কাসিম নামে একজন ছাগল ব্যবসায়ীকে হাপুর জেলার পিলখুয়াতে তার বাড়িতে গোহত্যার অভিযোগে উগ্র হিন্দু জনতা নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছিল। তার বন্ধু সামিউদ্দীন একজন কৃষক, যিনি ২০১৮ সালে হাপুরে কাসিমকে বাচাঁতে গিয়ে উগ্র জনতার নির্মম পিটুনির শিকার হয়েছিলেন। তবুও তাকে হিন্দুদের বর্বর পিটুনি থেকে উদ্ধার করতে পারেননি তিনি।

জিশান হায়দার আর কাসিমের পরিবাবের মত হাজারো মুসলিম পরিবার হিন্দুত্ববাদীদের হাতে খুন হওয়া আত্মীয়দের ন্যায়বিচারের অপেক্ষায় আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল হিন্দুত্ববাদী ভারতের আইন আদালত সবই হিন্দুদের দখলে। সেখানে মুসলিমদের কোন অধিকার নেই। সুতরাং ন্যায় বিচার পাওয়া তো দূরের কথা, বিচার চাইতে গেলে বরং মুসলিমদের পেরেশানিই বেড়ে যায় আরও।

তথ্যসূত্র:

----

1. UP: 12 policemen booked in ‘fake encounter’ of Muslim farmer (Two Circles) - https://tinyurl.com/yv8h668b

2. In UP, Victims Of Cow Lynchings Await Justice - https://tinyurl.com/4c33r9je

---

০১লা ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

যত্রতত্র ফিলিস্তিনিদের গুলি করে হত্যার অনুমতি দিতে যাচ্ছে দখলদার ইসরাইল

ফিলিস্তিনিদেরকে যত্রতত্র গুলি করে হত্যা করতে পারবে বেসামরিক ইসরাইলি ইহুদিরা। সহজেই ইসরাইলিদের পক্ষে আগ্নেয়াস্ত্র বহন করার আইন পাশ করে এ সুযোগ দিতে যাচ্ছে দখলদার ইসরাইল। এর ফলে ভীতির সঞ্চার হয়েছে দখলিকৃত পশ্চিম তীর এবং পূর্ব জেরুজালেমের ফিলিস্তিনি মুসলিমদের মনে।

গত ২৯ জানুয়ারি রবিবার ইসরাইলি মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ ব্যাপারে ‘সবুজ সংকেত’ দিয়েছে দখলদার প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। জানা যায়, খুব শিগগিরই অবৈধভাবে রাখা ব্যক্তিগত অস্ত্রের অনুমতি দেবে তারা। লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়াও সেক্ষেত্রে শিথিল করা হবে। স্বল্পতম সময়ে আগ্নেয়াস্ত্রের জন্য আবেদনকারী ইহুদিরা পাবে ছাড়পত্র।

এছাড়াও পশ্চিম তীরে অবৈধ দখলদারিত্ব আরও শক্তিশালী করার জন্য পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে ইসরাইল। আর দখলকৃত পশ্চিম তীরে আরও বাড়ানো হবে উচ্ছেদ অভিযান। সেসব জায়গায় শিগগিরই গড়ে তোলা হবে ইহুদি বসতি।

দখলদার ইসরাইল স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ আগ্রাসন চালাচ্ছে ফিলিস্তিনে। মাত্র এক মাসেই ৩০ এর অধিক ফিলিস্তিনিকে খুন করেছে ইহুদি বাহিনী। তাদের এবারের লক্ষ্য পবিত্র আল-আকসা পরিপূর্ণ দখল করে সেখানে কথিত টেম্পল তৈরি করা। এ জন্যই এসব আগ্রাসন পরিচালনা করছে দখলদার ইসরাইল।

আর এমন বর্বরোচিত আগ্রাসন এমন সময় তীব্র আকার ধারণ করতে যাচ্ছে, যখন সাধারণ ইহুদিরা পর্যন্ত প্রকাশ্যে দ্বিতীয় নাকবা বা মুসলিম গণহত্যা শুরুর হুমকি দিচ্ছে। সেই সাথে আবার ইহুদের হাতে অস্ত্র পৌঁছানোর প্রক্রিয়া সহজ করে দিচ্ছে ইসরাইল সরকার। আসন্ন বিপর্যয়ের ধারণাগুলো এমন স্পষ্ট হওয়া সত্বেও কথিত মানবাধিকারের ধ্বজাধারীরা নীরব হয়ে বসে আছে; নামধারী মুসলিম শাসকরাতো আরও আগে থেকেই নীরব।

তথ্যসূত্র:

----

1. Netanyahu gives Israelis ‘green light to shoot Palestinians’ - https://tinyurl.com/yc8e2w63

গণহত্যার হুমকি || হাজারো হিন্দুর সমাবেশে মুসলিমদের 'বলি হওয়ার অপেক্ষায় থাকা ভেড়ার বাচ্চা' সম্বোধন

তেলেঙ্গানার বিধায়ক উগ্র হিন্দু নেতা রাজা সিং 'হিন্দু জন আক্রোশ মোর্চা'র অনুষ্ঠানে মুসলমানদের হত্যার বিষয়ে প্রকাশ্যে আহ্বান জানিয়েছে। একইভাবে, হিন্দুত্ববাদী নেতা সাক্ষী গায়কওয়াদ তার গণহত্যামূলক বক্তৃতায় বলেছে, "মুসলিমরা বলিদানকারী ভেড়ার বাচ্চার মতো, বলি হওয়ার অপেক্ষায় আছে।"

গত ২৯ জানুয়ারী রবিবার, মহারাষ্ট্রের মুম্বাইয়ে হিন্দু জন আক্রোশ মোর্চার একটি সমাবেশ হয়। সেখানে হাজারো উগ্র হিন্দু জনতা উপস্থিত ছিল। হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সদস্যরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে এ বিশাল সমাবেশে গণহত্যামূলক উসকানি এবং ধর্মান্তর বিরোধী আইন ও কথিত ‘লাভ জিহাদ’ বিরোধী আইনের দাবি জানিয়েছে।

৪ কিলোমিটারেরও বেশি এলাকাজুড়ে চলা এই সমাবেশে হিন্দুত্ববাদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লাগাতার বিদ্বেষমূলক স্লোগান দিতে থাকে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস), বজরং দল এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) এর মতো এই হিন্দুত্ববাদী দলটিও মুসলিমদের প্রতি তীব্র ঘৃণাত্মক ও মারমুখী আচরণ করে। তারাও সকল হিন্দুকে মুসলিমদের বয়কটের আহ্বান জানায়।

ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) অনেক নেতা, বিধায়ক এবং মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দের শিবসেনা গোষ্ঠীর হিন্দুরাও সেই সমাবেশে অংশ নিয়েছে।

এরই মাঝে, গরুর মাংস বিক্রির অভিযোগে গাজীউর রহমান নামে এক মুসলিম যুবককে বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে চরম নির্যাতন করে হিন্দুত্ববাদী বজরং দলের সদস্যরা। ঘটনাটি গত ২৯ জানুয়ারী রবিবার, কর্ণাটকের মুদিগেরে এলাকায় সংঘটিত হয়েছে। ঘটনার ভিডিও ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি মুসলিমদের জন্য কতটা উদ্বেগের, উপরের এই দুটি ঘটনাই তা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। মুসলিমদের তাই সার্বিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকাটাও এখন সময়ের দাবি বলে মনে করছেন ইসলামি চিন্তাবিদগণ।

তথ্যসূত্র:

----

1. Thousands of Hindu nationalists in Mumbai march against Muslims, raise hate slogans - https://tinyurl.com/4unnrzff

2. Hindutva leader & Telangana MLA T Raja Singh gives open call for violence & killing Muslims at the Hindu Jan Akrosh Morcha event organised by Sakal Hindu Samaj. - video link: https://tinyurl.com/2p8nkke3

3. Hindutva leader Sakshi Gaikwad in her genocidal speech, said that “Muslims are like sacrificial lambs, waiting to be sacrificed.” - video link: https://tinyurl.com/3u897j4j

4. Member of the far-right group Bajrang Dal tied a Muslim youth named Gajivur Rahman to an electricity pole and tortured him over the accusations of selling beef - https://tinyurl.com/yz4tryxx

---

এবার অস্ট্রেলিয়ায় হিন্দু-শিখ মারামারি!

উগ্র হিন্দুরা যেখানেই যায়, সেখানেই বিশৃঙ্খলা করে, ত্রাস সৃষ্টি করে। এবারে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে শিখ এবং হিন্দু অভিবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। ঐ সংঘর্ষের একটি ভিডিও চিত্র অনলাইনে ছড়িয়ে পড়েছে।

ভিডিও চিত্রে দেখা যায়, ভারতীয় পতাকা নিয়ে একদল হিন্দু অস্ট্রেলিয়ার রাস্তায় নামে। আর শিখরা রাস্তায় নামে তাদের 'খালিস্তান'-এর পতাকা নিয়ে। এসময় উভয় গোষ্ঠীই স্লোগান দিতে থাকে। এক পর্যায়ে তাদের মাঝে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

এর আগে হিন্দু সন্ত্রাসীরা লন্ডনে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক স্লোগান-বক্তব্য দিয়েছিল। মসজিদের জানালার কাচ ভেঙে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির পায়তারা করেছিল। সম্প্রতি আবারও গুজরাটের কসাই মোদীকে নিয়ে বিবিসির তৈরি করা ডকুমেন্টারির প্রতিবাদ জানাতে লন্ডনে রাস্তায় নেমেছিল মোদি-সমর্থকরা। এসময় তারা মোদীর পক্ষে স্লোগান দিতে থাকলে, একজন মুসলিম একটিভিস্ট ভিডিও ধারণের পাশাপাশি মোদী-সমর্থকদের সম্মুখে গিয়ে প্রতিবাদে বলেন, "সন্ত্রাসী মোদি"।

এই হিন্দু সন্ত্রাসীরা আসলে বিশ্ববাসীর জন্য হুমকি। যেখানেই তারা একটু ক্ষমতা পায়, সেখানেই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে উগ্র হিন্দুত্ববাদ প্রচারের জন্য। ভারতে তাদের নির্যাতনের শিকার ইসলামসহ প্রতিটি ধর্মের মানুষ। এমনকি হিন্দুদের মধ্যে নিম্নবর্ণের মানুষের উপরও অত্যাচার করে উগ্র হিন্দুরা। তাই বিশ্বশান্তির জন্য বর্তমানে হিন্দুত্ববাদ মোকাবেলা করা একটি অপরিহার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। ভিডিও লিংক:

- https://tinyurl.com/yfwvrp9r

দখলদার ইহুদিদের ওপর আরও একটি ঈমান জাগানিয়া হামলা: ২ ইহুদি হতাহত

আবারও দখলদার ইহুদিদের ওপর ঈমান জাগানিয়া হামলা পরিচালনা করেছে ১৩ বছরের এক ফিলিস্তিনি কিশোর। গত শনিবার (২৮ জানুয়ারি) স্থানীয় সময় সকালে জেরুজালেমের কাছে এ ঘটনাটি ঘটে।

হামলার বিষয়ে দখলদার ইসরাইলি পুলিশ জানিয়েছে, ৫ জন ইহুদি প্রার্থনার জন্য সিনাগগে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে এক কিশোর তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে এক ইহুদি ও তার ছেলে গুরুতর আহত হয়। পরে তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এ ঘটনার পর ইহুদিদের মনে ভয়ানক ভীতি সঞ্চার হতে দেখা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, উক্ত ঘটনার মাত্র একদিন আগেও জেরুজালেমে দখলদার ইহুদিদের ওপর হামলা চালিয়ে ৭ দখলদার ইহুদিকে হত্যা করেছেন অন্য একজন মুসলিম যুবক। আর ঠিক এর পরের দিনই আবারও এই হামলার ঘটনাটি ঘটলো।

জালেম ও বর্বর ইহুদিদের উপর পর পর দুদিনের এই হামলাগুলো গোটা মুসলিম জাতির মনেই আনন্দের দোলা দিয়ে গেছে বলেই মনে করা হচ্ছে। কেননা হামলাগুলো ছিল মজলুমের পক্ষে জালেমের উপর তার কৃত জুলুমের প্রতিশোধ, জালিমের পাওনা পরিশোধ।

তথ্যসূত্র:

----

1. Jerusalem: Boy, 13, 'shoots and wounds' two people, hours after gunman killed seven outside synagogue - https://tinyurl.com/3288s9xr

---

শাবাবের দুঃসাহসী হামলা ও ঘাঁটি নিয়ন্ত্রণের নতুন ভিডিও নিয়ে উপস্থিত "আল-কাতায়েব" মিডিয়া

হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন প্রশাসনের অন্যতম মিডিয়া "আল-কাতায়েব" সম্প্রতি নতুন একটি ভিডিও রিলিজ করেছে। নতুন এই ভিডিওটিতে দেশের কেন্দ্রীয় হিরান রাজ্যের বারাদার অঞ্চলে সোমালি স্পেশাল ফোর্সের সামরিক ঘাঁটিতে শাবাব যোদ্ধাদের পরিচালিত একটি আক্রমণ এবং তা নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার হৃদয় জুড়ানো দৃশ্যগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভিডিওটির ফুটেজ প্রদর্শন করতে প্রায় ৫ মিনিট সময় নেয়েছে।

সূত্রমতে, ভিডিওতে ধারণকৃত অভিযানটি গত বছরের ১১ নভেম্বর ফজরের কিছুক্ষণ আগে শুরু করে ফজরের কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত চলতে থাকে। হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন অন্ধকারের মধ্যেই ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হন এবং দিনের শুরুতেই ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার আগ পর্যন্ত গাদ্দার বাহিনীর সাথে প্রচণ্ড লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। আক্রমণের এমন সব উত্তেজনায় পূর্ণ ফুটেজ দিয়েই ভিডিওটি শুরু করা হয়েছে। শুরুর ফুটেজে সোমালি বিশেষ বাহিনীর মৃতদেহ, সামরিক সরঞ্জাম এবং সেনাদের অবস্থানের ছবি দেখানো হয়েছে, যা ততক্ষণে হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে।

ভিডিওতে আরও দেখানো হয়েছে, দাশাকা অস্ত্রে সজ্জিত শাবাব যোদ্ধারা সামরিক যান জব্দ করছেন, তাঁরা ঘাঁটিতে অবাধে চলাচল করছেন এবং ঘাঁটিতে থাকা অবশিষ্ট সামরিক যানগুলিতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছেন।

জানা যায় যে, হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ এই হামলায় পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি বিশেষ বাহিনীর অন্তত ৩১ সৈন্য নিহত হয়েছিল, তাদের মধ্যে কিছু সেনার মৃতদেহ ঘাঁটিতে পড়ে থাকতেও দেখা গেছে। এই

বিজয়ে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন ঘাঁটি থেকে সাঁজোয়া যান, যানবাহন, সামরিক ট্রাক এবং প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র, গোলাবারুদ সহ ৯টি গাড়ি গনিমত পেয়েছিলেন।

উল্লেখ্য যে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন পশ্চিমা-সমর্থিত সোমালি সরকার এবং একে সমর্থনকারী আন্তর্জাতিক জোটের নেতৃত্বকে বিব্রত করতে সোমালি বিশেষ বাহিনী, সরকারী মিলিশিয়া এবং আন্তর্জাতিক জোট বাহিনীর ঘাঁটিগুলিতে আক্রমণ এবং এর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর প্রায়শই এসব অভিযানের নথি ও ভিডিও প্রকাশ করে থাকেন।

এর মাধ্যমে হারাকাতুশ শাবাব সোমালি সরকারের সামরিক ব্যর্থতা ও তাদের মিথ্যা দাবিগুলো তুলে ধরেন। একই সাথে মুজাহিদগণ এই বার্তাও দিয়ে থাকেন যে, মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সরকারকে দেওয়া অর্থ, অস্ত্র এবং সমস্ত ধরণের সামরিক সরঞ্জাম, হারাকাতুশ শাবাবের জন্য গণিমতে পরিণত হচ্ছে।

সবশেষে হারাকাতুশ শাবাব প্রশাসনের দীর্ঘ এই যুদ্ধের লক্ষ্য হচ্ছে, পশ্চিমাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সোমালি সরকারকে উৎখাত করা, এটিকে সমর্থনকারী আন্তর্জাতিক জোট বাহিনীকে বিতাড়িত করা, গণতন্ত্র সহ পশ্চিমা আধিপত্যের মুলোৎপাটন করা এবং একটি স্বাধীন ও সম্পূর্ণ ইসলামী শরিয়া ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

নীচে প্রদত্ত লিংকসমূহ থেকে ভিডিওটি ডাউনলোড করে দেখে নিতে পারেন ইনশাআল্লাহ্

https://alfirdaws.org/2023/02/01/62168/

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || জানুয়ারি ৪র্থ সপ্তাহ, ২০২৩ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2023/02/01/62164/